CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

# জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭২ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 72 Years ■ Issue-309 ■ 8 August, 2026 ■ আগরতলা ৮ আগষ্ট, ২০২৬ ইং ■ ২২ শ্রাবণ, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, শনিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা




সরকারের গৃহীত কমিটির রিপোর্ট ও বিবৃতি নিয়ে

## উভয়কক্ষে বিরোধীদের বিক্ষোভে উত্তাল সংসদ

**নয়াদিল্লি, ৭ আগস্ট (আইএএনএস) ।।** বিরোধীদের তীব্র স্লোগান ও বিক্ষোভে শুক্রবার উত্তাল হয়ে ওঠে রাজ্যসভার অধিবেশন। শূন্যকাল চলাকালীন বিরোধী সাংসদরা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর উপস্থিতির দাবি জানিয়ে সরব হন। লাগাতার হট্টগোলে সভার কার্যক্রম ব্যাহত হওয়ায় কিছু সময়ের জন্য অধিবেশন মুলতুবি করে দেওয়া হয়।

বিক্ষোভের জবাবে রাজ্যসভার চেয়ারম্যান সি পি রাধাকৃষ্ণন বিরোধী দলনেতা মল্লিকার্জুন খাড়্গেকে বলেন, নতুন কোনও বিষয় থাকলে তিনি বক্তব্য রাখতে পারেন। এর উত্তরে খাড়্গে জানান, তাঁর দাবি একই থাকবেস্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে সভায় এসে বক্তব্য রাখতে হবে।

খাড়্গে বলেন, চেয়ারম্যান ইতিমধ্যেই বিরোধীদের দাবি সরকারের কাছে জানিয়েছেন, কিন্তু সরকার সেই আবেদনকেও গুরুত্ব দিচ্ছে না।

এরপর সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু খাড়্গের বক্তব্যের বিরোধিতা করেন এবং অভিযোগ করেন যে বিরোধীরা ইচ্ছাকৃতভাবে সভার কাজ ব্যাহত করছেন।

রিজিজু বলেন, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সংসদে উপস্থিত থাকেন এবং তাঁর মন্ত্রকের সংশ্লিষ্ট কাজ তালিকাভুক্ত থাকলেই তিনি সভায় আসেন। তিনি আরও বলেন, আগের দিন বিরোধী দলনেতা শুধুমাত্র একটি বিষয় উত্থাপন করেছিলেন, যা চেয়ারম্যানের মাধ্যমে সরকারের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর উপস্থিতির বিষয়ে চেয়ারম্যান কোনও নির্দেশ দেননি।

সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী অভিযোগ করেন, বিরোধী সাংসদরা প্রথমে স্লোগান দেন এবং পরে সভা ছেড়ে চলে যান। তিনি বলেন, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জবাব দিতে এলেও তাঁরা তা শুনতে উপস্থিত থাকেন না। কোনও মন্ত্রী কখন সভায় উপস্থিত হবেন, তা নির্ধারণ করার অধিকার বিরোধীদের নেই বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

এই বাকবিতণ্ডার পর চেয়ারম্যান বিজেপির পশ্চিমবঙ্গের সাংসদ প্রকাশ চিক বড়াইক, কেরলের সিপিআই সাংসদ পি পি সুনীর এবং উত্তরপ্রদেশের বিজেপি সাংসদ অমর পাল মৌর্যকে তাঁদের বিষয় উত্থাপনের অনুমতি দেন। এরপর দুপুর পর্যন্ত রাজ্যসভার কার্যক্রম মুলতুবি করা হয়।

এর আগে শুক্রবার সকালে সংসদের টেবিলে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সংসদীয় কমিটির রিপোর্ট ও বিবৃতি পেশ করা হয়।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের ২০২৬-২৭ সালের অনুদানের দাবির বিষয়ে সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ সংক্রান্ত প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের কমিটির ২৭তম ও ২৮তম রিপোর্ট পেশ করা হয়। এর মধ্যে প্রতিরক্ষা রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা, ডিরেক্টরেট অব অর্ডন্যান্স, গুণমান নিয়ন্ত্রণ বিভাগ, ন্যাশনাল ক্যাডেট কর্পস এবং সৈনিক স্কুল, রাষ্ট্রীয় ইন্ডিয়ান মিলিটারি কলেজ ও রাষ্ট্রীয় মিলিটারি স্কুলগুলির পর্যালোচনা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

সুধা মূর্তি ও কবিতা পাতিদার জাতীয় মহিলা কমিশন ও রাজ্য মহিলা কমিশনের কার্যক্রম এবং আদিবাসী মহিলাদের স্বাস্থ্য পরিষেবা সংক্রান্ত মহিলা ক্ষমতায়ন কমিটির রিপোর্টের ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

## থাইল্যান্ডে স্কুলে বন্দুকধারীর হামলায় নিহত ৮, আহত বহু

**ব্যাংকক, ৭ আগস্ট (আইএএনএস) ।।** থাইল্যান্ডের রাজধানী ব্যাংককের উপকণ্ঠে একটি স্কুলে ভয়াবহ বন্দুক হামলায় অন্তত ৮ জনের মৃত্যু হয়েছে। নিহতদের মধ্যে হামলাকারী কিশোর এবং তার দাদু-দিদাও রয়েছেন। এছাড়া ৩০ জনেরও বেশি আহত হয়েছেন, যাঁদের মধ্যে অন্তত ৯ জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানিয়েছেন থাই প্রধানমন্ত্রী অনুতিন চার্নভিরাকুল।

শুক্রবার সকালে স্থানীয় সময় প্রায় ১০টা নাগাদ ননথাবুরি প্রদেশের ব্যাং ক্রুয়াই জেলার ডেবসিরিন ননথাবুরি স্কুলে এক বন্দুকধারী এলোপাথাড়ি গুলি চালায়। ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ ও উদ্ধারকারী দল।

প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, হামলাকারী বেগুনি রঙের ট্র্যাকস্যুট পরে স্কুলে প্রবেশ করে এবং পরপর বহু রাউন্ড গুলি চালায়। বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত ভিডিওতেও স্কুল চত্বরে ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

অধিবেশনের অচলাবস্থার মধ্যেই

## বিদ্রোহী সাংসদদের পাশে থাকার আশ্বাস মোদির

**নয়াদিল্লি, ৭ আগস্ট(আইএএনএস) ।।** সংসদের বর্ষাকালীন অধিবেশনের অচলাবস্থার মধ্যেই জাতীয় গণতান্ত্রিক জোট (এনডিএ)-র বিভিন্ন শরিক দলের সাংসদদের নিয়ে বিশেষ প্রাতঃরাশ বৈঠক করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। শুক্রবার অনুষ্ঠিত এই বৈঠকে তৃণমূল কংগ্রেস এবং শিবসেনা (উদ্ধব বালাসাহেব ঠাকরে)-র বিদ্রোহী সাংসদ-সহ মোট ৪৫ জন সাংসদ উপস্থিত ছিলেন।

বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী মোদি সাংসদদের উদ্দেশে বলেন, চিন্তা করবেন না, এনডিএ একটি পরিবার। আমি প্রত্যেক সাংসদের পাশে আছি। কোনও দুশ্চিন্তার কারণ নেই। সংসদে বিরোধীদের লাগাতার হইচইয়ের কারণে অনেক সাংসদ বক্তব্য রাখার সুযোগ পাচ্ছেন না বলেও তিনি উদ্বেগ প্রকাশ করেন।

সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, প্রধানমন্ত্রী স্পষ্ট করে জানান যে, তিনি শুধু বিজেপির নয়, এনডিএ-র প্রতিটি সাংসদের পাশে রয়েছেন। জোটের শরিক দলগুলির প্রতি পূর্ণ সমর্থনের আশ্বাসও দেন তিনি।

শুক্রবারের এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন সম্প্রতি এনডিএ-তে যোগ দেওয়া একাধিক সাংসদ। তাঁদের মধ্যে ছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের ২০ জন বিদ্রোহী সাংসদ, যারা পরে ন্যাশনালিস্ট সিটিজেনস পার্টি অব ইন্ডিয়া (এনসিপিআই)-তে যোগ দিয়েছেন। এছাড়া উদ্ধব ঠাকরের শিবসেনার সাতজন প্রাক্তন সাংসদ, যাঁদের মধ্যে ছয়জন একনাথ শিন্ডে নেতৃত্বাধীন শিবসেনায় যোগ দিয়েছেন। বৈঠকে আরও উপস্থিত ছিলেন ন্যাশনাল পিপলস পার্টির (এনপিপি) ২০ জন সাংসদ এবং অজিত পাওয়ার শিবিরের এনসিপির দুই সাংসদ।

বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

## ধর্মনগর হাসপাতাল বিতর্কে মুখ খুললেন চিকিৎসকরা, হামলার অভিযোগে এফআইআর

**নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ৭ আগস্ট।।** ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে বৃহস্পতিবারের ঘটনাকে কেন্দ্র করে শুক্রবার উত্তর ত্রিপুরা জেলা হাসপাতালের ট্রমা সেন্টারের দ্বিতীয় তলায় সাংবাদিক সম্মেলন করেন অল ত্রিপুরা গভর্নমেন্ট ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশন এবং জেলা হাসপাতালের চিকিৎসকরা।

সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন উত্তর জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডা. দীপক হালদার, সংগঠনের সম্পাদক ডা. আশিস দাস কানুনগো, জেলা হাসপাতালের মেডিক্যাল সুপার ডা. ভাস্কর দাসসহ অন্যান্য চিকিৎসক।

চিকিৎসকদের দাবি, হাসপাতালের ঘটনাকে ঘিরে তাদের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ তোলা হয়েছে তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। তারা ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়ে বলেন, চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের হুমকি দেওয়া এবং হামলার চেষ্টা অত্যন্ত উদ্বেগজনক ও নিন্দনীয়। এ ঘটনায় জড়িতদের বিরুদ্ধে ধর্মনগর থানায় এফআইআর দায়ের করা হয়েছে বলে জানানো হয়। পাশাপাশি অভিযুক্তদের দ্রুত গ্রেফতার করে আইন অনুযায়ী কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রশাসনের কাছে দাবি জানান চিকিৎসকরা।

## ১০ আগস্ট রাজ্যজুড়ে 'বিজেপি ভারত ছাড়ো' কর্মসূচির ডাক চার বামপন্থী সংগঠনের

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ আগষ্ট ।।** কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থনৈতিক ও শ্রমিক-বিরোধী নীতির প্রতিবাদে আগামী ১০ আগস্ট রাজ্যজুড়ে 'বিজেপি ভারত ছাড়ো' কর্মসূচির ডাক দিল সেন্টার অব ইন্ডিয়ান ট্রেড ইউনিয়ন (সিটু), অল ইন্ডিয়া কিষাণ সভা (এআইকেএস), ত্রিপুরা ক্ষেত মজদুর ইউনিয়ন (টিকেএমইউ) এবং গণমুক্তি পরিষদ (জিএমপি)। আজ আগরতলায় আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে সিটুর প্রবীণ নেতা পবিত্র কর বলেন, ১৯৪২ সালের মহাত্মা গান্ধীর ঐতিহাসিক 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন থেকেই এবারের কর্মসূচির অনুপ্রেরণা নেওয়া ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

অতিরিক্ত বিদ্যুৎ বিলের প্রতিবাদে রাজ্যে সরব ভোক্তারা

## কার্যালয়ে কর্মীদের তালাবন্দী করে মনুঘাটে জাতীয় সড়ক অবরোধ

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ আগষ্ট ।।** অতিরিক্ত বিদ্যুৎ বিল, ঘন ঘন বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়া এবং স্মার্ট মিটার নিয়ে অসন্তোষের জেরে শুক্রবার বিক্ষোভে ফেটে পড়েন ডাম্বুর নগর এলাকার লংতরাইভ্যালি মহকুমার মনুঘাটের বাসিন্দারা। ক্ষুব্ধ গ্রাহকরা জাতীয় সড়ক অবরোধ করে প্রতিবাদে সামিল হলে এলাকায় ব্যাপক যানজটের সৃষ্টি হয়। দীর্ঘ সময় ধরে সড়কে যান চলাচল ব্যাহত থাকায় সাধারণ যাত্রীদের চরম ভোগান্তির শিকার হতে হয়।

বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, তারা যে পরিমাণ বিদ্যুৎ ব্যবহার করছেন, তার তুলনায় অস্বাভাবিকভাবে বেশি বিল আদায় করা হচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রেই প্রায় ২ হাজার টাকা রিচার্জ বা বিল পরিশোধ করার পরও মাত্র তিন দিন বিদ্যুৎ পরিষেবা মিলছে। এরপরই বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে বলে দাবি করেন গ্রাহকরা। এছাড়াও প্রতি মাসে বিদ্যুৎ বিলের সঙ্গে বিভিন্ন খাতে অতিরিক্ত চার্জ নেওয়া হলেও সেই চার্জের প্রকৃতি বা কারণ সম্পর্কে গ্রাহকদের স্পষ্টভাবে কিছু জানানো হচ্ছে না বলেও অভিযোগ ওঠে। বিক্ষোভকারীদের দাবি, অবিলম্বে স্মার্ট মিটার ব্যবস্থা বাতিল করে পুনরায় পুরনো মিটার চালু করতে হবে এবং বিদ্যুৎ বিল নির্ধারণে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে হবে।

প্রতিবাদকারীদের আরও অভিযোগ, বিষয়টি নিয়ে একাধিকবার বিদ্যুৎ দপ্তরের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলেও সমস্যার স্থায়ী সমাধানে কোনো কার্যকর উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। এর প্রতিবাদে তারা বিদ্যুৎ মন্ত্রীর পদত্যাগের দাবিও জানান।

একপর্যায়ে উত্তেজিত বিক্ষোভকারীরা স্থানীয় বিদ্যুৎ অফিসের সামনে জড়ো হয়ে বিক্ষোভ শুরু করেন। পরে তারা অফিসের ভেতরে প্রবেশ করে কর্মীদের অফিস কক্ষের ভেতরেই তালাবদ্ধ করে রাখেন বলে অভিযোগ। ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করে। পরে প্রশাসনের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরাও ঘটনাস্থলে এসে বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে আলোচনা করেন।

দীর্ঘ আলোচনার পর পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয় এবং অবরুদ্ধ কর্মীদের মুক্ত করা হয়। তবে আন্দোলনকারীরা স্পষ্ট জানিয়ে দেন, আগামী দুই থেকে তিন দিনের মধ্যে সমস্যার কার্যকর সমাধান না হলে আরও ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ ২৩ ডিসেম্বর

## রাজ্যে এসআইআর শুরু ৫ সেপ্টেম্বর ঃ সিইও

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ আগষ্ট ।।** রাজ্যের ভোটার তালিকা আরও নির্ভুল, স্বচ্ছ, ত্রুটিমুক্তও আপটুডেট করে তুলতে আগামী ৫ সেপ্টেম্বর থেকে ত্রিপুরায় শুরু হচ্ছে স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভশন বা এসআইআর-২০২৬ কর্মসূচি। আজ সচিবালয়ের প্রেস কনফারেন্স হলে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে এই কর্মসূচি বিষয়ে বিস্তারিত জানান রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক ব্রিজেশ পান্ডে। তিনি জানান, ভোটার তালিকার এই বিশেষ নিবিড় সংশোধনী প্রক্রিয়ার পরে আগামী ২৩ ডিসেম্বর রাজ্যের চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হবে।



মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক জানান, ভারতের নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ অনুযায়ী দেশের ১৯টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের সঙ্গে ত্রিপুরাতেও ভোটার তালিকার এই বিশেষ নিবিড় সংশোধনী হাতে নেওয়া হয়েছে। ১ অক্টোবর, ২০২৬ তারিখকে ভিত্তি তারিখ হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে। অর্থাৎ এই তারিখে যাদের বয়স ১৮ বছর পূর্ণ হবে বা তার বেশি হবে, তারা ভোটার তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্ত করার সুযোগ পাবেন। এই সংশোধনী কর্মসূচির মূল লক্ষ্য হলো মৃত, স্থানান্তরিত, পুনরাবৃত্ত (ডুপ্লিকেট) বা অন্য যেকোনো অযোগ্য ভোটারের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়া এবং নতুন যোগ্য ভোটারদের অন্তর্ভুক্ত করে একটি নির্ভুল ও বিশ্বাসযোগ্য ভোটার তালিকা প্রস্তুত করা।

কর্মসূচির বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক ব্রিজেশ পান্ডে বলেন, আগামী ১৫ সেপ্টেম্বর থেকে ১৪ অক্টোবর পর্যন্ত বুথ লেভেল অফিসাররা প্রতিটি বাড়িতে গিয়ে পূর্বেই প্রস্তুত করা এনুমারেশন ফর্ম বিতরণ করবেন এবং ভোটারদের প্রয়োজনীয় তথ্য পূরণে সহায়তা করবেন। ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

## বর্ধিত বিদ্যুৎ বিল সহ বিভিন্ন দাবিতে কংগ্রেসের বিক্ষোভ

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ আগষ্ট ।।** রাজ্যে উন্নয়নের নামে সরকারি অর্থের অপচয় এবং একাধিক জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট সমস্যা তুলে ধরে শুক্রবার আগরতলায় বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করল ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস। স্মার্ট সিটি প্রকল্পের বাস্তবায়ন, অস্বাভাবিক বিদ্যুৎ বিল, স্মার্ট মিটার, জলাবদ্ধতা, হাওড়া নদীর ড্রেজিং, পানীয় জলের মান এবং বিভিন্ন নাগরিক সমস্যা নিয়ে দলটির পক্ষ থেকে প্রতিবাদ জানানো হয়।

প্রথমে স্মার্ট সিটি ও জল বোর্ডের সামনে অবস্থান কর্মসূচির অনুমতি না মেলায়, পরে পুলিশের অনুমতি নিয়ে পোস্ট অফিস চৌমুহনী থেকে প্যারাডাইস চৌমুহনী পর্যন্ত একটি প্রতিবাদ মিছিল বের করা হয়। মিছিল শেষে সেখানে অনুষ্ঠিত হয় বিক্ষোভ সভা।

সভায় বক্তব্য রাখেন ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেসের মুখপাত্র প্রবীর চক্রবর্তী, সদর জেলা কংগ্রেস সভাপতি তন্ময় রায়, যুব কংগ্রেস সভাপতি নীলকমল সাহা, মহিলা কংগ্রেস সভানেত্রী সর্বাণী ঘোষ, তপশিলি কংগ্রেস সভাপতি নিরঞ্জন দাস, ওবিসি কংগ্রেস সভাপতি মনোরঞ্জন দেবনাথ এবং কংগ্রেস নেতা সুশান্ত চক্রবর্তী। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন এনএসইউআই-এর রাজ্য সভাপতি আমীর হোসেন, প্রদেশ কংগ্রেসের সহ-সভাপতি শান্তিরঞ্জন দেবনাথ, সহ-সভানেত্রী পৃথা দেব, বিভিন্ন স্তরের দলীয় নেতা-কর্মীরা।

সদর জেলা কংগ্রেস সভাপতি তন্ময় রায় বলেন, স্মার্ট সিটি প্রকল্পে পরিকল্পনাহীন কাজের বিরুদ্ধে দলের আন্দোলন আগামী দিনেও অব্যাহত থাকবে।

প্রদেশ কংগ্রেসের মুখপাত্র প্রবীর চক্রবর্তী অভিযোগ করেন, স্মার্ট সিটি প্রকল্পে বিপুল পরিমাণ সরকারি অর্থ ব্যয় হলেও ঘোষিত একাধিক প্রকল্পের বাস্তবায়ন হয়নি। তাঁর দাবি, ফুট ওভারব্রিজ, ওয়াই-ফাই জোনসহ বিভিন্ন প্রকল্প এখনও সম্পূর্ণ হয়নি। একইসঙ্গে তিনি অভিযোগ করেন, পরিকল্পনাহীন রাস্তা ও নিকাশি ব্যবস্থার কাজের ফলে সামান্য বৃষ্টিতেই রাজধানীর একাধিক এলাকা জলমগ্ন হয়ে পড়ছে।

তিনি আরও অভিযোগ করেন, স্মার্ট মিটার চালুর পর সাধারণ মানুষের ওপর অতিরিক্ত বিদ্যুৎ বিলের চাপ বেড়েছে। বিদ্যুৎ বিলের সঙ্গে বিভিন্ন অতিরিক্ত চার্জ আরোপ এবং স্মার্ট মিটারের অনিয়ম নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে অসন্তোষ বাড়ছে বলেও তিনি দাবি করেন।

এছাড়াও হাওড়া নদীর ড্রেজিং, বাঁধ সংস্কার, পানীয় জলের মান এবং বিভিন্ন নাগরিক পরিষেবা নিয়েও রাজ্য সরকারের সমালোচনা করেন কংগ্রেস নেতৃত্ব।

বক্তারা দাবি করেন, স্মার্ট মিটার ব্যবস্থা বাতিল, অস্বাভাবিক বিদ্যুৎ বিল প্রত্যাহার, বিদ্যুৎ পরিষেবায় বেসরকারিকরণের বিরোধিতা এবং নাগরিক সমস্যাগুলির দ্রুত সমাধানে সরকারকে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

## পলাতক আসামী পুলিশের জালে

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ আগস্ট।।** অবশেষে পুলিশের হাতে ধরা পড়ল এনডিপিএস মামলার দীর্ঘদিনের পলাতক অভিযুক্ত প্রাণতোষ। গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে বিশালগড় থানার ওসি বিজয় দাসের নেতৃত্বে সাদা পোশাকে পরিচালিত বিশেষ অভিযানে অফিসটিলা এলাকা থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়।দীর্ঘদিন ধরে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর চোখ ফাঁকি দিয়ে আত্মগোপনে থাকলেও শেষ পর্যন্ত পুলিশের তৎপরতায় তার পালানোর পথ বন্ধ হয়ে যায়। অভিযুক্তকে গ্রেপ্তারের এই সাফল্যকে মাদকবিরোধী অভিযানে বিশালগড় থানার আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে দেখা হচ্ছে।মাদকের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নিয়ে ধারাবাহিক অভিযান চালিয়ে যাওয়ায় ওসি বিজয় দাসের নেতৃত্বে বিশালগড় থানার এই সাফল্য এলাকায় প্রশংসা কুড়িয়েছে।

## এফসিআরএ সংশোধনী বিল নিয়ে মার্কিন মন্তব্য খারিজ করল বিদেশমন্ত্রক

**নয়াদিল্লি, ৭ আগস্ট (আইএএনএস) ।।** বিদেশি অনুদান নিয়ন্ত্রণ আইন ফরেন কনট্রিবিউশন (রেগুলেশন) অ্যাক্ট (এফসিআরএ)-এর সংশোধনী বিল নিয়ে আন্তর্জাতিক মহলের একাংশের মন্তব্যের জবাব দিল ভারত। শুক্রবার কেন্দ্রীয় সরকার স্পষ্ট জানিয়েছে, দেশের আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত বিষয় সম্পূর্ণভাবে ভারতের অভ্যন্তরীণ বিষয় এবং এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার একমাত্র দেশের সংসদের।

বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল শুক্রবার নয়াদিল্লিতে দ্বি-সাপ্তাহিক সাংবাদিক বৈঠকে বলেন, ভারত সম্পর্কিত আইনগত বিষয় আমাদের অভ্যন্তরীণ বিষয়। এই বিষয়ে দেশের সংসদ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। একই সঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

স্কুল প্রাঙ্গণে গাছ কাটা নিয়ে

## 'ম্যাম, সব গাছ কেটে ফেললে নিঃশ্বাস নেব কীভাবে?' একরত্তির প্রশ্নে হতচকিত শিক্ষিকা

**নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ৭ আগস্ট।।** 'ম্যাম, সব গাছ কেটে ফেললে আমরা নিঃশ্বাস নেব কীভাবে?'একটি ছোট্ট প্রশ্ন। কিন্তু সেই প্রশ্নই যেন কাঁপিয়ে দিল বিলোনিয়ার যোগমায়া কালীবাড়ি সংলগ্ন জেবি (মডেল) স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকা, অভিভাবক এবং এলাকাবাসীকে। যে বয়সে শিশুরা বই, খাতা আর খেলাধুলা নিয়েই ব্যস্ত থাকে, সেই বয়সে তৃতীয় শ্রেণির এক ছাত্রীর মুখে পরিবেশ রক্ষার এমন প্রশ্ন অনেককেই ভাবিয়ে তুলেছে।



বইয়ের পাতায় আমরা পড়ি 'গাছ লাগান, প্রাণ বাঁচান।' অথচ বাস্তবে সেই স্কুল চত্বরে, যেখানে একসময় সবুজে ঘেরা মনোরম পরিবেশে পড়াশোনা করত শিশুরা, আজ সেখানে পড়ে রয়েছে কাটা গাছের গুঁড়ি আর শুকনো মাটি।

একসময় বিলোনিয়ার এই মডেল স্কুলের আঙিনা ছিল আগর, নিম, নাগেশ্বর, মেহগনি-সহ নানা প্রজাতির বড় বড় গাছে ভরপুর। গাছের ছায়া, পাখির ডাক, ফুলের সুবাস আর শিশুদের কোলাহলে মুখরিত থাকত পুরো স্কুল প্রাঙ্গণ। গরমের দিনেও গাছের ছায়া শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের স্বস্তি দিত। সেই সবুজ পরিবেশই এখন অতীত।

অভিযোগ উঠেছে, ঝুঁকিপূর্ণ গাছ অপসারণের কথা বলে স্কুল পরিচালন কমিটির চেয়ারম্যান তথা স্থানীয় কাউন্সিলর দীপা পালের উদ্যোগে স্কুল প্রাঙ্গণের প্রায় সব গাছই কেটে ফেলা হয়েছে। বনদপ্তরের কর্মীরা এসে একের পর এক ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

## ছেলেকে স্কুলে দিয়ে নিখোঁজ মা, মামলা

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ আগষ্ট ।।** কল্যাণপুর এলাকায় এক গৃহবধূ নিখোঁজ হওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। স্বামীর অভিযোগ, চার বছরের সন্তানকে রেখে স্ত্রী এক ব্যক্তির সঙ্গে চলে গেছেন। ঘটনায় কল্যাণপুর থানায় একটি নিখোঁজ ডায়েরি দায়ের করা হয়েছে।

জানা গেছে, গৌরাঙ্গ টিলা এলাকার বাসিন্দা রাজীব পালের স্ত্রী পায়েল রুদ্র পাল গত সোমবার সকালে চার বছরের ছেলেকে স্কুলে পৌঁছে দেওয়ার উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে বের হন। অভিযোগ, ছেলেকে স্কুলে দিয়ে তিনি আর বাড়ি ফেরেননি।

রাজীব পালের দাবি, গত প্রায় আট মাস ধরে তার স্ত্রীর এক যুবকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। তাঁর অভিযোগ, সেই ব্যক্তির সঙ্গেই স্ত্রী বাড়ি ছেড়ে চলে গেছেন। ঘটনার পর থেকেই আত্মীয়-স্বজন ও পরিচিত বিভিন্ন জায়গায় খোঁজাখুঁজি চালানো হলেও ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা, ৮ আগস্ট ২০২৬ ইং
২২ শ্রাবণ, শনিবার ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ

## বিশ্বকবির মহাপ্রস্থান ও আত্মোপলব্ধি

শ্রাবণ মাসের ঝরিয়া পড়া বৃষ্টির মতোই ২২শে শ্রাবণ বাঙালি হৃদয়ে এক চিরন্তন বিষাদের সুর বাজাইয়া তোলে। ১৯৪১ সালের এই দিনে অবসান ঘটিয়াছিল বাংলা সাহিত্যের একক সূর্যবিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পার্থিব জীবনের। কিন্তু কোনো শারীরিক প্রস্থান কি রবীন্দ্রনাথের মতো বিশাল ব্যক্তিত্বকে আমাদের থেকে বিচ্ছিন্ন করিতে পারিয়াছে? উত্তর নিশ্চিতভাবেই ‘না’।রবীন্দ্রনাথ কেবল একজন কবি, ঔপন্যাসিক বা সুরকার ছিলেন না; তিনি ছিলেন বাঙালি মননের আলোকবর্তিকা। আমাদের আনন্দ-বেদনা, প্রেম-বিরহ, কিংবা জাতীয় সংকটের দিনগুলোতে তিনি চিরকালের আশ্রয়স্থল।আজকের দ্রুত পরিবর্তনশীল ও প্রযুক্তি-নির্ভর বিশ্বে কবিগুরুর প্রাসঙ্গিকতা কমিয়া তো বলেইনি, বরং বহুগুণ বাড়িয়াছে। তাঁহার সৃষ্টির মূলসুর যাহা আমাদের আজ গভীরভাবে অনুধাবন করা প্রয়োজন। সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ বা জাতপাতের উর্ধ্বে উঠিয়া তিনি সবসময় ‘মানুষ’-কে শ্রেষ্ঠ আসন দিয়াছেন। বিভাজনের আজকের সমাজে তাঁহার এই সম্প্রীতির বার্তা অত্যন্ত জরুরি।পরিবেশ ও প্রকৃতির সাথে মানুষের যে আত্মিক সম্পর্ক, তাহা তিনি তাঁহার সাহিত্য ও শান্তিনিকেতনের ভাবনায় ফুটাইয়া তুলিয়াছিলেন। আজকের পরিবেশ সংকটের যুগে তাঁহার এই ভাবনা আধুনিক পরিবেশবিদদের জন্য বড় দিকনির্দেশনা।মৃত্যু ও শোককে রবীন্দ্রনাথ কখনো জীবনের শেষ বলিয়া মানেননি। তিনি শিখাইয়াছেন কীভাবে দুঃখের মেঘ পার হইয়া আলোর সন্ধান করিতে হয়“মৃত্যু দিয়ে যে সত্যের মূল্য দেওয়া যায় তা কোনোদিনই হারায় না।”২২শে শ্রাবণের এই শোকাবহ দিনে কবির প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর শ্রেষ্ঠ উপায় হইলো কেবল আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে সীমাবদ্ধ না থাকিয়া, তাঁহার উদার ও অসাম্প্রদায়িক চিন্তাচেতনাকে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে ধারণ করা। কবির মহাপ্রস্থান ঘটিয়াছিল সত্য, কিন্তু তাঁহার রাখিয়া যাওয়া সাহিত্য ও দর্শন বাঙালিকে যুগ থেকে যুগান্তরে পথ দেখায়।বাইশে শ্রাবণ বাঙালি সংস্কৃতির একটি অত্যন্ত গভীর এবং শোকাবহ দিন, কারণ ১৩৪৮ বঙ্গাব্দের এই দিনে কলকাতার জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাপ্রয়াণ বরণ করেন. বাংলা সাহিত্য, সংগীত ও সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ এই পুরুষ ৮০ বছর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। জীবনের শেষ দিনগুলোতে কবিগুরু গুরুতর অসুস্থতায় ভুগছিলেন।১৯৪১ সালের ৩০ জুলাই জোড়াসাঁকোর বাড়িতে তাঁহার একটি জরুরি অস্ত্রোপচার করা হয়। কিন্তু চিকিৎসকদের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া তাঁহার শারীরিক অবস্থার দ্রুত অবনতি ঘটে। মৃত্যুর কয়েক দিন আগে, শয্যাশায়ী অবস্থাতেও তিনি মুখে মুখে তাঁহার জীবনের শেষ কবিতা’তোমার সৃষ্টির পথ রেখেছ আকীর্ণ করি, বিচিত্র ছলনাজালে হে ছলনাময়ী...’ রচনা করিয়াছিলেন, যাহা তাঁহার হইয়া অন্য কেউ লিখিয়া নিয়াছিলেন। অবশেষে ১৩৪৮ বঙ্গাব্দের ২২শে শ্রাবণ, দুপুর ১২টা ১০ মিনিটে তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন। কবিগুরুর মৃত্যুর খবর ছড়াইয়া পড়িতেই কলকাতার জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে সাধারণ মানুষের ঢল নামে. প্রিয় কবিকে শেষবারের মতো।রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মৃত্যুকে জীবনের এক পরম সত্য এবং সুন্দর অংশ হিসাবে দেখিতেন। তিনি তাঁহার অসংখ্য সৃষ্টিতে মৃত্যুর বন্দনা করিয়া গেছেন। তাঁহার বিখ্যাত ’’ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী’’-তে তিনি লিখিয়াছিলেন, ’মরণ রে, তুঁহু মম শ্যামসমান।’এছাড়াও তাঁহার গীতাঞ্জলিতে তিনি উল্লেখ করিয়াছেন যে, এই জীবনকে যেমন তিনি ভালোবাসিয়াছেন, তেমনই মৃত্যুকেও তিনি সমভাবে ভালোবাসিবেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার নশ্বর দেহ ত্যাগ করিলেও বাংলা ভাষা, সাহিত্য, বিশ্বজনীন দর্শন এবং সংস্কৃতির ধারক হিসাবে তিনি বাঙালির অন্তরে চিরকাল অমর হইয়া আছেন।

## ধর্মনগরে বেহাল ট্রাফিক ব্যবস্থা, যানজটে অতিষ্ঠ শহরবাসী, নজরদারির অভাবে প্রশ্নের মুখে পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ৭ আগস্ট: ধর্মনগর শহরের ট্রাফিক ব্যবস্থার বেহাল দশা নিয়ে ফের ক্ষোভ বাড়ছে সাধারণ মানুষের মধ্যে। শহরের গুরুত্বপূর্ণ সড়কগুলিতে যত্রতত্র গাড়ি পার্কিং এবং অপর্যাপ্ত ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণের কারণে প্রতিদিনই তৈরি হচ্ছে যানজট। আর এই পরিস্থিতিতে ট্রাফিক পুলিশের ভূমিকা নিয়েও উঠছে একাধিক প্রশ্ন।

শুক্রবার শহরের ব্যস্ততম সেন্ট্রাল রোডে দীর্ঘক্ষণ ধরে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, প্রায় এক ঘন্টা ধরে যান চলাচল কার্যত স্তব্ধ হয়ে থাকলেও যানজট নিয়ন্ত্রণে ট্রাফিক পুলিশের তেমন সক্রিয়তা দেখা যায়নি। এর ফলে সমস্যায় পড়েন সাধারণ মানুষ, পথচারী এবং গাড়ি চালকরা।

স্থানীয়দের অভিযোগ, ধর্মনগরের সেন্ট্রাল রোডসহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় রাস্তার উপরেই যেখানে-সেখানে গাড়ি দাঁড় করিয়ে রাখা হচ্ছে। এর ফলে রাস্তার চলাচলের জায়গা সংকুচিত হয়ে পড়ছে এবং অল্প সময়ের মধ্যেই তৈরি হচ্ছে দীর্ঘ যানজট।

শহরবাসীর একাংশের প্রশ্ন, নিয়মিত নজরদারি থাকা সত্ত্বেও কেন এই অব্যবস্থা রোধ করা যাচ্ছে না? ব্যস্ত এলাকাগুলিতে অবৈধ পার্কিং বন্ধ করতে এবং যান চলাচল স্বাভাবিক রাখতে ট্রাফিক পুলিশের আরও কার্যকর ভূমিকা নেওয়ার দাবি উঠেছে।

এদিকে, শহরের বাইরে বিভিন্ন এলাকায় ট্রাফিক পুলিশের কার্যক্রম নিয়েও ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন অনেকে। অভিযোগ, শহরের অভ্যন্তরে যানজট নিয়ন্ত্রণের পরিবর্তে অনেক সময় বাইরের রাস্তায় যানবাহন আটকানো এবং জরিমানা আদায়ের দিকেই বেশি গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।

স্থানীয়দের আরও অভিযোগ, পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে অনেক সময় যানজট সামলাতে ট্রাফিক পুলিশের পরিবর্তে টমটম চালকদেরই রাস্তায় যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ করতে দেখা যায়।

শহরবাসীর প্রশ্ন, ট্রাফিক পুলিশের কাজ কি শুধুমাত্র যানবাহন আটক করে জরিমানা আদায় করা, নাকি শহরের যান চলাচল স্বাভাবিক রাখা এবং সাধারণ মানুষকে যানজটের দুর্ভোগ থেকে মুক্ত করাও তাদের অন্যতম দায়িত্ব?

ধর্মনগরের বাসিন্দাদের দাবি, শহরের গুরুত্বপূর্ণ সড়কগুলিতে নিয়মিত ট্রাফিক নজরদারি বাড়াতে হবে। পাশাপাশি, রাস্তার উপর অবৈধ পার্কিং বন্ধ করা, ব্যস্ত সময়ে যানজটপ্রবণ এলাকায় অতিরিক্ত ট্রাফিক পুলিশ মোতায়েন এবং আধুনিক ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা চালুর উদ্যোগ নেওয়া জরুরি। এখন দেখার বিষয়, ধর্মনগর শহরকে যানজটমুক্ত রাখতে প্রশাসন ও ট্রাফিক পুলিশের পক্ষ থেকে আগামী দিনে কী ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া হয়।

# বৃষ্টির জল ধরে রাখা: উৎসের স্থায়িত্বের সংস্কৃতি গড়ে তোলা



শ্রী সি আর পাতিল
কেন্দ্রীয় জল শক্তি মন্ত্রী

জল সর্বদা আমাদের গ্রাম, কৃষি ও জনজীবনের গতিপথ নির্ধারণ করে এসেছে। এটি আমাদের জীবিকাকে সমৃদ্ধ করে, বাস্তুতন্ত্রকে টিকিয়ে রাখে এবং মানব উন্নয়নের প্রতিটি ক্ষেত্রে সহায়তা জোগায়। তাই এই অমূল্য সম্পদ রক্ষা করা কেবল পরিবেশগত দায়িত্বই নয়, বরং এটি আমাদের সকলের সম্মিলিত জাতীয় কর্তব্য।

এই যৌথ দায়িত্ববোধই ‘পেয়জল কা সম্মান ঔর সংরক্ষণ’ অভিযানের মূল ভিত্তি। ‘জল সঞ্চয় জন ভাগীদারি: ক্যাচ দ্য রেইন ২০২৬’ -এর আওতায় ‘ক্যাচ দ্য রেইন’ অভিযানের সাথে সমন্বয় করে পানীয় জল ও স্যানিটেশন বিভাগ ২১ জুলাই থেকে ৪ আগস্ট পর্যন্ত দেশজুড়ে এই কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। ‘মন কি বাত’ -এর ১৩৫তম পর্বে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর ‘জল সঞ্চয় জন ভাগীদারি’-র আহ্বানের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা এই অভিযানের লক্ষ্য হলো দেশজুড়ে বৃষ্টির জল সংরক্ষণ, ভূগর্ভস্থ জলস্তর পুনর্ভরণ, পুনর্ভরণ কাঠামো নির্মাণ, জলের উৎসের স্থায়িত্ব নিশ্চিত করা এবং জনঅংশগ্রহণ বৃদ্ধি করা। এর মূল কথাটি অত্যন্ত সহজ: পানীয় জল রক্ষার প্রথম ধাপ হলো সেই উৎসগুলোকে রক্ষা করা, যা থেকে এই জল আসে।

এই প্রচেষ্টার গুরুত্ব ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠছে। বিশ্বের মোট জনসংখ্যার প্রায় ১৮ শতাংশ ভারতে বাস করলেও, বিশ্বের মোট মিঠা জলের উৎসের মাত্র ৪ শতাংশ ভারতের দখলে রয়েছে। ক্রমবর্ধমান চাহিদা, দ্রুত নগরায়ণ এবং জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব নদী, পুকুর ও ভূগর্ভস্থ জলের ভাণ্ডারের ওপর ক্রমাগত চাপ সৃষ্টি করছে। অথচ, জল সংরক্ষণের বিষয়টি আমাদের সভ্যতার ঐতিহ্যের গভীরে প্রোথিত। আধুনিক প্রকৌশলবিদ্যার অনেক আগে থেকেই ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষ তাদের স্থানীয় ভৌগোলিক পরিস্থিতির সাথে মানানসই জল সংরক্ষণ ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিলযেমন পশ্চিম ভারতের ‘স্টেপওয়েল’ (ধাপযুক্ত কুয়ো) ও রাজস্থানের ‘জোহাদ’ থেকে শুরু করে দক্ষিণ ভারতের মন্দিরের জলাশয় এবং গাঙ্গেয় সমভূমির গ্রাম্য পুকুর। এগুলি কেবল জল সংরক্ষণের কাঠামো ছিল না, বরং যৌথ প্রচেষ্টা ও পারস্পরিক দায়িত্ববোধের মাধ্যমে টিকে থাকা এক একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠানও ছিল। আজ আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি আমাদের সেই ঐতিহ্যকে আরও শক্তিশালী করার সুযোগ করে দিয়েছে, যার ফলে জলের উৎসের স্থায়িত্ব ভারতের জল-নিরাপত্তার একটি অপরিহার্য স্তম্ভ হয়ে উঠেছে।

এই উপলব্ধিবোধই আমাদের জল সংরক্ষণ প্রচেষ্টার বিবর্তনকে পরিচালিত করেছে। “জল সঞ্চয় জন অংশীদারিত্ব: ক্যাচ দ্য রেইন” (জেএসজেবি: সিটিআর) কর্মসূচিটি স্বল্প খরচে, বৈজ্ঞানিকভাবে পরিকল্পিত এবং সম্প্রদায়ের নেতৃত্বে পরিচালিত জল সংরক্ষণ উদ্যোগকে উৎসাহিত করে, যা মূলত তিনটি বিষয়ের ওপর গুরুত্ব দেয়সম্প্রদায়, খরচ এবং সিএসআর। এই প্রচারভিযান “জন অংশীদারিত্ব”-এর মাধ্যমে কৃত্রিম ভূগর্ভস্থ জল পুনর্ভরণ এবং জল সংরক্ষণের পরিকাঠামো গড়ে তুলতে উৎসাহিত করে। এটি জল সংরক্ষণ, ভূগর্ভস্থ জল পুনর্ভরণ এবং টেকসই জল ব্যবস্থাপনার ওপর আলোকপাত করে। “জল সেবা মূল্যায়ন” গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিকে গ্রামীণ পানীয় জল ব্যবস্থার কার্যকারিতা নিয়মিতভাবে যাচাই করার সুযোগ করে দেয়। সামগ্রিকভাবে, এই উদ্যোগগুলি একটি সমন্বিত দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরে, যেখানে পরিকাঠামো, জলের উৎসের স্থায়িত্ব এবং সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণ একে অপরকে শক্তিশালী করে তোলে। “জল জীবন মিশন”-এর অভাবনীয় অগ্রগতি ভারতের জল-সংক্রান্ত যাত্রার পরবর্তী পর্যায়ের জন্য একটি শক্তিশালী ভিত্তি তৈরি করেছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর দূরদর্শী নেতৃত্বে, “জল জীবন মিশন” গ্রামীণ ভারতের পানীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন এনেছে। বর্তমানে ১৫.৮ কোটিরও বেশি গ্রামীণ পরিবারে কলের জলের সুবিধা পৌঁছেছে, যা লক্ষ লক্ষ পরিবারেরবিশেষ করে সেইসব নারীর, যাঁরা আগে প্রতিদিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা সময় ব্যয় করে দূরবর্তী উৎস থেকে জল সংগ্রহ করতেন জীবনযাত্রায় পরিবর্তন এনেছে। পানীয় জলের উন্নত সুবিধা স্বাস্থ্য পরিস্থিতির উন্নতি ঘটিয়েছে, শিক্ষা ও জীবিকার সুযোগ বাড়িয়েছে এবং গ্রামীণ পরিবারগুলির জন্য অধিকতর মর্যাদা ও স্বাচ্ছন্দ্য নিশ্চিত করেছে। “জল জীবন মিশন ২.০” যখন এই সাফল্যকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, তখন এই ব্যবস্থাগুলি যাতে আগামী কয়েক দশক ধরে নির্ভরযোগ্য থাকে, তার ওপর সমান গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। শক্তিশালী পানীয় জল পরিকাঠামো এবং জলের উৎসের সুস্থতা এই লক্ষ্যের দুটি পরিপূরক স্তম্ভ। বৃষ্টির জল সংরক্ষণ, ভূগর্ভস্থ জলের ভাণ্ডার পুনরুদ্ধার এবং নদী, পুকুর ও জলস্তর (অ্যাকুইফার) রক্ষার মাধ্যমে আমরা সেই ব্যবস্থাগুলিকে দীর্ঘমেয়াদীভাবে শক্তিশালী করে তুলছি যা বর্তমানে গ্রামীণ ভারতকে পরিষেবা প্রদান করছে।

বিভিন্ন গ্রামে এই লক্ষ্য এখন সম্মিলিত কর্মযজ্ঞে পরিণত হচ্ছে। গ্রাম পঞ্চায়েতগুলি স্থানীয় জলের উৎসের কাছে গ্রামবাসীদের একত্রিত করে “হর ঘর জল— জল সংরক্ষণ সংকল্প” গ্রহণের আয়োজন করছে; এর মাধ্যমে বৃষ্টির জল সংগ্রহ, ভূগর্ভস্থ জল পুনর্ভরণ এবং ঐতিহ্যবাহী জলাশয় পুনরুদ্ধারের প্রতি তাদের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করা হচ্ছে। “জল চৌপাল”-এর মাধ্যমে “জল সমিতি”গুলি স্থানীয় জল-বাজেট, ভূগর্ভস্থ জল পুনর্ভরণ এবং গ্রাম পঞ্চায়েত উন্নয়ন পরিকল্পনায় (GPDP) জলের উৎসের স্থায়িত্ব সংক্রান্ত পদক্ষেপ অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়ে আলোচনার আয়োজন করছে। এর ফলে গ্রামীণ উন্নয়ন পরিকল্পনার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হচ্ছে জল নিরাপত্তা। বিভিন্ন সম্প্রদায় কূপ, পুকুর ও জলাধার পরিষ্কারের মাধ্যমে পানির উৎস সুরক্ষার উদ্যোগ নিচ্ছে। পাশাপাশি, তারা ভি বি - জিআব এএম - জি, ডিএমএফ, সিএএমপিএ, ওয়াটারশেড ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম এবং এসবিএম (জি))-এর মতো বিভিন্ন প্রকল্পের সমন্বয়ে দীর্ঘমেয়াদী পদক্ষেপও গ্রহণ করছেযার মধ্যে রয়েছে ভূগর্ভস্থ পানি পুনর্ভরণ কাঠামো তৈরি, অকেজো বোরওয়েল বা নলকূপ সচল করা এবং পুনর্ভরণ এলাকার চারপাশে বৃক্ষরোপণ।

স্বেচ্ছাশ্রম (শ্রমদান), পানির সংরক্ষণ বিষয়ক বার্তা সম্বলিত ওভারহেড ট্যাঙ্ক ও পাম্প হাউস এবং ‘মাই ভারত’ প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে তরুণদের সম্পৃক্ততাএসবই জনঅংশগ্রহণকে আরও জোরদার করছে। ‘লোক জল উৎসব’-এর মাধ্যমে উদযাপিত এই উদ্যোগগুলো স্থানীয় ঐতিহ্যের ওপর ভিত্তি করে গ্রাম পঞ্চায়েত কর্মী ও স্বেচ্ছাসেবকদের সম্মান জানায়; যাদের নিরলস প্রচেষ্টায় গ্রামীণ পানি সরবরাহ ব্যবস্থা প্রতিদিন সচল থাকে। এসব কার্যক্রম সম্মিলিতভাবে প্রমাণ করে যে, সরকারি উদ্যোগের সাথে যখন সম্প্রদায়ের মালিকানাবোধ বা সম্পৃক্ততার মেলবন্ধন ঘটে, তখনই দীর্ঘস্থায়ী পানি নিরাপত্তা সবচেয়ে সুদৃঢ় হয়। পানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সর্বদা একটি যৌথ প্রচেষ্টা।

এর পাশাপাশি, পানীয় জলের দীর্ঘমেয়াদী নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে জেলাশাসকদের জন্য “ডিস্ট্রিক্ট ওয়াটার অ্যান্ড স্যানিটেশন মিশন” (ডিডব্লিউএসএম) -এর ড্যাশবোর্ডে একটি “ডিসিশন সাপোর্ট সিস্টেম” (ডিএসএস) প্ল্যাটফর্ম চালু করা হচ্ছে। এটি বিভিন্ন জল-সম্পর্কিত তথ্যভাণ্ডারকে একটি একক প্ল্যাটফর্মে একত্রিত করে, যার ফলে বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনা, গ্রাম-স্তরে জলের বাজেট প্রণয়ন, জলের উৎসের সুরক্ষা, ভূগর্ভস্থ জলস্তর পুনর্ভরণ এবং তথ্যের ভিত্তিতে পর্যবেক্ষণের কাজ সহজতর হয়। সরকার পরিকাঠামো গড়ে তুলতে পারে, প্রতিষ্ঠানগুলোকে শক্তিশালী করতে পারে এবং দীর্ঘমেয়াদী স্থায়িত্বের জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদ সরবরাহ করতে পারে। অন্যদিকে, স্থানীয় সম্প্রদায়গুলো তাদের স্থানীয় জ্ঞান, দায়িত্ববোধ এবং সম্মিলিত প্রচেষ্টাকে কাজে লাগায়। এই শক্তিগুলোর সমন্বয়ে এমন এক শক্তিশালী পানীয় জল সরবরাহ ব্যবস্থা গড়ে ওঠে, যা বর্তমান ও ভবিষ্যৎউভয় প্রজন্মের প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম। আপনারা সকলেই জানেন যে, “জল জীবন মিশন”-এর আওতায় ৮.৬ লক্ষ কোটি টাকা বিনিয়োগের ফলে সমগ্র ভারত জুড়ে গ্রামীণ পানীয় জল সরবরাহের এক অভূতপূর্ব পরিকাঠামো গড়ে উঠেছে। তবে এর দীর্ঘমেয়াদী সাফল্য নির্ভর করছে জলের উৎসগুলোর সুরক্ষা, জল সংরক্ষণের প্রসার এবং গ্রামীণ সম্প্রদায়গুলোকে তাদের জল সরবরাহ প্রকল্পের মালিকানা গ্রহণ ও দায়িত্বশীল ব্যবস্থাপনার জন্য ক্ষমতায়নের ওপর।

আগামী দিনগুলোতে বিভিন্ন রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে এই অভিযানটি এগিয়ে চলার সাথে সাথে, আসুন আমরা পানীয় জলের প্রতিটি উৎস সুরক্ষার বিষয়ে আমাদের যৌথ অঙ্গীকারকে নতুন করে দৃঢ় করি। বৃষ্টির জল সংরক্ষণ, ভূগর্ভস্থ জলস্তর পুনর্ভরণ, ঐতিহ্যবাহী জলাশয় পুনরুদ্ধার বা স্থানীয় জলের উৎস সুরক্ষার প্রতিটি প্রচেষ্টা “হর ঘর জল” -এর ভিত্তিকে শক্তিশালী করে। এর ফলে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মান উন্নত হয় এবং ”বিকশিত ভারত ২০৪৭” -এর জাতীয় লক্ষ্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে দীর্ঘমেয়াদী জল-নিরাপত্তা নিশ্চিত করার পথে অবদান রাখা সম্ভব হয়। আমরা সবাই মিলে নিশ্চিত করতে পারি যে, এই যুগান্তকারী জাতীয় সাফল্য যেন কেবল আজই নয়, বরং আগামী প্রজন্মের জন্যও প্রতিটি গ্রামীণ পরিবারে নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য পানীয় জল পৌঁছে দেয়। প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর “বিকশিত ভারত ২০৪৭”-এর লক্ষ্যের দিকে ভারত যখন এগিয়ে চলেছে, তখন টেকসই জল ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে “জন-অংশীদারিত্ব”-র এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করা প্রয়োজন; যেখানে প্রতিটি নাগরিক, গ্রাম পঞ্চায়েত এবং সম্প্রদায় একটি জল-সুরক্ষিত জাতি গঠনের লক্ষ্যে আমাদের মূল্যবান জলসম্পদ সংরক্ষণ ও সুরক্ষায় সক্রিয় ভূমিকা পালন করবে।

# শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্কের সংকট: আইন শাসন ও মানবিক সমাধানের সন্ধানে

ড. নীলমণি চক্রবর্তী

একটি জাতির ভবিষ্যৎ নির্ধারিত হয় তার শিক্ষাব্যবস্থার মানের মাধ্যমে। আর শিক্ষাব্যবস্থার প্রাণকেন্দ্র হলো শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর পারস্পরিক সম্পর্ক। বিদ্যালয় কেবল পাঠদান বা পরীক্ষার ফলাফল অর্জনের স্থান নয়; এটি একটি সামাজিক ও নৈতিক প্রতিষ্ঠান, যেখানে একজন শিশুর চরিত্র, মূল্যবোধ, আত্মনিয়ন্ত্রণ, দায়িত্ববোধ এবং নাগরিক চেতনার ভিত্তি গড়ে ওঠে। এই কারণেই শিক্ষককে দীর্ঘদিন ধরে সমাজে ‘মানুষ গড়ার কারিগর’ হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে।

কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্কের মধ্যে এক নতুন ধরনের সংকট তৈরি হয়েছে। বিভিন্ন স্থানে শিক্ষার্থীদের শারীরিক শাস্তি দেওয়ার অভিযোগে শিক্ষকরা আইনি জটিলতার মুখোমুখি হচ্ছেন। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে মুহূর্তের মধ্যে ভিডিও ভাইরাল হচ্ছে, জনমত তৈরি হচ্ছে, সংবাদমাধ্যমে আলোচনা শুরু হচ্ছে এবং অনেক ক্ষেত্রে অভিযোগের পূর্ণাঙ্গ তদন্ত শেষ হওয়ার আগেই সংশ্লিষ্ট শিক্ষক সামাজিকভাবে অভিযুক্ত হয়ে পড়ছেন। অন্যদিকে, শিশু নির্যাতনের ঘটনাও বাস্তব এবং তা কখনোই অস্বীকার করা যায় না। ফলে এক জটিল বাস্তবতার মুখোমুখি আমরা দাঁড়িয়ে আছি, যেখানে শিশুর অধিকার রক্ষা এবং শিক্ষকের মর্যাদাউভয়ই সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

ভারতীয় আইন এবং শিশু অধিকার সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক নীতিমালা স্পষ্টভাবে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের বিরোধিতা করে। বিদ্যালয়ে অমানবিক শাস্তির কোনো স্থান নেই। শিশুদের প্রতি সহিংসতা তাদের আত্মবিশ্বাস নষ্ট করে, বিদ্যালয়ের প্রতি ভীতি সৃষ্টি করে এবং দীর্ঘমেয়াদে মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। একজন শিক্ষক কখনোই এমন আচরণ করতে পারেন না যা শিশুর মর্যাদাকে ক্ষুণ্ণ করে। এই নৈতিক ও আইনি অবস্থানের সঙ্গে দ্বিমতের কোনো সুযোগ নেই।

তবে একই সঙ্গে আরেকটি প্রশ্নও আমাদের বিবেচনা করতে হবেপ্রতিটি অভিযোগ কি একই মাত্রার? প্রতিটি ঘটনায় কি একই ধরনের আইনি প্রতিক্রিয়া হওয়া উচিত? বাস্তব জীবনে অনেক সময় একজন শিক্ষক ইচ্ছাকৃত নিষ্ঠুরতার কারণে নয়, বরং মুহূর্তের আবেগ, মানসিক চাপ বা পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার অদক্ষতার কারণে ভুল সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলতে পারেন। ভুল অবশ্যই ভুল, কিন্তু প্রতিটি ভুলের বিচার একই মানদণ্ডে করা কি ন্যায়সংগত?

একজন শিক্ষকের বিরুদ্ধে মামলা কেবল একজন ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা নয়; এটি তাঁর পরিবার, পেশাগত জীবন, সামাজিক সম্মান এবং মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর গভীর প্রভাব ফেলে। বহু বছর ধরে সততা ও নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করা একজন শিক্ষক যদি একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনার জন্য আজীবনের জন্য কলঙ্কিত হয়ে যান, তবে সেই ক্ষতি শুধু ব্যক্তির নয়, সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থার। কারণ এতে অন্য শিক্ষকদের মধ্যেও এক ধরনের ভয় ও অনিশ্চয়তা তৈরি হয়। বর্তমানে অনেক শিক্ষক স্বীকার করছেন যে তাঁরা শিক্ষার্থীদের ভুল আচরণ সংশোধন করতে গিয়েও দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়েন। তাঁরা আশঙ্কা করেন, সামান্য ভুল বোঝাবুঝিও হয়তো অভিযোগ বা আইনি জটিলতায় রূপ নিতে পারে। ফলস্বরূপ অনেক শিক্ষক শুধুমাত্র পাঠ্যবই পড়িয়ে দায়িত্ব শেষ করতে চান। কিন্তু শিক্ষা কি শুধুই তথ্য প্রদান? শিক্ষা তো চরিত্র গঠন, শৃঙ্খলা, সামাজিক আচরণ, আত্মসংযম এবং নৈতিক মূল্যবোধ বিকাশেরও একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া।

অবশ্যই এর অর্থ এই নয় যে শারীরিক শাস্তিকে বৈধতা দেওয়া উচিত। বরং আমাদের এমন একটি শিক্ষা সংস্কৃতি গড়ে তুলতে হবে যেখানে শাসনের পরিবর্তে ইতিবাচক অনুপ্রেরণা, ভয়ের পরিবর্তে বিশ্বাস এবং দণ্ডের পরিবর্তে দিকনির্দেশনা গুরুত্ব পাবে। আধুনিক শিক্ষা মনোবিজ্ঞান ইতিবাচক শৃঙ্খলা (Positive Discipline), পুনর্গঠনমূলক সংলাপ (Restorative Practices), পরামর্শদান এবং আচরণগত কাউন্সেলিংকে অধিক কার্যকর বলে স্বীকৃতি দিয়েছে। শিক্ষক প্রশিক্ষণে এসব বিষয়ে বাধ্যতামূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা সময়ের দাবি।

অভিভাবকদের ভূমিকাও এখানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কোনো অভিযোগ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আবেগপ্রবণ সিদ্ধান্ত না নিয়ে প্রথমে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করা উচিত। ঘটনার প্রকৃত কারণ, প্রেক্ষাপট এবং উভয় পক্ষের বক্তব্য জানা প্রয়োজন। অনেক সময় ভুল বোঝাবুঝি, যোগাযোগের অভাব অথবা অসম্পূর্ণ তথ্য বড় সংকটের সৃষ্টি করে। সংলাপের মাধ্যমে যেসব সমস্যা সমাধান করা সম্ভব, সেগুলোকে আদালতের দোরগোড়ায় নিয়ে যাওয়া সবসময় সর্বোত্তম পথ নয়।

তবে এটিও সমানভাবে সত্য যে কিছু ক্ষেত্রে আইনের আশ্রয় নেওয়া ছাড়া বিকল্প থাকে না। যদি কোনো শিক্ষক ধারাবাহিকভাবে নির্যাতন করেন, শিশুর নিরাপত্তা বিপন্ন হয়, অথবা ঘটনাটি গুরুতর অপরাধের পর্যায়ে পড়ে, তাহলে আইনই হবে একমাত্র সঠিক পথ। কিন্তু প্রতিটি ঘটনাকে সেই পর্যায়ের হিসেবে ধরে নেওয়াও ন্যায়বিচারের নীতি নয়। ন্যায়বিচারের অন্যতম শর্ত হলোপ্রতিটি ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত এবং প্রমাণভিত্তিক সিদ্ধান্ত। বিদ্যালয়গুলোরও উচিত একটি শক্তিশালী অভিযোগ নিষ্পত্তি ব্যবস্থা গড়ে তোলা। প্রধান শিক্ষক, অভিভাবক প্রতিনিধি, শিশু মনোবিজ্ঞানী (যেখানে সম্ভব), বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটি এবং প্রয়োজনে সমাজের সম্মানিত ব্যক্তিদের নিয়ে একটি নিরপেক্ষ পর্যালোচনা ব্যবস্থা থাকলে অনেক বিরোধ আদালতে যাওয়ার আগেই সমাধান হতে পারে। এর ফলে একদিকে শিশুর অধিকার সুরক্ষিত হবে, অন্যদিকে শিক্ষকেরও ন্যায্য বিচার নিশ্চিত হবে। জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০২০ (NEP ২০২০) একটি নিরাপদ, অন্তর্ভুক্তিমূলক, শিশুকেন্দ্রিক এবং মূল্যবোধভিত্তিক শিক্ষার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। এই নীতির মূল চেতনা হলোশিক্ষা হবে আনন্দময়, মানবিক এবং অংশগ্রহণমূলক। সেই লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য শিক্ষক, অভিভাবক এবং সমাজতিন পক্ষকেই পারস্পরিক আস্থা ও সহযোগিতার ভিত্তিতে এগিয়ে আসতে হবে।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের যুগে আমাদের আরও সংযত হওয়া প্রয়োজন। কোনো ঘটনার আংশিক ভিডিও বা অসম্পূর্ণ তথ্যের ভিত্তিতে কাউকে অপরাধী বা নির্দোষ ঘোষণা করা দায়িত্বশীল আচরণ নয়। ডিজিটাল বিচার (Trial by Social Media) কখনোই প্রকৃত বিচার হতে পারে না। এটি অনেক সময় নিরপরাধ মানুষের জীবন ধ্বংস করে দেয়, আবার প্রকৃত ভুক্তভোগীর ন্যায়বিচারের পথও জটিল করে তোলে। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর সম্পর্ক পারস্পরিক শ্রদ্ধা, বিশ্বাস এবং মানবিকতার ওপর প্রতিষ্ঠিত। এই সম্পর্কের মধ্যে যদি ভয়, সন্দেহ এবং আইনি আতঙ্ক স্থায়ীভাবে প্রবেশ করে, তবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে পুরো শিক্ষাব্যবস্থা। ভবিষ্যতে শিক্ষকরা হয়তো আর শিক্ষার্থীদের আচরণগত সংশোধনে এগিয়ে আসবেন না। বিদ্যালয় কেবল পরীক্ষার প্রস্তুতি দেওয়ার প্রতিষ্ঠানে পরিণত হবে, কিন্তু মানুষ গড়ার প্রতিষ্ঠান হিসেবে তার ভূমিকা দুর্বল হয়ে পড়বে। তাই আমাদের প্রয়োজন ভারসাম্যপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি। শিশু নির্যাতনের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান যেমন অপরিহার্য, তেমনি একজন শিক্ষকের ন্যায্য মর্যাদা ও অধিকার রক্ষাও সমান গুরুত্বপূর্ণ। যেখানে সম্ভব, সেখানে সংলাপ, মধ্যস্থতা, পরামর্শ, ক্ষমা ও সংশোধনের পথকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। আর যেখানে অপরাধ গুরুতর এবং প্রমাণিত, সেখানে আইন তার স্বাভাবিক গতিতে চলবেএটাই ন্যায়বিচারের পথ।

শিক্ষককে ভয়ের নয়, বিশ্বাসের পরিবেশ দিতে হবে। শিক্ষার্থীকে শাস্তির নয়, নিরাপত্তা ও ভালোবাসার পরিবেশ দিতে হবে। অভিভাবককে প্রতিপক্ষ নয়, সহযোগীর ভূমিকায় আসতে হবে। এই ত্রিমুখী সমন্বয়ই একটি সুস্থ, মানবিক এবং মূল্যবোধনির্ভর শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারে।

আজ সময় এসেছে আমরা প্রশ্ন করিআমরা কি কেবল মামলা বাড়াতে চাই, নাকি শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকের মধ্যে হারিয়ে যেতে বসা বিশ্বাসকে পুনর্গঠন করতে চাই? কারণ একটি উন্নত জাতি গড়ার জন্য আইন যেমন প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন সংলাপ, সহমর্মিতা এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ। আর এই ভারসাম্য রক্ষা করাই আগামী দিনের শিক্ষাব্যবস্থার সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

ত্রিপুরার প্রথম মুখ্যমন্ত্রী শচীন্দ্রলাল সিংহের জন্মবার্ষিকী পালন করল প্রদেশ কংগ্রেস।ছবি নিজস্ব

# রাজ্যে হর ঘর তিরঙ্গার পঞ্চম সংস্করণ ৯ থেকে ১৭ আগস্ট: তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সচিব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ আগস্ট: ''আজাদি কা অমৃত মহোৎসব''-এর অঙ্গ হিসেবে ২০২২ সালে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি দেশব্যাপী ''হর ঘর তিরঙ্গা'' অভিযানের সূচনা করেছিলেন। এবছর ''হর ঘর তিরঙ্গা''-র পঞ্চম সংস্করণ আগামী ৯ থেকে ১৭ আগস্ট পর্যন্ত উদযাপিত হবে। আজ সচিবালয়ের প্রেস কনফারেন্স হলে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্যে এই সংবাদ জানান।

সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি জানান, হর ঘর তিরঙ্গা কর্মসূচি নাগরিকদের নিজ নিজ বাড়িতে জাতীয় পতাকা উত্তোলনে উৎসাহিত করে। পাশাপাশি এর লক্ষ্য হলো জাতীয় পতাকার সাথে ব্যক্তিগত সংযোগ গড়ে তোলা, স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সম্মান জানানো ও গভীর দেশপ্রেম জাগ্রত করা। এবছর উদযাপন ও কার্যক্রমগুলি ''বন্দে মাতরম''-এর ১৫০ বছর পূর্তি উদযাপনের প্রতি উৎসর্গ করা হবে। ''হর ঘর তিরঙ্গা'' ২০২৬-এর কর্মসূচিগুলির মধ্যে রয়েছে তিরঙ্গা র্যালি (শোভাযাত্রা), প্রদর্শনী, তিরঙ্গা কনসার্ট, বিভিন্ন জেলা, ব্লক ও পঞ্চায়েত এলাকায় বাইক ও সাইকেল র্যালি, ত্রিবর্ণরঞ্জিত আলোকসজ্জা, সাজসজ্জা ও রঙ্গোলি, ''বন্দে মাতরম''-এর চেতনার প্রতি ''তিরঙ্গা স্যালুট'', তিরঙ্গার সাথে সেলফি ইত্যাদি।

তিনি জানান, আগামী ১১ আগস্ট বিকেল ৪টা ৩০ মিনিটে রাজ্য স্তরের ''হর ঘর তিরঙ্গা'' র্যালির আয়োজন করা হবে। মুখ্যমন্ত্রী এই র্যালির সূচনা করবেন। র্যালিটি উজ্জয়ন্ত প্রাসাদ থেকে শুরু হয়ে শহরের প্রধান সড়কগুলি পরিক্রমা করে রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে গিয়ে পৌঁছাবে। এছাড়া এদিন রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে তিরঙ্গা প্রদর্শনী ও তিরঙ্গা কনসার্টেরও আয়োজন করা হবে। রাজ্য স্তরের পাশাপাশি প্রতিটি জেলাতেও এই সমস্ত অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে। ''হর ঘর তিরঙ্গা'' কর্মসূচিতে ছাত্রছাত্রী, যুবসমাজ, ক্লাব এবং এনজিও-দের অংশগ্রহণের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বিগত বছরগুলির মতো এবারও আমাদের রাজ্যে ''হর ঘর তিরঙ্গা'' কর্মসূচিকে অত্যন্ত সফল করে তুলতে রাজ্য সরকার প্রয়োজনীয় সব পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। সাংবাদিক সম্মেলনে এছাড়াও তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের অধিকর্তা বিম্বিসার ভট্টাচার্য উপস্থিত ছিলেন।

# আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালের সামগ্রিক ব্যবস্থাপনার উন্নয়নকল্পে রোগী কল্যাণ সমিতির সভায় গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ আগস্ট: আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালের সেমিনার হলে আজ (৭ আগস্ট, ২০২৬) রোগী কল্যাণ সমিতির গভর্নিং বডির সভায় রোগীদের পরিষেবা প্রদানের সুবিধার্থে এবং হাসপাতালের সামগ্রিক উন্নয়নকল্পে একাধিক সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। আজকের এই গভর্নিং বডির বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন রোগী কল্যাণ সমিতির চেয়ারপার্সন বিধায়িকা মিনারাণী সরকার। উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য সচিব কিরণ গিত্তে, কর্পোরেটরটর তুষার কান্তি ভট্টাচার্য, আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালের প্রিন্সিপাল প্রফেসর (ডাঃ) তপন মজুমদার, মেডিক্যাল সুপারিনটেনডেন্ট ডাঃ বিধান গোস্বামী, জয়েন্ট ডাইরেক্টর অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ডাঃ অভিজিৎ দাস, ডেপুটি এম এস (জেনারেল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) ডাঃ কনক চৌধুরী ও ডেপুটি এম এস (আর কে এস) ডাঃ অভিজিৎ সরকার প্রমুখ।

জিবিপি হাসপাতালে রোগীদের পরিষেবা প্রদানের সুবন্দোবস্ত করার জন্য আজকের সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে, বহির্বিভাগে প্রত্যেকটি ডিপার্টমেন্টের সামনে ডিসপ্লে বোর্ডে টোকেন নম্বর প্রদর্শিত হবে এবং সে অনুসারে রোগীরা সংশ্লিষ্ট চিকিৎসককে দেখাতে পারবেন। ইন্টার ডিপার্টমেন্টাল রেফারেল সিস্টেম (আই ভি আর এস) এ অন কলে ম্যানুয়েল এর পরিবর্তে অনলাইন অ্যাপ এর বন্দোবস্ত করা হবে। যার ফলে সংশ্লিষ্ট চিকিৎসক অনলাইনে মেসেজ পাবেন এবং তার ফলে চিকিৎসা পরিষেবা প্রদানের বিষয় ত্বরান্বিত হবার পাশাপাশি সুচারুভাবে এ কাজটি সম্পন্ন করা সম্ভব হবে।

রেডিওলজি পরিষেবা প্রদানের বিষয়টিকে আরো ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে এবং রোগীদের দ্রুত পরিষেবা প্রদানের বিষয়টিকে বিবেচনায় রেখে জিবিপি হাসপাতালে বর্তমানে সরকারিভাবে প্রদত্ত পরিষেবার পাশাপাশি আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে আলট্রাসনোগ্রাফি, এক্সরে, সিটি স্ক্যান এবং এমআরআই মেশিন স্থাপন এবং পরিষেবা দ্রুত চালু করার উপর স্বাস্থ্য সচিব গুরুত্ব আরোপ করেন। উল্লেখ্য এক্ষেত্রে টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে ইতিমধ্যে ওয়ার্ক অর্ডারও প্রদান করা হয়েছে। তাছাড়া সুপার স্পেশালিটি বিভাগে স্মার্ট ল্যাবের কাজ শীঘ্র শেষ করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন স্বাস্থ্য সচিব। পাশাপাশি তিনি এই পরিষেবা যাতে ক্যান্সার হাসপাতালে রোগীদের জন্য উপলব্ধ হয় সে ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করার উপরও গুরুত্ব আরোপ করেন।

এছাড়া স্পেশাল অ্যাসিস্ট্যান্স টু স্টেটস ফর ক্যাপিটাল ইনভেস্টমেন্ট (এসএএসসিআই)প্রকল্পের অন্তর্গত কর্মসূচিগুলি যেমন-কন্সট্রাকশনের অগ্রগতি এবং মেশিনারি ইকুইপমেন্ট এর ব্যবস্থা দ্রুত করার উপরও গুরুত্ব আরোপ করেন স্বাস্থ্য সচিব। এছাড়াও আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালে দীর্ঘকালের পার্কিং ব্যবস্থার সমস্যার নিরসনের লক্ষ্যে মেডিসিন ব্লকের পেছনে পিপিপি মডেলে মাল্টি লেভেল কার পার্কিং এবং রিং রোড স্থাপনের সিদ্ধান্ত এই সভায় গৃহীত হয়। এছাড়াও আজ আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালে রোগী কল্যাণ সমিতির সভায় জনস্বার্থে এবং হাসপাতালে সামগ্রিক উন্নয়নকল্পে বিভিন্ন বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

# ই-কোর্টস মিশন মোড প্রকল্পে দ্রুত হচ্ছে মামলার নিষ্পত্তি, বদলাচ্ছে দেশের বিচার ব্যবস্থা

নয়াদিল্লি, ৭ আগস্ট (আইএএনএস): ই-কোর্টস মিশন মোড প্রকল্প ভারতের কাগজ-নির্ভর বিচার ব্যবস্থাকে ডিজিটাল, স্বচ্ছ এবং সহজে অনুসরণযোগ্য বিচার পরিষেবা ব্যবস্থায় রূপান্তর করেছে। ২০১৪ সাল থেকে দেশে মামলার দায়ের ও নিষ্পত্তির সংখ্যা প্রায় তিনগুণ বেড়েছে। একইসঙ্গে প্রতি বছর আদালতগুলিতে দায়ের হওয়া মামলার তুলনায় নিষ্পত্তি হওয়া মামলার সংখ্যা বেশি থাকছে বলে শুক্রবার প্রকাশিত সরকারি তথ্যপত্রে জানানো হয়েছে।

তথ্যপত্র অনুযায়ী, ইতিমধ্যেই আদালতের ৭৫৩ কোটিরও বেশি পৃষ্ঠা ডিজিটাল আকারে সংরক্ষণ করা হয়েছে। পাশাপাশি, হাজার হাজার ই-সেবা কেন্দ্র সাধারণ মানুষকে বিচার পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এই উদ্যোগগুলির ফলে বিচার ব্যবস্থা আরও দ্রুত, স্বচ্ছ এবং সকলের কাছে সহজলভ্য হচ্ছে।

একশো কোটিরও বেশি মানুষের বিচার পরিষেবার দায়িত্বে থাকা ভারতের আদালত ব্যবস্থা দীর্ঘদিন ধরে কাগজের নথি এবং প্রচলিত পরিকাঠামোর উপর নির্ভরশীল ছিল। এর ফলে সাধারণ মানুষকে মামলা সংক্রান্ত কাজ, নথি সংগ্রহ বা শুনানির জন্য আদালতে বারবার যাতায়াত করতে হতো এবং অতিরিক্ত সময় ও অর্থ ব্যয় করতে হতো।

এই পুরনো ব্যবস্থাকে প্রযুক্তিনির্ভর করে তুলতেই ই-কোর্টস মিশন মোড প্রকল্প চালু করা হয়। বর্তমানে প্রকল্পটি তৃতীয় পর্যায়ে রয়েছে।

প্রথম পর্যায় (২০১১-২০১৫): এই পর্যায়ে ১৪ হাজারের বেশি আদালতকে কম্পিউটারাইজড করা হয় এবং প্রযুক্তিনির্ভর বিচার পরিষেবার জন্য প্রয়োজনীয় নেটওয়ার্ক পরিকাঠামো তৈরি করা হয়।

দ্বিতীয় পর্যায় (২০১৫-২০২৩): এই পর্যায়ে নাগরিককেন্দ্রিক একাধিক পরিষেবা চালু করা হয়। এর মধ্যে ছিল ন্যাশনাল জুডিশিয়াল ডেটা গ্রিড (এনজেডিজি), ই-ফাইলিং এবং ই-সেবা কেন্দ্র। পাশাপাশি, ভিডিও কনফারেন্সিং পরিকাঠামো পাঁচ গুণেরও বেশি বাড়ানো হয়, যার ফলে ভার্চুয়াল শুনানির সুযোগ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়।

তৃতীয় পর্যায় (২০২৩-২০২৭): বর্তমান পর্যায়ে লক্ষ্য হল সম্পূর্ণ ডিজিটাল, কাগজবিহীন এবং আরও আধুনিক আদালত ব্যবস্থা তৈরি করা। এর মধ্যে রয়েছে বৃহৎ পরিসরে নথি ডিজিটাইজেশন, ভার্চুয়াল শুনানির সম্প্রসারণ, বিচার ব্যবস্থার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমন্বয় বৃদ্ধি এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই), অ্যানালিটিক্স ও অপটিক্যাল ক্যারেক্টার রিকগনিশন (ওসিআর)-এর মতো প্রযুক্তির ব্যবহার।

আগে অভিযোগপত্র, লিখিত বক্তব্য, জবাব এবং অন্যান্য আবেদন জমা দিতে নাগরিক ও আইনজীবীদের আদালতে সরাসরি যেতে হতো। ই-ফাইলিং ব্যবস্থার মাধ্যমে এখন যে কোনও জায়গা থেকে অনলাইনে নথি জমা দেওয়া সম্ভব হচ্ছে। বিচার পরিষেবাকে আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক করতে ইংরেজির পাশাপাশি আঞ্চলিক ভাষাতেও এই পরিষেবা চালু রয়েছে এবং এটি জেলা আদালত, হাইকোর্ট ও সুপ্রিম কোর্টে কার্যকর।সরকারি তথ্য অনুযায়ী, ই-ফাইলিং ব্যবস্থায় অনলাইন পেমেন্ট, অনলাইনে ভকালতনামা জমা এবং ই-সইয়ের সুবিধা রয়েছে। চালুর পর থেকে ৩০ জুন ২০২৬ পর্যন্ত এই প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে ১.২৫ কোটিরও বেশি মামলা দায়ের হয়েছে। একই সময়ে ই-পেমেন্ট ব্যবস্থার মাধ্যমে আদালত ফি বাবদ ১,৪০৪ কোটি টাকা এবং জরিমানা বাবদ ৭৫ কোটি টাকার লেনদেন সম্পন্ন হয়েছে।

তৃতীয় পর্যায়ে পুরনো আদালতের কোটি কোটি নথিও ডিজিটাল করা হচ্ছে। এর ফলে গুরুত্বপূর্ণ নথি নষ্ট হওয়ার ঝুঁকি কমছে এবং দ্রুত অনুসন্ধান ও ব্যবহারের সুযোগ তৈরি হচ্ছে।

ভিডিও কনফারেন্সিং ব্যবস্থার মাধ্যমে এখন মামলাকারী, আইনজীবী, সাক্ষী এবং অন্যান্য পক্ষ দূর থেকেই শুনানিতে অংশ নিতে পারছেন। এর ফলে যাতায়াতের প্রয়োজন কমেছে এবং বিভিন্ন রাজ্য ও শহরের মানুষের জন্য বিচার পাওয়ার সুযোগ সহজ হয়েছে।

দেশজুড়ে আদালত, জেল ও হাসপাতাল মিলিয়ে ৭,৫৫৩টি প্রতিষ্ঠানে ভিডিও কনফারেন্সিং সুবিধা চালু হয়েছে। এই ব্যবস্থার মাধ্যমে আদালতগুলি ইতিমধ্যেই ৪.১৮ কোটিরও বেশি দূরবর্তী শুনানি সম্পন্ন করেছে।

১১টি হাইকোর্টে আদালতের কার্যক্রমের সরাসরি সম্প্রচার (লাইভস্ট্রিমিং) চালু হয়েছে। পাশাপাশি, ট্রাফিক চালান সংক্রান্ত অনলাইন নিষ্পত্তির জন্য ৩১টি ভার্চুয়াল কোর্ট স্থাপন করা হয়েছে। এই ভার্চুয়াল কোর্টগুলিতে ১১.৩৩ কোটি চালান এসেছে, যার আর্থিক পরিমাণ ১,১৩৫.৭৯ কোটি টাকা। ২০২৪ সালে ইন্টার-অপারেবল ক্রিমিনাল জাস্টিস সিস্টেমের অধীনে চালু হওয়া 'ন্যায় শ্রুতি' ব্যবস্থার মাধ্যমে অভিযুক্ত, সাক্ষী, পুলিশ আধিকারিক, সরকারি আইনজীবী, বৈজ্ঞানিক বিশেষজ্ঞ এবং বন্দিরা ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে ভার্চুয়ালি হাজিরা ও সাক্ষ্য দিতে পারছেন। এর ফলে সময় ও সম্পদের সাশ্রয় হচ্ছে এবং মামলার দ্রুত নিষ্পত্তিতে সহায়তা করছে।

# গ্রামীণ পানীয় জল পরিষেবা আরও শক্তিশালী করতে রাজ্যের নতুন অপারেশন অ্যান্ড মেইনটেন্যান্স নীতি, দ্রুত সমস্যা সমাধানের আশ্বাস

আগরতলা, ৭ আগস্ট: কেন্দ্রীয় প্রকল্প জল জীবন মিশন-এর আওতায় গ্রামীণ পানীয় জল সরবরাহ ব্যবস্থাকে দীর্ঘমেয়াদি, নিরবচ্ছিন্ন ও আরও কার্যকর করতে রাজ্য সরকার প্রথমবারের মতো অপারেশন অ্যান্ড মেইনটেন্যান্স নীতি চালু করেছে। এই নীতির মাধ্যমে গ্রামীণ এলাকায় নিরাপদ ও মানসম্মত পানীয় জল সরবরাহ নিশ্চিত করার পাশাপাশি স্থানীয় স্তরেই ছোটখাটো সমস্যার দ্রুত সমাধানের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

নতুন নীতি অনুযায়ী, প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েত এবং এডিসি ভিলেজে গঠিত ভিলেজ ওয়াটার অ্যান্ড স্যানিটেশন কমিটি পাইপলাইনের ছোটখাটো লিকেজ, ভালভ ও ট্যাপ মেরামত, মোটর পরিচালনা, নিয়মিত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা এবং অন্যান্য রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব পালন করবে। ফলে স্থানীয় পর্যায়েই দ্রুত সমস্যার সমাধান সম্ভব হবে।

অন্যদিকে, জলশোধনাগার, আয়রন রিমুভাল প্ল্যান্ট , উদ্ভাবনী জল সরবরাহ প্রকল্প এবং বড় ধরনের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব জনস্বাস্থ্য কারিগরি (পানীয় জল ও স্যানিটেশন) দপ্তর, ডিডাব্লিউএস-এর অধীনেই থাকবে। দীর্ঘমেয়াদি রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করতে সরকার নির্ধারিত নিয়ম অনুযায়ী জল ব্যবহারকারীদের কাছ থেকে ব্যবহার ফি আদায় করা হবে। এই অর্থ সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের বিদ্যুৎ বিল, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজে ব্যয় করা হবে, যাতে গ্রামীণ এলাকায় নিরবচ্ছিন্ন পানীয় জল পরিষেবা বজায় থাকে।

সাব্রুম ডিডাব্লিউএস সাব-ডিভিশনের দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক দেবব্রত ত্রিপুরা জানান, নতুন এই অপারেশন অ্যান্ড মেইনটেন্যান্স নীতি শুধুমাত্র গ্রাম পঞ্চায়েত ও এডিসি ভিলেজ এলাকায় কার্যকর করা হয়েছে। নগর পঞ্চায়েত এই নীতির আওতায় নেই। তবে বড় ধরনের প্রযুক্তিগত সমস্যা দেখা দিলে জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তর দ্রুত হস্তক্ষেপ করে তা সমাধান করবে।

তিনি জানান, সাব্রুম মহকুমায় তিনটি আরডি ব্লক এবং একটি টিটিএএডিসি সাব-ডিভিশন জোনাল অফিস রয়েছে। এর মধ্যে সাতচাঁদ আরডি ব্লকে ৩৯টি গ্রাম পঞ্চায়েত, রূপাইছড়ি আরডি ব্লকে ১৮টি এডিসি ভিলেজ এবং পৌয়াংবাড়ী আরডি ব্লকে ৪টি গ্রাম পঞ্চায়েত ও ৩টি এডিসি ভিলেজ, অর্থাৎ মোট ৭টি স্থানীয় সংস্থা এই ব্যবস্থার আওতায় রয়েছে।

দেবব্রত ত্রিপুরা আশা প্রকাশ করে বলেন, নতুন অপারেশন অ্যান্ড মেইনটেন্যান্স নীতি বাস্তবায়নের ফলে জনঅংশগ্রহণ বাড়বে, পরিষেবা আরও দ্রুত ও স্বচ্ছ হবে, জবাবদিহিতা নিশ্চিত হবে এবং গ্রামীণ পানীয় জল সরবরাহ ব্যবস্থা দীর্ঘমেয়াদে আরও শক্তিশালী ও টেকসই হয়ে উঠবে।

# হোয়াটসঅ্যাপ ম্যালওয়্যার হামলা থেকে ১০ হাজারের বেশি ভারতীয়কে সুরক্ষা দিল সরকার

নয়াদিল্লি, ৭ আগস্ট (আইএএনএস): হোয়াটসঅ্যাপ অ্যাকাউন্ট দখলের একটি ম্যালওয়্যার হামলা থেকে ১০ হাজারের বেশি ভারতীয়কে সুরক্ষা দেওয়া হয়েছে বলে শুক্রবার জানিয়েছে কেন্দ্র। ভারতীয় সাইবার অপরাধ সমন্বয় কেন্দ্র -এর সমন্বিত পদক্ষেপের মাধ্যমে এই সুরক্ষা নিশ্চিত করা হয়েছে।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, সাইবার অপরাধ সমন্বয় কেন্দ্র-এর 'সহযোগ' পোর্টালের মাধ্যমে কমান্ড-অ্যান্ড-কন্ট্রোল সার্ভার জিও-ব্লক করা-সহ বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। এর ফলে হোয়াটসঅ্যাপ অ্যাকাউন্ট দখলের এই প্রচেষ্টা অনেকাংশে রুখে দেওয়া সম্ভব হয়েছে।

মন্ত্রকের তরফে জানানো হয়েছে, জাতীয় সাইবার অপরাধ রিপোর্টিং পোর্টাল-এ হোয়াটসঅ্যাপ অ্যাকাউন্ট হ্যাক বা দখল সংক্রান্ত অভিযোগের সংখ্যা দ্রুত বেড়েছে। প্রতারকরা নিয়ন্ত্রক সংস্থা বা সরকারি প্রতিষ্ঠানের নামে পাঠানো অ্যাকাউন্ট স্টেটমেন্ট ও অন্যান্য যোগাযোগের নথির ছদ্মবেশে ক্ষতিকর ফাইল পাঠাচ্ছে।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক জানিয়েছে, "এই সমন্বিত পদক্ষেপের মাধ্যমে এখনও পর্যন্ত ১০ হাজারের বেশি ভারতীয়কে এই প্রচারাভিযান থেকে সুরক্ষিত করা হয়েছে। সহযোগ পোর্টালের মাধ্যমে নিয়মিত ম্যালওয়্যার ব্লক করা হচ্ছে।"

সাইবার অপরাধ সমন্বয় কেন্দ্র-এর তথ্য অনুযায়ী, দিল্লি, গুজরাট, মহারাষ্ট্র ও রাজস্থানসহ একাধিক রাজ্য থেকে একই ধরনের পদ্ধতিতে প্রতারণার ঘটনা সামনে এসেছে। এর আগে ২২ জুন সাইবার অপরাধ সমন্বয় কেন্দ্র নাগরিকদের সতর্ক করে একটি পরামর্শ জারি করেছিল। সেখানে নিয়ন্ত্রক সংস্থা ও সরকারি দফতরের পরিচয় ব্যবহার করে হোয়াটসঅ্যাপ অ্যাকাউন্ট দখলের এই নতুন ধরনের হুমকি সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছিল।

এই বার্তাগুলি এমনভাবে তৈরি করা হয়, যাতে এগুলিকে কোনও সরকারি সংস্থা বা নিয়ন্ত্রক প্রতিষ্ঠানের পাঠানো জরুরি অ্যাকাউন্ট স্টেটমেন্ট বা নোটিস বলে মনে হয় এবং প্রাপক দ্রুত ফাইলটি খুলে ফেলেন।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক জানিয়েছে, "উইন্ডোজ ডেস্কটপ বা ল্যাপটপে ফাইলটি খুললে একটি ট্রোজান ম্যালওয়্যার ইনস্টল হয়, যা ডিভাইসের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেয় এবং ভুক্তভোগীর সক্রিয় হোয়াটসঅ্যাপ ওয়েব সেশন দখল করে ফেলে। অনেক ক্ষেত্রে আয়কর দফতরের পরিচয় ব্যবহার করেও ই-মেল পাঠানো হচ্ছে।"

এরপর দখল করা হোয়াটসঅ্যাপ অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ভুক্তভোগীর সমস্ত পরিচিতি ও গ্রুপে একই ক্ষতিকর ফাইল পাঠানো হয়। সাধারণত বার্তায় বলা হয়, ফাইলটি "কোম্পানির ফাইন্যান্স ম্যানেজারের যাচাইয়ের জন্য" ফরোয়ার্ড করতে এবং কম্পিউটারে খুলতে।

সরকারের মতে, এভাবেই এই ম্যালওয়্যার সংক্রমণ ব্যক্তি থেকে সংস্থা ও কর্পোরেট নেটওয়ার্কে আরও ছড়িয়ে পড়ার ঝুঁকি তৈরি করছে।

# জল অর্পণ দিবসে লক্ষ্মীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের হাতে ৯টি পানীয় জল প্রকল্পের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব হস্তান্তর

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ৭ আগস্ট: 'হর ঘর জল জীবন মিশন'-এর আওতায় জল অর্পণ দিবস উপলক্ষে শুক্রবার দক্ষিণ ত্রিপুরার বিলোনিয়া মহকুমার বিসি নগর ব্লকের লক্ষ্মীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে এক বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের (ডিডব্লিউএস) বরপাথরি সাব-ডিভিশন। জল শক্তি মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনায় আয়োজিত এই কর্মসূচিতে পানীয় জল সংরক্ষণ, জল অপচয় রোধ এবং গ্রামীণ জল প্রকল্পলির রক্ষণাবেক্ষণে জনসচেতনতা বৃদ্ধির ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়।অনুষ্ঠানের সূচনায় পানীয় জল সংরক্ষণ ও জল অপচয় রোধে সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা গড়ে তুলতে একটি প্রভাতফেরির আয়োজন করা হয়। এতে ডিডব্লিউএস-এর আধিকারিক, স্থানীয় বাসিন্দা, জনপ্রতিনিধি এবং শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করেন। বিভিন্ন সচেতনতামূলক স্লোগানের মাধ্যমে নিরাপদ পানীয় জল সংরক্ষণের বার্তা তুলে ধরা হয়। পরে মূল অনুষ্ঠানে লক্ষ্মীপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার মোট ৯টি পানীয় জল প্রকল্পের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব আনুষ্ঠানিকভাবে পঞ্চায়েতের হাতে তুলে দেওয়া হয়। এর মধ্যে রয়েছে ৭টি স্মল বোর এবং ২টি ডিপ টিউবওয়েল প্রকল্প। এদিন একটি ডিপ টিউবওয়েলের ফিতা কেটে উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক সূচনা হয়।

ডিডব্লিউএস সূত্রে জানা যায়, হর ঘর জল জীবন মিশন-এর আওতায় লক্ষ্মীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রতিটি পরিবারের বাড়িতে নিরাপদ পানীয় জলের সংযোগ পৌঁছে দেওয়ার কাজ শতভাগ সম্পন্ন হয়েছে। সেই সাফল্যের ভিত্তিতেই জল শক্তি মন্ত্রণালয়ের নির্দেশ অনুসারে পানীয় জল প্রকল্পগুলির রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব স্থানীয় পঞ্চায়েতের হাতে হস্তান্তর করা হয়েছে, যাতে ভবিষ্যতেও প্রকল্পগুলির সুষ্ঠু পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করা যায়।অনুষ্ঠান উপলক্ষে স্থানীয় বাসিন্দাদের নিয়ে একটি সচেতনতামূলক সভারও আয়োজন করা হয়। সভায় বক্তারা নিরাপদ পানীয় জলের সঠিক ব্যবহার, জল অপচয় রোধ, বৃষ্টির জল সংরক্ষণ এবং সরকারি পানীয় জল প্রকল্পগুলির রক্ষণাবেক্ষণে জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণের ওপর গুরুত্বারোপ করেন।অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ডিডব্লিউএস-এর এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার বিজন দেববর্মা, অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার দীপ্তনু চৌধুরী, জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার রাজু সরকার, আইইসি কনসালট্যান্ট সুজিত দেবনাথ, লক্ষ্মীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান শংকর সরকার, ভারতচন্দ্র নগর পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য নিতাই চরণ মজুমদার-সহ দপ্তরের আধিকারিক, পঞ্চায়েত প্রতিনিধি এবং স্থানীয় বাসিন্দারা।

এদিন অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার দীপ্তনু চৌধুরী জানান, এই কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য ছিল হর ঘর জল জীবন মিশন-এর আওতায় শতভাগ পানীয় জল সংযোগ সম্পন্ন হওয়ার পর প্রকল্পগুলির রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব স্থানীয় পঞ্চায়েতের হাতে তুলে দেওয়া এবং নিরাপদ পানীয় জল সংরক্ষণে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা। তাঁর মতে, প্রশাসন ও স্থানীয় জনগণের যৌথ উদ্যোগেই এই প্রকল্পগুলির দীর্ঘমেয়াদি সফলতা নিশ্চিত করা সম্ভব।

# উপর সুবনসিরিতে নতুন করে চিনা সেনার অনুপ্রবেশের খবর খারিজ করলেন অরুণাচলের মুখ্যমন্ত্রী খাণ্ডু

ইটানগর, ৭ আগস্ট (আইএএনএস): অরুণাচল প্রদেশের উপর সুবনসিরি জেলায় চিনের পিপলস লিবারেশন আর্মি (পিএলএ)-র নতুন করে অনুপ্রবেশের অভিযোগ সংক্রান্ত সংবাদ প্রতিবেদন খারিজ করলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী পেমা খাণ্ডু। শুক্রবার তিনি জানান, বিষয়টির সত্যতা যাচাই করতে ভারতীয় সেনা এবং স্থানীয় সংগঠনগুলির সঙ্গে তিনি কথা বলবেন।সম্প্রতি প্রকাশিত কিছু প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছিল, অরুণাচল প্রদেশের প্রত্যন্ত তাসিং সার্কেলের পুকার লা এবং ওলো এলাকার কাছে প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখা (এলএসি) অতিক্রম করে চিনা সেনা প্রবেশ করেছে বলে স্থানীয় বাসিন্দারা অভিযোগ করেছেন।এই বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী খাণ্ডু সংবাদমাধ্যমকে বলেন, তিনি মনে করেন না যে এমন কোনও অনুপ্রবেশের ঘটনা ঘটছে। কারণ ভারতীয় সেনা সীমান্তে কার্যকরভাবে নজরদারি চালাচ্ছে এবং দেশের ভূখণ্ডের নিরাপত্তা নিশ্চিত করছে।খাণ্ডু বলেন, "আমি ওই এলাকার স্থানীয় বাসিন্দা ও সংগঠনের প্রতিনিধিদের আমন্ত্রণ জানিয়েছি। তাঁদের মতামত জানতে চেয়েছি। পাশাপাশি, সেখানকার পরিস্থিতি এবং প্রকৃতপক্ষে কী ঘটেছে তা জানতে সেনাবাহিনীর সঙ্গেও কথা বলব।"এর আগে জুন মাসেও উপর সুবনসিরি জেলায় চিনা পিএলএ-র অনুপ্রবেশের অভিযোগ নিয়ে একই ধরনের সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল। সেই সময় ভারতীয় সেনাবাহিনী ওই দাবি খারিজ করে দিয়েছিল। জুনের শেষ সপ্তাহে এক বিবৃতিতে সেনা জানিয়েছিল, "চিনা পিএলএ-র সাম্প্রতিক অনুপ্রবেশ এবং অরুণাচল প্রদেশে শিবির স্থাপনের অভিযোগ নিয়ে কিছু সংবাদ প্রতিবেদন আমরা দেখেছি। এই প্রতিবেদনগুলি ভুল এবং এর কোনও ভিত্তি নেই।"বর্তমান অভিযোগ সম্পর্কে এখনও পর্যন্ত জেলা প্রশাসন বা নিরাপত্তা সংস্থাগুলির পক্ষ থেকে কোনও সরকারি নিশ্চিতকরণ পাওয়া যায়নি।সংবাদ প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে, স্থানীয় বাসিন্দা ও নাগরিক সংগঠনের সদস্যরা অভিযোগ করেছেন যে চিনা পিএলএ ধীরে ধীরে ওই অঞ্চলের গ্রামগুলির দিকে এগিয়ে আসছে, যা সীমান্তবর্তী প্রত্যন্ত এলাকায় বসবাসকারী মানুষের মধ্যে উদ্বেগ তৈরি করেছে।জুন মাসে একটি স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনও একই ধরনের অভিযোগ তুলেছিল। তাদের দাবি ছিল, উপর সুবনসিরি জেলার তাসিং সার্কেলের কাছে চিনা সেনা তাদের উপস্থিতি বাড়াচ্ছে।তবে ভারতীয় সেনা সেই অভিযোগও প্রত্যাখ্যান করে জানিয়েছিল, অরুণাচল প্রদেশে চিনা অনুপ্রবেশ বা পিএলএ-র শিবির স্থাপনের খবর ভিত্তিহীন।উল্লেখ্য, অরুণাচল প্রদেশের সঙ্গে তিব্বত (চিন)-এর প্রায় ১,০৮০ কিলোমিটার দীর্ঘ সীমান্ত রয়েছে।

# সোনামুড়ায় চার মণ্ডলের হাতে তুলে দেওয়া হলো পবিত্র মাটিভর্তি কলস

নিজস্ব প্রতিনিধি, সোনামুড়া, ৭ আগস্ট: সন্ত শিরোমণি শ্রীশ্রী গুরু রবিদাস মহারাজের ৬৫০তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে দেশব্যাপী ভারতীয় জনতা পার্টির উদ্যোগে শুরু হয়েছে 'সম্প্রীতি সংকল্প অভিযান'। এই কর্মসূচির অংশ হিসেবে শুক্রবার সিপাহীজলা জেলার দক্ষিণ অংশের উদ্যোগে মেলাঘরের শ্রীশ্রী ভবতারিণী কালীবাড়ি প্রাঙ্গণে এক বিশেষ ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মাধ্যমে চারটি মণ্ডলের সভাপতিদের হাতে পবিত্র মাটিভর্তি কলস তুলে দেওয়া হয়।অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের উচ্চ শিক্ষা, পঞ্চায়েত ও সাধারণ প্রশাসন দপ্তরের মন্ত্রী তথা প্রদেশ বিজেপির প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক কিশোর বর্মন। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সিপাহীজলা জেলা দক্ষিণ অংশের সভাপতি প্রসেনজিৎ ঘোষ-সহ দলের অন্যান্য নেতৃত্ব ও কর্মীরা।এদিনের অনুষ্ঠানে মন্ত্রী কিশোর বর্মন বলেন, ভারতবর্ষ ঋষি-মুনি ও সাধু-সন্তদের দেশ। যুগে যুগে বহু মহাপুরুষ এই দেশের ধর্ম, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও মানবিক মূল্যবোধ রক্ষার জন্য নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছেন। তাঁদের মধ্যেই অন্যতম ছিলেন সন্ত শিরোমণি শ্রীশ্রী গুরু রবিদাস মহারাজ।তিনি বলেন, চর্মকার পরিবারে জন্মগ্রহণ করেও নিজের কর্ম, আদর্শ ও মানবিক মূল্যবোধের মাধ্যমে গুরু রবিদাস মহারাজ সর্বজন শ্রদ্ধেয় সন্ত শিরোমণির মর্যাদা অর্জন করেন। তাঁর শিক্ষা ছিল মানুষের পরিচয় জন্মে নয়, বরং তার কর্ম, চরিত্র ও আচরণে।মন্ত্রী আরও জানান, গুরু রবিদাস মহারাজের জীবনদর্শন ও আদর্শ সমাজের সর্বস্তরের মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে ভারতীয় জনতা পার্টি দেশব্যাপী 'সম্প্রীতি সংকল্প অভিযান' গ্রহণ করেছে। এই কর্মসূচি গত ২৯ জুলাই থেকে শুরু হয়েছে এবং ফেব্রুয়ারি ২০২৭ পর্যন্ত বিভিন্ন পর্যায়ে চলবে।এই অভিযানের অংশ হিসেবে উত্তরপ্রদেশের বারাণসীতে অবস্থিত গুরু রবিদাস মহারাজের জন্মভূমি থেকে সংগ্রহ করা পবিত্র মাটি কলসে ভরে দেশের বিভিন্ন রাজ্যে পাঠানো হয়েছে।

# কাজের সন্ধান

## রাজ্যে ও বহিঃরাজ্যে প্রাইভেট সেক্টরে ২৫৯ চাকরির ‘জব ফেয়ার’ ১১ আগস্ট

**কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।।** ভারত সরকারের ন্যাশনাল ক্যারিয়ার সার্ভিস প্রকল্পের আওতায় রাজ্যের মডেল কেরিয়ার সেন্টার, ডিস্ট্রিক্ট এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ , আগরতলার ব্যবস্থাপনায় ‘জব ফেয়ার’-এর আয়োজন করা হয়েছে। রাজ্যের এবং বহিঃরাজ্যের একাধিক কোম্পানিতেবিশেষ করে ৪টি প্রাইভেট সেক্টরের ডিভিশনে মাল্টিটাসকিং, এক্সিকিউটিভ, টেকনিশিয়ান, সুপারভাইজর, ম্যানেজার ইত্যাদি পদে নিয়োগের জন্য সরাসরি দরখাস্ত জমা নেওয়ার মধ্য দিয়ে সরাসরি সাক্ষাৎকারে অংশ নিতে ‘জব ফেয়ার’-এর আয়োজন করা হচ্ছে। শূন্যপদঃ ২৫৯টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক পাশ থেকে শুরু, মাস্টার্স ডিগ্রি পাশ পর্যন্ত, পদ অনুযায়ী যোগ্যতা ভিন্নতর, বয়স ঃ ১৮-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানোর প্রয়োজন নেই, আগরতলায় নির্দিষ্ট ঠিকানায় ১১ আগস্টে জব ফেয়ারে সরাসরি ইন্টারভিউর মাধ্যমে নিয়োগ হবে। আগরতলায় সরাসরি ‘রিক্রুটমেন্ট ড্রাইভ’ বা জব ফেয়ারের মাধ্যমে সরাসরি ইন্টারভিউ ১১ আগস্ট।

বিস্তারিত খবর হলো — ভারত সরকারের ন্যাশনাল ক্যারিয়ার সার্ভিস প্রকল্পের আওতায় রাজ্যের মডেল কেরিয়ার সেন্টার, ডিস্ট্রিক্ট এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ , আগরতলার ব্যবস্থাপনায় আগামী ১১ আগস্ট, আগরতলার অফিস লেনস্থিত শ্রম ভবন প্রাঙ্গনে সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত বেসরকারি ক্ষেত্রে রাজ্যের এবং বহিঃরাজ্যের ৪টি কর্পোরেট সেক্টর ডিভিশনে চাকরির জন্য ‘জব ফেয়ার’ অনুষ্ঠিত হবে। এতে যোগদানের জন্য চাকুরি প্রত্যাশীরা সরাসরি ইন্টারভিউতে সামিল হবেন, বায়োডেটার সঙ্গে সমস্ত অরিজিনাল ডকুমেন্টস নিয়ে। বলা বাহুল্য, এই জব ফেয়ার বা সরাসরি ইন্টারভিউর জন্য আগের থেকে কোনও আবেদনপত্র জমা করতে হবে না।

ইচ্ছুক প্রার্থীরা নির্দিষ্ট দিনে অর্থাৎ ১১ আগস্টে, আগরতলার অফিস লেনস্থিত শ্রম ভবন প্রাঙ্গনে সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত সরাসরি ইন্টারভিউতে অংশ নিতে পারেন। ইন্টারভিউর সময় প্রার্থীদের জন্ম তারিখের প্রমাণপত্র, শিক্ষাগত যোগ্যতার প্রমাণপত্র, নাগরিকতার সার্টিফিকেট বা পি. আর.টি.সি., এন.সি.এস. কার্ড, অভিজ্ঞতার সার্টিফিকেট ইত্যাদির অরিজিনাল ডকুমেন্ট, ফটোকপি সহ, দুই কপি সম্প্রতি তোলা পাসপোর্ট সাইজের কালার ফটো সঙ্গে নিয়ে আসতে হবে। বিস্তারিত পেয়ে যাবেন এঁদের ওয়েবসাইটে লগ্ অন করে। মডেল ক্যারিয়ার সেন্টার, আগরতলা থেকেও বিস্তারিত জেনে নিতে পারেন। যেসব প্রার্থী নির্বাচিত হবেন, তাদের উদ্দেশ্যে জানানো হচ্ছে যে, তাঁরা তাঁদের বেতন, কাজ ও অন্যান্য সমস্ত সুযোগ সুবিধা ও দায়বদ্ধতা সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য সংশ্লিষ্ট নিয়োগকর্তা থেকে নিশ্চিতভাবে জানার পর যেন কাজে যোগদান করেন। ভারত সরকারের ন্যাশনাল ক্যারিয়ার সার্ভিস প্রজেক্টের আওতায় মডেল ক্যারিয়ার সেন্টার, আগরতলা, এমপ্লয়ার ও কর্মপ্রার্থীদের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করার জন্য এই আয়োজন করছে। এমপ্লয়ার বা কর্মপ্রার্থীদের মধ্যে যে-কোনও কেউ প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করলে মডেল ক্যারিয়ার সেন্টার, আগরতলা দায়ী থাকবে না। অনলাইনে, অফলাইনে বা ডাকযোগে কোনওভাবেই আগে থেকে আবেদন করার প্রয়োজন নেই। সরাসরি বা ওয়াক-ইন-ইন্টারভিউর মাধ্যমে নিয়োগের জন্য বাছাই করা হবে। প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন সার্টিফিকেট বা শংসাপত্রও জেরক্স সহ অরিজিনাল সঙ্গে নিয়ে আসতে হবে। একমাত্র অন-স্পট ফর্ম ফিলাপ করতে হবে যা এমপ্লয়াররাই সরবরাহ করবেন। এছাড়া, কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকারের বিভিন্ন চাকরি পরীক্ষার জন্য অনলাইনে ফর্ম ফিলাপ, প্রিন্ট আউট বের করা, ফটো-সিগনেচার স্ক্যানিং, কল লেটার ডাউনলোড করানো এমন কি প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়া, দরখাস্তের প্রিন্ট আউট এবং টাকা জমা দেওয়ার রসিদ ইত্যাদি বের করে রাখার পাশাপাশি লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস ও বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য, ঘরে বসে মুহূর্তের মধ্যে হাতের মুঠোয় পেতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে ‘হাই/হ্যালো’ লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত ‘কর্মবার্তা’ অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম ও হোয়াটস্অ্যাপ নম্বর রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে। সরাসরি ইন্টারভিউর মাধ্যমে ‘জব ফেয়ার’-এ শূন্যপদগুলো হলো — ক্রমিক নং (১) ঃ নিয়োগ হবে প্রোগ্রেসিভ অটোমোবাইলস প্রাইভেট লিমিটেড-এর অধীনে। পদের নাম সেলস্ এক্সিকিউটিভ। শূন্যপদ ২০টি। পোস্টিং ত্রিপুরায়। মূল মাইনে ১০,০০০ টাকা প্রতি মাসে। যোগ্যতা উচ্চমাধ্যমিক পাশ। পদের নাম সার্ভিস ইঞ্জিনিয়ার। শূন্যপদ ১০টি। পোস্টিং আগরতলায়। মূল মাইনে ১০,০০০ টাকা প্রতি মাসে। যোগ্যতা মাধ্যমিক, আইটিআই, ডিপ্লোমা পাশ। পদের নাম সার্ভিস এডভাইজর। শূন্যপদ ৫টি। পোস্টিং আগরতলায়। মূল মাইনে ১৩,০০০ টাকা প্রতি মাসে। যোগ্যতা ডিপ্লোমা, বিটেক, এমটেক পাশ। পদের নাম সার্ভিস সুপারভাইজর। শূন্যপদ ৫টি। পোস্টিং আগরতলায়। মূল মাইনে ১৩,০০০ টাকা প্রতি মাসে। যোগ্যতা ডিপ্লোমা, বিটেক, এমবিএ পাশ। প্রতি ক্ষেত্রেই বয়স অনূর্ধ্ব ৪৫ বছর। ক্রমিক নং (২) ঃ নিয়োগ হবে মিহির অটোমোবাইলস প্রাইভেট লিমিটেড-এর অধীনে। পদের নাম শোরুম ম্যানেজার। শূন্যপদ ১টি। পোস্টিং আগরতলায়। মূল মাইনে ১৫,০০০-১৭,০০০ টাকা প্রতি মাসে। যোগ্যতা গ্রাজুয়েট। পাশ। ২ বছরের অভিজ্ঞতা আবশ্যক। বয়স অনূর্ধ্ব ৩৫ বছর। পদের নাম টেলি-কলার এন্ড মাল্টিটাস্কিং। শূন্যপদ ৩টি। মহিলা প্রার্থীদের জন্য। ২টি এসটি প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত, ১টি অসংরক্ষিত। পোস্টিং আগরতলায়। মূল মাইনে ৬,০০০-১০,০০০ টাকা প্রতি মাসে। যোগ্যতা গ্রাজুয়েট। ক্রমিক নং (৩) ঃ নিয়োগ হবে ইন্টিগ্রেটেড পার্সোনেল সার্ভিসেস লিমিটেড-এর অধীনে। পদের নাম প্রোডাকশন এন্ড কোয়ালিটি সাপোর্ট। শূন্যপদ ২০০টি। পোস্টিং ত্রিচি, গুজরাট, হায়দ্রাবাদ, চেন্নায়-তে। মূল মাইনে ১৪,০০০-২০,০০০ টাকা প্রতি মাসে। যোগ্যতা মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, আইটিআই, ডিপ্লোমা, ডিগ্রি পাশ। বয়স ১৮-৩৫ বছর। ক্রমিক নং (৪) ঃ নিয়োগ হবে সানি ট্রেডার্স-এর অধীনে। পদের নাম ফ্রন্ট ডেস্ক। শূন্যপদ ১টি (মহিলা)। পোস্টিং আগরতলায়। মূল মাইনে ৭,০০০-১০,০০০ টাকা প্রতি মাসে, সঙ্গে ইনসেন্টিভ রয়েছে। যোগ্যতা গ্রাজুয়েট পাশ। বয়স ২২-২৫ বছর। পদের নাম কেন্ট, কুচিনা সার্ভিস টেকনিশিয়ান। শূন্যপদ ৪টি। পোস্টিং আগরতলায়। মূল মাইনে ৮,০০০-১২,০০০ টাকা প্রতি মাসে, সঙ্গে ইনসেন্টিভ রয়েছে। যোগ্যতা মাধ্যমিক পাশ। বয়স ২৫-৩০ বছর। পদের নাম সেলস্ এক্সিকিউটিভ। শূন্যপদ ৪টি। পোস্টিং আগরতলায়। মূল মাইনে ৮,০০০-১২,০০০ টাকা প্রতি মাসে, সঙ্গে ইনসেন্টিভ রয়েছে। যোগ্যতা গ্র্যাজুয়েট পাশ। ডাইরেক্ট মার্কেটিংয়ের ওপর ২ বছরের অভিজ্ঞতা থাকলে অগ্রাধিকার পাবেন। বয়স ২৫-৩৫ বছর।

## এইমস-এ ২,২১৮ নার্সিং অফিসার নিয়োগ ত্রিপুরা থেকে অনলাইনে আবেদনের সুযোগ

**কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।।** এইমস-এ নার্সিং অফিসার পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ২,২১৮টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ জিএনএম, বিএসসি নার্সিং পাশ হতে হবে, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৩ আগস্ট, বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ১২ সেপ্টেম্বর, তবে কেন্দ্রসহ বিস্তারিত কল লেটারে এবং এঁদের ওয়েবসাইটে জানানো হবে। বিস্তারিত খবর হলো — কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে পরিচালিত এইমস-এ নার্সিং অফিসারপদে ২,২১৮ জন নিয়োগ করা হবে বলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রার্থিবাছাই করবেন নির্দিষ্ট এইমস-এর রিক্রুটমেন্ট সেল অর্থাৎ এইমস-এর ম্যানেজমেন্ট স্টাফ নিয়ে গঠিত এক সিলেকশন কমিটি। অন্যান্য রাজ্যের প্রার্থীদের মতো ত্রিপুরার এসসি/ এসটি/ ওবিসি/ জেনারেল যে-কোনও প্রার্থীরাই আবেদন করতে পারবেন। বয়স হতে হবে ১৩-০৮-২০২৬ তারিখের হিসেবে ১৮ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে। তফশিলি, ওবিসি ও প্রতিবন্ধীদের জন্য সরকারি নিয়মানুসারে আসন সংরক্ষণ যেমন থাকবে, তেমনি বয়সের উর্ধ্বসীমায়ও যথারীতি ছাড় রয়েছে। শূন্যপদের বিশদ বিভাজন এবং ক্যাটেগরি ভিত্তিক সংরক্ষিত পদ ইত্যাদি দেখতে পাবেন এঁদের ওয়েব সাইটে, লগ অন করে ‘রিক্রুটমেন্ট’ ট্যাব লিঙ্কে। শূন্যপদের বিভাজন এই রকম —

মোট শূন্যপদের সংখ্যা ২,২১৮টি। এর মধ্যে ৮৯৯টি পদ অসংরক্ষিত। অর্থাৎ এসসি, এসটি, ওবিসি, জেনারেল যে-কেউ এর জন্য আবেদন করতে পারেন। এছাড়া, ৩২৩টি পদ তফশিলি জাতিভুক্ত (এসসি), ১৫৭টি পদ তফশিলি উপজাতিভুক্ত (এসটি), ৫৯৯টি পদ ওবিসি, ২৪০টি ইডব্লিওএস প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। সর্বোপরি ২৮টি পদ শারীরিকভাবে বিশেষ সক্ষম প্রার্থীদের জন্য সংরক্ষিত। যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা, বয়সের উর্ধ্বসীমা, বেতনক্রম ইত্যাদি জানার জন্য এঁদের ওয়েবসাইট দেখে নিতে হবে। মূল মাইনের সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ম অনুযায়ী অন্যান্য ভাতাসমূহও রয়েছে।

প্রার্থিবাছাই হবে বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক দুটি ধাপের পরীক্ষার মাধ্যমে। প্রিলিমিনারি পরীক্ষা ১২ সেপ্টেম্বরে। ১০০টি প্রশ্নের ১০০ নম্বরের পরীক্ষা। সময় ১ ঘন্টা। সফল হলে পরবর্তী মূল পরীক্ষার জন্য ডাক পাবেন। মূল পরীক্ষায় ১৬০টি প্রশ্নের ১৬০ নম্বরের পরীক্ষা। সময় ৩ ঘন্টা। পরীক্ষার নির্দিষ্ট দিনক্ষণ ও স্থান নির্ধারিত সময়ে কল লেটারে সমস্ত কিছু জানানো হবে। এসএমএস-এ কল লেটারের কথা জানানো হলে তা ডাউনলোড করে নিলেই সমস্ত তথ্য জেনে নেওয়া যাবে। দরখাস্ত পাঠানোর কৌশল ও নিয়মকানুন সহ এই বিজ্ঞপ্তির পুরো বিবরণ পাবেন এঁদের নিজস্ব ওয়েবসাইটে। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়া, দরখাস্তের প্রিন্ট আউট এবং টাকা জমা দেওয়ার রসিদ ইত্যাদি বের করে রাখার পাশাপাশি লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস ও বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য, ঘরে বসে মুহূর্তের মধ্যে হাতের মুঠোয় পেতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে ‘হাই/হ্যালো’ লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত ‘কর্মবার্তা’ অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম ও হোয়াটস্অ্যাপ নম্বর রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে। আবেদন করবেন কেবলমাত্র অনলাইনে এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন করে ১৩ আগস্টের মধ্যে। অনলাইনে দরখাস্ত করার শেষ তারিখ ১৩ আগস্ট। অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করার আগে নিজের একটি বৈধ ও দীর্ঘস্থায়ী ই-মেল আইডি তৈরি রাখবেন নিজের সই এবং পাসপোর্ট মাপের এখনকার রঙিন ফটো, প্রয়োজনীয় সমস্ত ডকুমেন্টসও স্ক্যান করে রাখতে হবে ওয়েবসাইটে বলা মাপজোক ও অন্যান্য শর্ত বুঝে। প্রয়োজনে সেগুলো আপলোড করতে হবে। অনলাইনে থেকে দরখাস্ত একবারে সম্পূর্ণ করতে না পারলে সেভ করে রাখবেন, তাহলে আপনার ইমেল ঠিকানা/ মোবাইলে এসএমএস করে আপনার রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এই নম্বর ও পাসওয়ার্ড যত্ন করে রেখে দেবেন, পরবর্তী সময়ে কাজে লাগবে। পরে আবার সাইটে গিয়ে সেই রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড দিয়ে আপনার দরখাস্ত খুলে বাকি কাজ শেষ করতে পারবেন। এই সংশোধনের সুযোগ পাবেন ৩ বার পর্যন্ত। আপনার পক্ষ থেকে কাজ চূড়ান্ত হয়ে গেলে অনলাইন পেমেন্টের মাধ্যমে অ্যাপ্লিকেশন ফি এবং/ অথবা পোস্টাল চার্জ বাবদ নির্দিষ্ট ফি জমা দিতে হবে। এছাড়া, অনলাইনে ফর্ম ফিলাপ, প্রিন্ট আউট বের করা, ফটো-সিগনেচার স্ক্যানিং, কল লেটার ডাউনলোড করানোর যাবতীয় খরচ প্রার্থীকেই বহন করতে হয়। দরখাস্ত রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ হলে কম্পিউটার জেনারেটেড দরখাস্তের ২ কপি প্রিন্ট-আউট নিয়ে নেবেন। কোথাও পাঠাতে হবে না। ফি পেমেন্ট চালানের কপিও যত্ন করে রাখবেন। পরীক্ষার দিন কললেটার ছাড়াও লাগবে মূল পেমেন্ট চালান, ছবিওলা পরিচিতি-প্রমান (আধার কার্ড, প্যান কার্ড বা এরকমই ছবিওলা অন্য কিছু) ইত্যাদি। টাকা জমা দেওয়ার চালান-এর একটা বাড়তি ফটো কপিও নিজের কাছে রেখে দেবেন।

## এক নজরে চাকরির খবর

* পদের নাম ঃ **গ্রুপ-ডি (পিওন/ অর্ডারলি/ গার্ড), জুনিয়র অ্যাডমিনিস্ট্র্যাটিভ অ্যাসিস্ট্যান্ট, সিনিয়র কম্পিউটার অ্যাসিস্ট্যান্ট (হাই কোর্ট অফ ত্রিপুরা),**
শূন্যপদ ঃ মোট ২১টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক পাশ থেকে শুরু, তবে পদ অনুযায়ী যোগ্যতা ভিন্নতর,
বয়স ঃ ১৮-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১০ আগস্ট,
লিখিত পরীক্ষা কেন্দ্র আগরতলায়, তবে তারিখসহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **স্পেশালিস্ট অফিসার, জেনারেল ব্যাঙ্কিং অফিসার (রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক),**
শূন্যপদ ঃ ৩৯৫টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিসিএ, বিই, বিটেক ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ ২২-৪৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১০ আগস্ট,
বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা আগরতলাসহ সারা দেশের শতাধিক কেন্দ্রে, তবে বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **মাইনিং সর্দার, অ্যাসিস্ট্যান্ট ফোরম্যান, ইলেকট্রিক্যাল সুপারভাইজর (কোলফিল্ড),**
শূন্যপদ ঃ ৪৪৪টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা পাশ,
বয়স ঃ ১৮-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১০ আগস্ট,
বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা কেন্দ্র বহিঃরাজ্যে, তবে দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **এক্সিকিউটিভ, টেকনিশিয়ান, টেলি-কলার, ইঞ্জিনিয়ার, সুপারভাইজর, ম্যানেজার, এডভাইজর, রিসেপশনিস্ট (ত্রিপুরা ও বহিঃরাজ্যে প্রাইভেট সেক্টর),**
শূন্যপদ ঃ ২৫৯টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ৮ম শেণি পাশ থেকে শুরু, গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ পর্যন্ত, পদ অনুযায়ী যোগ্যতা ভিন্নতর,
বয়স ঃ ১৮-৪৫ বছর, পদ অনুযায়ী বয়সের উর্ধ্বসীমা ভিন্নতর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানোর প্রয়োজন নেই,
আগরতলায় নির্দিষ্ট ঠিকানায় ১১ আগস্ট জব ফেয়ারে সরাসরি ইন্টারভিউর মাধ্যমে নিয়োগ হবে।

* পদের নাম ঃ **এপ্রেন্টিস (আই.ও.সি.এল),**
শূন্যপদ ঃ ১৪৫০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ আইটিআই, ডিপ্লোমা, ডিগ্রি পাশ, পদ অনুযায়ী যোগ্যতা ভিন্নতর,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১২ আগস্ট,
বাছাইকৃতদের সরাসরি ইন্টারভিউ ২৭ আগস্টে, তবে কেন্দ্রসহ বিস্তারিত কল লেটারে এবং এঁদের ওয়েবসাইটে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **নার্সিং অফিসার (এইমস্),**
শূন্যপদ ঃ ২২১৮টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ জিএনএম, বিএসসি নার্সিং পাশ হতে হবে,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৩ আগস্ট,
বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ১২ সেপ্টেম্বর, তবে কেন্দ্রসহ বিস্তারিত কল লেটারে এবং এঁদের ওয়েবসাইটে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **প্রজেক্ট অ্যাসিস্ট্যান্ট (ডিআরডিএ এডিএ)**
শূন্যপদ ঃ ১১১টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই, বিটেক পাশ হতে হবে,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৩ আগস্ট,
বাছাইকৃতদের লিখিত পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও দিনক্ষণসহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **প্রিন্সিপাল, ভাইস প্রিন্সিপাল (কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রক)**
ইউপিএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগ,
শূন্যপদ ঃ ৮২৮টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাস্টার্স ডিগ্রি পাশ, বি.এড পাশও হতে হবে, অভিজ্ঞতার আবশ্যকতা রয়েছে,
বয়স ঃ ৩৫-৪০ ও ৩৫-৫০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৪ আগস্ট,
বাছাইকৃতদের লিখিত পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও দিনক্ষণসহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **সেকশন কন্ট্রোলার (রেল মন্ত্রক),**
শূন্যপদ ঃ ১১৯টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিসিএ, বিই, বিটেক ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ ২০-৩৩ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৪ আগস্ট,
বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখসহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **ম্যানেজমেন্ট ট্রেনি, ডিজাইন ট্রেনি (কর্পোরেট সেক্টর),**
শূন্যপদ ঃ ১২০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই, বিটেক ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৪ আগস্ট,
বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ৫ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু, তবে কেন্দ্রসহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **এপ্রেন্টিস (এয়ারপোর্ট অথরিটি),**
শূন্যপদ ঃ ১৪০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ আইটিআই, ডিপ্লোমা, যে-কোনও বিষয়ে ডিগ্রি পাশ হতে হবে।
বয়স ঃ ১৮-২৬ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৫ আগস্ট,
বাছাইকৃতদের পার্সোনাল ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র, বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **ইউ.ডি.সি, স্টেনোগ্রাফার (ইসরো),**
শূন্যপদ ঃ ২৪২টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা, যে-কোনও বিষয়ে ডিগ্রি পাশ হতে হবে,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৬ আগস্ট,
বাছাইকৃতদের লিখিত পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর দিনক্ষণ ও কেন্দ্র বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **সায়েন্টিস্ট (কর্পোরেট সেক্টর),**
শূন্যপদ ঃ ১৩৩টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই, বিটেক, এমএসসি, এমসিএ পাশ, গেইট স্কোরে অগ্রাধিকার পাবেন,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৭ আগস্ট,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্রসহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **সায়েন্টিস্ট, ইঞ্জিনিয়ার (ইসরো),**
শূন্যপদ ঃ ৯২টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই, বিটেক পাশ, গেইট স্কোরে অগ্রাধিকার পাবেন,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৭ আগস্ট,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্রসহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

## ইউপিএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষা মন্ত্রকে ৮২৮ নিয়োগ

**কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।।** ইউপিএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রকের অধীনে প্রিন্সিপাল, ভাইস প্রিন্সিপাল পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৮২৮টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাস্টার্স ডিগ্রি পাশ, বি.এড পাশও হতে হবে, অভিজ্ঞতার আবশ্যকতা রয়েছে, বয়স ঃ ৩৫-৪০ ও ৩৫-৫০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৪ আগস্ট, বাছাইকৃতদের লিখিত পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও দিনক্ষণসহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে। স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যে-কোনও বিসয়ে মাস্টার্স ডিগ্রি পাশ এবং বিএড ডিগ্রি পাশ করা হলে কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে প্রিন্সিপাল ও ভাইস-প্রিন্সিপাল পদে চাকরির জন্য ইউপিএসসি পরীক্ষার জন্য অনলাইনে আবেদন করতে পারেন। নির্দিষ্ট বছরের অভিজ্ঞতা থাকলে অগ্রাধিকার পাবেন। অবশ্যই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, আবেদন করতে হবে অনলাইনের মাধ্যমে। মূলতঃ এনসিটি দিল্লিতে শিক্ষা দপ্তরে ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশন ২০২৬ সালের অনলাইন রিক্রুটমেন্ট এপ্লিকেশনের (ওআরএ) মাধ্যমে ৮২৮ জন তরুণ-তরুণীর নিয়োগ হচ্ছে। প্রার্থী বাছাই করা হবে ইউপিএসসি’র তত্বাবধানে লিখিত পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর মাধ্যমে। স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করা যোগ্য প্রার্থীরাই আবেদন করতে পারেন। এক্ষেত্রে নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই, তবে অভিজ্ঞতা সম্পন্নরা অবশ্যই অগ্রাধিকারপাবেন। বয়স হতে হবে ১৪-০৮-২০২৬ তারিখের হিসেবে ৩৫ থেকে ৫০ বছরের মধ্যে, প্রিন্সিপাল পদের ক্ষেত্রে। এবং ৩৫ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে, ভাইস-প্রিন্সিপাল পদের ক্ষেত্রে। তফশিলি প্রভৃতিপ্রার্থীরা ৫ বছর, ওবিসিরা ৩ বছর এবং শারীরিকপ্রতিবন্ধীরা ১০ বছর পর্যন্ত বয়সের ছাড়পাবেন। শূন্যপদগুলো হলো — ক্রমিক নং (১) ঃ পদেরনাম - প্রিন্সিপাল। শূন্যপদের সংখ্যা - ১২৪টি। এর মধ্যে ৬৯টি অসংরক্ষিত। এছাড়া, ১১টি ইডব্লিওএস, ১৮টি ওবিসি, ১৬টি এসসি, ১০টি এসটি প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। সর্বোপরি ৮টি পদ রয়েছে শারীরিকভাবে বিশেষ সক্ষম প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। পুরুষ প্রার্থীদের শূন্যপদের সংখ্যা - ৭২টি। এর মধ্যে ৩৭টি অসংরক্ষিত। এছাড়া, ৭টি ইডব্লিওএস, ৭টি ওবিসি, ১৩টি এসসি, ৮টি এসটিপ্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। সর্বোপরি ৫টি পদ রয়েছে শারীরিকভাবে বিশেষ সক্ষম প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। মহিলা প্রার্থীদের শূন্যপদের সংখ্যা - ৫২টি। এর মধ্যে ৩২টি অসংরক্ষিত। এছাড়া, ৪টি ইডব্লিওএস, ১১টি ওবিসি, ৩টি এসসি, ২টি এসটি প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। সর্বোপরি ৩টি পদ রয়েছে শারীরিকভাবে বিশেষ সক্ষম প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। ক্রমিক নং (২) ঃ পদের নাম - ভাইস-প্রিন্সিপাল। শূন্যপদের সংখ্যা - ৭০৪টি। এর মধ্যে ২৮৭টি অসংরক্ষিত। এছাড়া, ৭১টি ইডব্লিওএস, ১৮৯টি ওবিসি, ১০৩টি এসসি, ৫৪টি এসটিপ্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। সর্বোপরি ২৮টি পদ রয়েছে শারীরিকভাবে বিশেষ সক্ষম প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। পুরুষপ্রার্থীদের শূন্যপদের সংখ্যা - ৩৬৪টি। এর মধ্যে ১৫০টি অসংরক্ষিত। এছাড়া, ৩৭টি ইডব্লিওএস, ৯৬টি ওবিসি, ৫২টি এসসি, ২৯টি এসটিপ্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। সর্বোপরি ১১টি পদ রয়েছে শারীরিকভাবে বিশেষ সক্ষমপ্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। মহিলা প্রার্থীদের শূন্যপদের সংখ্যা - ৩৪০টি। এর মধ্যে ১৩৭টি অসংরক্ষিত। এছাড়া, ৩৪টি ইডব্লিওএস, ৯৩টি ওবিসি, ৫১টি এসসি, ২৫টি এসটিপ্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। সর্বোপরি ১৭টি পদ রয়েছে শারীরিকভাবে বিশেষ সক্ষম প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। পদগুলোর স্ট্যাটাস, মূল মাইনে, বয়স শিক্ষাগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা ইত্যাদি জানার জন্য এঁদের ওয়েবসাইটে দেখে নিতে হবে। দরখাস্ত করবেন কেবলমাত্র অনলাইনে, এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন করে, অবশ্যই ১৪ আগস্টের মধ্যে। অর্থাৎ অনলাইনে ফর্ম ফিলাপের শেষ তারিখ ১৪ আগস্ট। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়া, দরখাস্তের প্রিন্ট আউট এবং টাকা জমা দেওয়ার রসিদ ইত্যাদি বের করে রাখার পাশাপাশি সাক্ষাৎকারের সম্ভাব্য প্রশ্নোত্তর সহ এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে ‘হ্যালো’ লিখে মেম্বারশীপ গ্রহণ করে নিতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত ‘কর্মবার্তা’ অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে। অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করার আগে নিজের একটি বৈধ ও দীর্ঘস্থায়ী ই-মেল আইডি তেরি রাখবেন নিজের সই এবং পাসপোর্ট মাপের এখনকার রঙিন ফটো, প্রয়োজনীয় সমস্ত ডকুমেন্টসও স্ক্যান করে রাখতে হবে ওয়েবসাইটে বলা মাপজোক ও অন্যান্য শর্ত বুঝে। যেমন, ছবি কীরকম কী ব্যাকগ্রাউন্ডে তুলবেন, ছবি (৪০ কেবির মধ্যে, জেপিজি/ জেপিইজি ফর্ম্যাটে) ও সই (৪০ কেবির মধ্যে, জেপিজি/ জেপিইজি ফর্ম্যাটে) স্ক্যান করে রাখবেন, পরে তা আপলোড করতে হবে। অনলাইনে থেকে দরখাস্ত একবারে সম্পূর্ণ করতে না পারলে সেভ করে রাখবেন, তাহলে আপনার ইমেল ঠিকানা/ মোবাইলে এসএমএস করে আপনার রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এই নম্বর ও পাসওয়ার্ড যত্ন করে রেখে দেবেন, পরবর্তী সময়ে কাজে লাগবে। পরে আবার সাইটে গিয়ে সেই রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড দিয়ে আপনার দরখাস্ত খুলে বাকি কাজ শেষ করতে পারবেন। এই সংশোধনের সুযোগ পাবেন ৩ বার পর্যন্ত। আপনার পক্ষ থেকে কাজ চূড়ান্ত হয়ে গেলে অনলাইন পেমেন্টের মাধ্যমে অ্যাপ্লিকেশন ফি এবং/ অথবা পোস্টাল চার্জ বাবদ নির্দিষ্ট ফি জমা দিতে হবে। এছাড়া, অনলাইনে ফর্ম ফিলাপ, প্রিন্ট আউট বের করা, ফটো-সিগনেচার স্ক্যানিং, কল লেটার ডাউনলোড করানোর যাবতীয় খরচ প্রার্থীকেই বহন করতে হয়। দরখাস্ত রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ হলে কম্পিউটার জেনারেটেড দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট নিয়ে নেবেন। ফি পেমেন্ট চালানের কপিও যত্ন করে রাখবেন। লিখিত পরীক্ষা বা ইন্টারভিউর দিন কললেটার ছাড়াও লাগবে মূল পেমেন্ট চালান, ছবিওলা পরিচিতি-প্রমান (আধার কার্ড, প্যান কার্ড বা এরকমই ছবিওলা অন্য কিছু) ইত্যাদি। প্রাথমিকভাবে বাছাইকৃত প্রার্থীদের ইন্টারভিউ বা লিখিতপরীক্ষার জন্য ডাকা হবে। এর জন্য দিন-তারিখ এবং কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে।

## সামনে চাকরি ও শিক্ষার কী-কী পরীক্ষা, কবে?

**কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।।**
* ত্রিপুরা হাই কোর্টে **গ্রুপ-ডি (পিওন/ অর্ডারলি/ গার্ড), জুনিয়র অ্যাডমিনিস্ট্র্যাটিভ অ্যাসিস্ট্যান্ট, সিনিয়র কম্পিউটার অ্যাসিস্ট্যান্ট** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ মোট ২১টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক পাশ থেকে শুরু, তবে পদ অনুযায়ী যোগ্যতা ভিন্নতর, বয়স ঃ ১৮-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১০ আগস্ট, লিখিত পরীক্ষা কেন্দ্র আগরতলায়, তবে তারিখসহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে ‘হাই/হ্যালো’ লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত ‘কর্মবার্তা’ অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে শর্তসাপেক্ষে আজই আপনার হোয়াটস্অ্যাপ নম্বর নথীভুক্ত করে মেম্বারশিপ্ গ্রহণ করে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের **সমস্ত চাকরির আপডেট খবর,** চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর, সিলেবাস এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে।

* রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে **স্পেশালিস্ট অফিসার, জেনারেল ব্যাঙ্কিং অফিসার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৩৯৫টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিসিএ, বিই, বিটেক ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ ২২-৪৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১০ আগস্ট, বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা আগরতলাসহ সারা দেশের শতাধিক কেন্দ্রে, তবে বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* কোলফিল্ডে **মাইনিং সর্দার, অ্যাসিস্ট্যান্ট ফোরম্যান, ইলেকট্রিক্যাল সুপারভাইজর** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৪৪৪টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা পাশ, বয়স ঃ ১৮-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১০ আগস্ট, বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা কেন্দ্র বহিঃরাজ্যে, তবে দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* ত্রিপুরা ও বহিঃরাজ্যে প্রাইভেট সেক্টরে **এক্সিকিউটিভ, টেকনিশিয়ান, টেলি-কলার, ইঞ্জিনিয়ার, সুপারভাইজর, ম্যানেজার, এডভাইজর, রিসেপশনিস্ট** পদে নিয়োগের জন্য সরাসরি দরখাস্ত জমা নেওয়ার মধ্য দিয়ে সরাসরি সাক্ষাৎকারে অংশ নিতে ’জব ফেয়ার’-এর আয়োজন করা হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ২৫৯টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ৮ম শেণি পাশ থেকে শুরু, গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ পর্যন্ত, পদ অনুযায়ী যোগ্যতা ভিন্নতর, বয়স ঃ ১৮-৪৫ বছর, পদ অনুযায়ী বয়সের উর্ধ্বসীমা ভিন্নতর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানোর প্রয়োজন নেই, আগরতলায় নির্দিষ্ট ঠিকানায় ১১ আগস্ট জব ফেয়ারে সরাসরি ইন্টারভিউর মাধ্যমে নিয়োগ হবে।

* আই.ও.সি.এল-এ **এপ্রেন্টিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১৪৫০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ আইটিআই, ডিপ্লোমা, ডিগ্রি পাশ, পদ অনুযায়ী যোগ্যতা ভিন্নতর, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১২ আগস্ট, বাছাইকৃতদের সরাসরি ইন্টারভিউ ২৭ আগস্টে, তবে কেন্দ্রসহ বিস্তারিত কল লেটারে এবং এঁদের ওয়েবসাইটে জানানো হবে।

* এইমস্-এ **নার্সিং অফিসার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ২২১৮টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ জিএনএম, বিএসসি নার্সিং পাশ হতে হবে, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৩ আগস্ট, বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ১২ সেপ্টেম্বর, তবে কেন্দ্রসহ বিস্তারিত কল লেটারে এবং এঁদের ওয়েবসাইটে জানানো হবে।

* ডিআরডিএ-র এডিএ-তে **প্রজেক্ট অ্যাসিস্ট্যান্ট** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১১১টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই, বিটেক পাশ হতে হবে, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৩ আগস্ট, বাছাইকৃতদের লিখিত পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও দিনক্ষণসহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রকের অধীনে **প্রিন্সিপাল, ভাইস প্রিন্সিপাল** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। ইউপিএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগ, শূন্যপদ ঃ ৮২৮টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাস্টার্স ডিগ্রি পাশ, বি.এড পাশও হতে হবে, অভিজ্ঞতার আবশ্যকতা রয়েছে, বয়স ঃ ৩৫-৪০ ও ৩৫-৫০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৪ আগস্ট, বাছাইকৃতদের লিখিত পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও দিনক্ষণসহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* রেল মন্ত্রকের অধীনে **সেকশন কন্ট্রোলার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১১৯টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিসিএ, বিই, বিটেক ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ ২০-৩৩ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৪ আগস্ট, বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখসহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* কর্পোরেট সেক্টরে **ম্যানেজমেন্ট ট্রেনি, ডিজাইন ট্রেনি** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১২০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই, বিটেক ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৪ আগস্ট, বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ৫ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু, তবে কেন্দ্রসহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* এয়ারপোর্ট অথরিটিতে **এপ্রেন্টিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১৪০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ আইটিআই, ডিপ্লোমা, যে-কোনও বিষয়ে ডিগ্রি পাশ হতে হবে। বয়স ঃ ১৮-২৬ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৫ আগস্ট, বাছাইকৃতদের পার্সোনাল ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্র, বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* ইসরো-তে **ইউ.ডি.সি, স্টেনোগ্রাফার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ২৪২টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা, যে-কোনও বিষয়ে ডিগ্রি পাশ হতে হবে, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৬ আগস্ট, বাছাইকৃতদের লিখিত পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর দিনক্ষণ ও কেন্দ্র বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* কর্পোরেট সেক্টরে **সায়েন্টিস্ট** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১৩৩টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই, বিটেক, এমএসসি, এমসিএ পাশ, গেইট স্কোরে অগ্রাধিকার পাবেন, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৭ আগস্ট, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্রসহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* ইসরো- তে **সায়েন্টিস্ট** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৯২টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই, বিটেক পাশ, গেইট স্কোরে অগ্রাধিকার পাবেন, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৭ আগস্ট, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্রসহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

# রাজ্যস্তরে পালিত হলো চাকমা ভাষা ও লিপি দিবস, বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রায় সংস্কৃতি সংরক্ষণের বার্তা

আগরতলা, ৭ আগস্ট: ত্রিপুরায় প্রথমবারের মতো রাজ্যস্তরে চাকমা ভাষা ও লিপি দিবস উদযাপিত হলো শুক্রবার। এই উপলক্ষে আগরতলার আস্তাবল ময়দান থেকে রবীন্দ্র ভবন পর্যন্ত এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়। ঐতিহ্যবাহী পোশাক, সাংস্কৃতিক পরিবেশনা এবং মাতৃভাষা সংরক্ষণের বিভিন্ন বার্তায় মুখর হয়ে ওঠে শোভাযাত্রা।

এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের মন্ত্রী সান্তনা চাকমা। তিনি বলেন, 'লিপি হলো সংস্কৃতির বাহক এবং ভাষা হলো একটি জাতিসত্তার পরিচয়ের ভিত্তি।' মন্ত্রী আরও বলেন, ভারতের শক্তি যেমন বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যে, তেমনি ত্রিপুরাও বিভিন্ন আদিবাসী সম্প্রদায়ের ভাষা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের এক অনন্য মিলনভূমি। তিনি বলেন, 'আজকের এই শোভাযাত্রার মাধ্যমে আমরা জানাতে চাই যে, ত্রিপুরার অন্যান্য ভাষার মতো চাকমা ভাষাও সমান গুরুত্বপূর্ণ। এই ভাষার সংরক্ষণ, প্রসার ও উন্নয়নে রাজ্য সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।'

শোভাযাত্রায় চাকমা সম্প্রদায়ের বিপুল সংখ্যক মানুষ অংশগ্রহণ করেন। মাতৃভাষার প্রতি ভালোবাসা, ভাষা ও সংস্কৃতি রক্ষার অঙ্গীকার এবং নতুন প্রজন্মের কাছে নিজস্ব ঐতিহ্য তুলে ধরার আহ্বান ছিল পুরো কর্মসূচির মূল প্রতিপাদ্য।

অংশগ্রহণকারীরা জানান, রাজ্যস্তরে চাকমা ভাষা ও লিপি দিবস পালন শুধু একটি আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি নয়, বরং ভাষাটির শিক্ষা, সাহিত্য, গবেষণা ও সাংস্কৃতিক বিকাশের ক্ষেত্রে নতুন দিগন্ত উন্মোচন করবে।

অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, আদিবাসী ভাষা ও সংস্কৃতির সংরক্ষণ শুধু একটি সম্প্রদায়ের দায়িত্ব নয়, বরং রাজ্যের সামগ্রিক সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রক্ষারও গুরুত্বপূর্ণ অংশ। বাংলা, ককবরকসহ অন্যান্য ভাষার পাশাপাশি চাকমা ভাষার বিকাশে এই উদ্যোগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলেও মত প্রকাশ করেন তাঁরা।

প্রথমবারের মতো রাজ্যস্তরে চাকমা ভাষা ও লিপি দিবস উদযাপনের এই উদ্যোগ ত্রিপুরায় ভাষাগত বৈচিত্র্য, সম্প্রীতি এবং আদিবাসী সংস্কৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শনের এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

## খারিজ করল বিদেশমন্ত্রক

● প্রথম পাতার পর

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র-সহ বিশ্বের একাধিক দেশ বিদেশি অর্থের প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করে।

সম্প্রতি মার্কিন আইনপ্রণেতা রাইলি মুরে ভারতের বিদেশি অনুদান সংক্রান্ত আইনে প্রস্তাবিত সংশোধনী নিয়ে মন্তব্য করেছিলেন। তাঁর বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতেই বিদেশ মন্ত্রকের এই প্রতিক্রিয়া বলে মনে করা হচ্ছে।

চলতি সংসদের বর্ষাকালীন অধিবেশনে কেন্দ্রীয় সরকার লোকসভায় এফসিআরএ সংশোধনী বিল পেশ করতে পারে বলে জানা গেছে।

সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিশ্বজুড়ে আর্থিক নেটওয়ার্কের দ্রুত সম্প্রসারণ, ডিজিটাল লেনদেন এবং আন্তর্জাতিক অর্থ প্রবাহের কারণে আর্থিক স্বচ্ছতা, বিদেশি প্রভাব এবং গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলির সুরক্ষা নিয়ে নতুন চ্যালেঞ্জ তৈরি হয়েছে। এই কারণে বহু গণতান্ত্রিক দেশেই বিদেশি অর্থের প্রবাহ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা চালু রয়েছে।

কেন্দ্রের বক্তব্য, এফসিআরএ-কে এই আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটের মধ্যেই দেখা উচিত। সরকারের দাবি, এই আইন কোনও বৈধ সামাজিক বা দাতব্য কাজকে বাধা দেওয়ার জন্য নয়, বরং বিদেশি অনুদান যাতে নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে গ্রহণ, ব্যবহার এবং হিসাব করা হয় তা নিশ্চিত করার জন্য তৈরি।

এফসিআরএ আইন অনুযায়ী, ভারতের ব্যক্তি, সংগঠন, এনজিও, ট্রাস্ট এবং সংস্থাগুলি বিদেশ থেকে অর্থ, সিকিউরিটি বা অন্য কোনও ধরনের অনুদান গ্রহণ ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে চলতে বাধ্য। এই আইনটি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের অধীনে পরিচালিত হয়।

সহজভাবে বলতে গেলে, এফসিআরএ তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ন্ত্রণ করে, কারা বিদেশি অনুদান গ্রহণ করতে পারবেন এবং কোন শর্তে তা গ্রহণ করা যাবে, সেই অর্থ কীভাবে গ্রহণ ও হিসাব রাখতে হবে, এবং দেশের সার্বভৌমত্ব, নিরাপত্তা বা জনশৃঙ্খলার উপর প্রভাব ফেলতে পারে এমন কিছু ক্ষেত্রে বিদেশি অর্থ ব্যবহারের উপর নিষেধাজ্ঞা।

কেন্দ্রের তরফে আরও বলা হয়েছে, বিশ্বের বিভিন্ন দেশেও বিদেশি প্রভাব ও অর্থের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে একই ধরনের আইন রয়েছে। কানাডার বিদেশি প্রভাব বিষয়ক স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা আইন, যুক্তরাষ্ট্রের বিদেশি এজেন্ট নিবন্ধন আইন (এফএআরএ) এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের বিভিন্ন নিয়মের উদাহরণ দিয়ে সরকার দাবি করেছে, বিদেশি অর্থ ও প্রভাবের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা বাড়ানো বর্তমানে বহু গণতান্ত্রিক দেশের নীতি।

সরকারের মতে, কানাডা ২০২৪ সালে বিদেশি প্রভাব সংক্রান্ত আইন কার্যকর করেছে। অন্যদিকে, যুক্তরাষ্ট্র ২০২৫ সালে ৮৭ বছরের পুরনো এফএআরএ আইন আরও কঠোরভাবে প্রয়োগের দিকে এগিয়েছে। ব্রিটেনেও বিদেশি প্রভাব নিবন্ধন ব্যবস্থা চালু হয়েছে।

কেন্দ্রের বক্তব্য, ভারতের এফসিআরএ-ও একই ধরনের আন্তর্জাতিক কাঠামোর অংশ। গণতান্ত্রিক দেশগুলিতে বিদেশি অর্থ, নির্দেশনা বা প্রাতিষ্ঠানিক সম্পর্ক যদি দেশের অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করতে পারে, তাহলে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা জরুরি।

সরকার বলেছে, বিদেশি অর্থের উৎস, ব্যবহার এবং সম্পর্কের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা বজায় রাখা আধুনিক গণতন্ত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। গোপনীয়তা বা নিয়ম ভঙ্গের ক্ষেত্রে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়ার ব্যবস্থাও থাকা প্রয়োজন।

## নিহত ৮, আহত বহু

● প্রথম পাতার পর

একের পর এক গুলির শব্দ শোনা যায়, যার ফলে পড়ুয়া ও শিক্ষকদের মধ্যে তীব্র আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।

পুলিশের প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, অভিযুক্ত একজন ১৪ বছরের ছাত্র। সে দীর্ঘদিন ধরে তার দাদু-দিদার সঙ্গে থাকত। স্কুলে হামলার আগে নিজের বাড়িতেই দাদু-দিদাকে গুলি করে হত্যা করেছে বলে তদন্তকারীদের প্রাথমিক ধারণা।

ঘটনাস্থল থেকে একটি আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার হয়েছে, যা প্রাথমিকভাবে অভিযুক্তের দাদুর নামে নিবন্ধিত বলে জানা গিয়েছে। এছাড়া অভিযুক্তের ব্যাগ থেকে বিপুল পরিমাণ গুলিও উদ্ধার করেছে পুলিশ।

তদন্তে আরও উঠে এসেছে, হামলার আগে অভিযুক্ত নিজের কম্পিউটারে যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন স্কুলে সংঘটিত বন্দুক হামলার ঘটনা নিয়ে খোঁজখবর ও বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করেছিল। সেই তথ্যও তদন্তে গুরুত্বপূর্ণ সূত্র হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে।

থাই প্রধানমন্ত্রী অনুতিন চার্নভিরাকুল ঘটনাস্থল পরিদর্শনের পর জানান, অতিরিক্ত পড়াশোনার চাপ এবং পরিবারের কঠোর শাসন এই হামলার অন্যতম কারণ হতে পারে। তাঁর দাবি, অভিযুক্তের দাদু-দিদা পড়াশোনার বিষয়ে অত্যন্ত কঠোর ছিলেন।

অভিযুক্তের এক বন্ধুও জানিয়েছে, সম্প্রতি সে প্রবল মানসিক চাপে ছিল এবং হামলার জন্য আগেভাগেই পরিকল্পনা করেছিল। এমনকি ব্যবহৃত বন্দুকের ছবিও সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট করেছিল বলে জানা গেছে।

ঘটনার পর থাই সরকার আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ন্ত্রণ আরও কঠোর করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী স্পষ্ট জানিয়েছেন, সরকারি দায়িত্ব পালন ছাড়া সাধারণ মানুষের প্রকাশ্য স্থানে আগ্নেয়াস্ত্র বহন করা যাবে না। পাশাপাশি অস্ত্রের মালিকানা ও ব্যবহার নিয়ে নজরদারি আরও বাড়ানো হবে।

এই মর্মান্তিক ঘটনার পর গোটা থাইল্যান্ডে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। আহতদের বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে এবং তাঁদের চিকিৎসা চলছে। ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত শুরু করেছে থাই পুলিশ।

## মোদির

● প্রথম পাতার পর

সাংসদদের সংসদের ইতিহাস পড়ে জানার এবং সংসদীয় বিতর্কে আরও সক্রিয়ভাবে অংশ নেওয়ার আহ্বান জানান। তাঁর মতে, সংসদ দেশের গণতন্ত্রের মন্দির এবং সেখানে প্রতিটি সাংসদের উচিত নিজের কেন্দ্রের মানুষের কণ্ঠস্বর তুলে ধরা। একই সঙ্গে নিজের রাজনৈতিক জীবনের অভিজ্ঞতা ভাগ করে নিয়ে প্রধানমন্ত্রী সাংসদদের বিরোধী দলের সদস্যদের সঙ্গেও সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখার পরামর্শ দেন। তিনি বলেন, দিল্লির রাজনৈতিক বয়ানের জালে আটকে পড়বেন না।

উল্লেখ্য, এর আগের দিন বৃহস্পতিবারও প্রধানমন্ত্রী মোদি তাঁর সরকারি বাসভবনে বিজেপির ৩৭ জন সাংসদকে নিয়ে একটি নৈশভোজ বৈঠক করেছিলেন। বর্ষাকালীন অধিবেশন চলাকালীন সাংসদদের সঙ্গে ধারাবাহিকভাবে যোগাযোগ বজায় রাখা, সংসদীয় কৌশল নিয়ে আলোচনা এবং এনডিএ-র শরিকদের মধ্যে সমন্বয় আরও শক্তিশালী করতেই এই বৈঠকগুলির আয়োজন করা হচ্ছে বলে রাজনৈতিক মহলের ধারণা।

## বিক্ষোভ

● প্রথম পাতার পর

প্রবীর চক্রবর্তী জানান, এই দাবিগুলি পূরণ না হলে দলমত নির্বিশেষে সাধারণ মানুষকে সঙ্গে নিয়ে আগামী দিনে বৃহত্তর গণআন্দোলন গড়ে তোলা হবে। পাশাপাশি বিদ্যুৎ নিগমে কর্মরত চুক্তিভিত্তিক ও অন্যান্য কর্মীদের স্বার্থরক্ষার দাবিও আন্দোলনের অন্যতম বিষয় হবে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

## উত্তাল সংসদ

● প্রথম পাতার পর

ভিত্তিতে সরকারের পদক্ষেপের বিবৃতি পেশ করেন।গোবিন্দভাই লালজিভাই ধোলাকিয়া ও সতীশ পুনিয়া শ্রম, বস্ত্র ও দক্ষতা উন্নয়ন সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটির পক্ষ থেকে সেন্ট্রাল সিল্ক বোর্ডের প্রকল্প এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রক ও দক্ষতা উন্নয়ন মন্ত্রকের অনুদানের দাবি সংক্রান্ত সরকারের গৃহীত পদক্ষেপের বিবৃতি পেশ করেন। মায়াঙ্ককুমার নায়ক ডাক বিভাগের অধীন রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলিতে ওবিসি প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার ব্যবস্থা সংক্রান্ত অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির কল্যাণ কমিটির দশম রিপোর্ট পেশ করেন।

ভূপতি রাজু শ্রীনিবাস বর্মা গ্রামীণ উন্নয়ন, কৃষি ও কৃষক কল্যাণ, ইস্পাত এবং ভারী শিল্প মন্ত্রকের সঙ্গে সম্পর্কিত বিভিন্ন স্থায়ী কমিটির সুপারিশ বাস্তবায়নের অগ্রগতি সংক্রান্ত বিবৃতি দেন।

এছাড়াও, এল মুরুগন সেন্ট্রাল সিল্ক বোর্ডে একজন সদস্য নির্বাচনের প্রস্তাব আনেন। প্রতাপ রাও যাদব ন্যাশনাল অ্যাসিস্টেড রিপ্রোডাকটিভ টেকনোলজি অ্যান্ড সারোগেসি বোর্ডে একজন মহিলা সদস্য নির্বাচনের প্রস্তাব পেশ করেন।

চিরাগ পাসোয়ান ন্যাশনাল ইনস্টিটিউটস অব ফুড টেকনোলজি, এন্টারপ্রেনারশিপ অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট কাউন্সিলে শূন্য পদ পূরণের জন্য একজন সদস্য নির্বাচনের প্রস্তাব আনেন। এল মুরুগন রাজ্যসভার ২৭১তম অধিবেশনের বাকি সময়ের সরকারি কাজের তালিকা সম্পর্কেও বিবৃতি দেন।

## জিরানীয়া মহকুমায় সহায়ক মূল্যে ৭৯৭.৭১৯ মেট্রিক টন ধান ক্রয়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ আগস্ট: সম্প্রতি খাদ্য ও জনসংভরণ দপ্তরের উদ্যোগে এবং কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তরের সহযোগিতায় জিরানীয়া মহকুমার মাধববাড়ি খাদ্য গুদামে সহায়ক মূল্যে ধান ক্রয় কর্মসূচি সম্পন্ন হয়েছে। এই কর্মসূচির মাধ্যমে মহকুমার মোট ৪৩৩ জন কৃষকের কাছ থেকে ৭৯৭.৭১৯ মেট্রিক টন ধান ক্রয় করা হয়। প্রতি কুইন্টাল ধানের মূল্য ২ হাজার ৩৬৯ টাকা নির্ধারণ করে কৃষকদের কাছ থেকে ধান সংগ্রহ করা হয়েছে।জিরানীয়া কৃষি মহকুমার কৃষি তত্ত্বাবধায়ক সোমেন কুমার দাস এই তথ্য জানিয়েছেন। তিনি জানান, সহায়ক মূল্যে ধান ক্রয়ের ফলে কৃষকরা তাঁদের উৎপাদিত ধানের ন্যায্য মূল্য পাওয়ার পাশাপাশি কৃষকদের আয় সুরক্ষিত করার ক্ষেত্রেও এই উদ্যোগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

**PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: e-PT-26/EE/RD/KGT/ DIV 2026-27 Dated 07/08/2026.**

On behalf of the Governor of Tripura, The Executive Engineer, R D Kumarghat Division, Kumarghat, Unakoti Tripura invites Percentage rate e- tender on double bid system from the eligible bidders up to 3.00 P.M on 14/08/2026 for below 10.00 Crore each work. For details visit website https:/ tripuratenders.gov.in/ eprocure.gov.in and may contact at ph. No.9612590474 (M)/ e- mail- een1kgt@gmail.com. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

**ICA/C-1501/26**

**Executive Engineer**
**RD Kumarghat Division**
**Kumarghat, Unakoti, District**

**PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 12/EE/SNM/PWD/ 2026-27, Dt: 06-08-2026**

The Executive Engineer, Sonamura Division, PWD(R&B), Sonamura, Sepahijala, Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' 'percentage rate e-tender' up to 3.00 P.M. on 13/08/2026 for the following work:

| Sl No. | Name of Work (DNIeT No) | Estimated Cost | Earnest Money | Time for Completion |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21/EE/PWD(R&B)/ 2026-27 | 24,13,666.00 | 48,273.00 | 60 Days |
| 2 | 22/EE/PWD(R&B)/ 2026-27 | 23,77,446.00 | 47,549.00 | 60 Days |
| 3 | 23/EE/PWD(R&B)/ 2026-27 | 23,78,467.00 | 47,569.00 | 60 Days |
| 4 | 24/EE/PWD(R&B)/ 2026-27 | 23,78,568.00 | 47,571.00 | 60 Days |
| 5 | 25/EE/PWD(R&B)/ 2026-27 | 24,25,148.00 | 48,503.00 | 60 Days |

For more tender details please visit the websites: https:// tripuratenders.gov.in

**ICA/C-1506/26**

**(Er. Dhananjoy Debbarma)**
**Executive Engineer**
**Sonamura Division, PWD(R&B)**
**Sonamura, Sepahijala, Tripura**

## হতচকিত শিক্ষিকা

● প্রথম পাতার পর

গাছে কুঠার চালান বলে অভিযোগ। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই সবুজে ঘেরা স্কুল পরিণত হয় প্রায় উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে। গাছ কাটার এই দৃশ্য দেখেই আবেগাপ্লুত হয়ে পড়ে তৃতীয় শ্রেণির ছাত্রী পূরুবী দাস।

সে তার শিক্ষিকাকে প্রশ্ন করে বসে 'ম্যাম, সব গাছ কেটে ফেললে আমরা নিঃশ্বাস নেব কীভাবে?' একটি নিষ্পাপ কণ্ঠের এই প্রশ্নই যেন উপস্থিত সকলকে নীরব করে দেয়। যে প্রশ্নের উত্তর হয়তো বইয়ে লেখা নেই, কিন্তু বাস্তবতার সামনে দাঁড়িয়ে তা আরও গভীর হয়ে ওঠে।

এ প্রসঙ্গে স্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষিকা মৌসুমী ঘোষ পাল জানান, তিনি কখনও সমস্ত গাছ কাটার কথা বলেননি। তাঁর দাবি, স্কুলের নিরাপত্তার স্বার্থে মাত্র দুটি ঝুঁকিপূর্ণ গাছ অপসারণ এবং কয়েকটি গাছের ডাল ছেঁটে দেওয়ার কথা বলা হয়েছিল।

শিক্ষিকার কথায়, 'আমি সব গাছ কাটার কথা বলিনি। আমি শুধু দুটি বিপজ্জনক গাছ কাটার এবং কয়েকটি গাছের ডাল ছাঁটার কথা বলেছিলাম। কিন্তু এসে প্রায় সব গাছই কেটে ফেলা হয়েছে।'

অন্যদিকে বিষয়টি নিয়ে মহকুমা শাসকের সঙ্গে মোবাইল ফোনে যোগাযোগ করা হলে তিনি ভিন্ন বক্তব্য দেন। তাঁর দাবি, কাউন্সিলরের পক্ষ থেকে রিকুইজিশন লেটার পাওয়ার পর বনদপ্তরের সঙ্গে আলোচনা করেই গাছ কাটার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। তিনি আরও জানান, সেখানে কোনো নতুন ভবন নির্মাণের পরিকল্পনা নেই এবং কোন কোন গাছ কাটা হবে, তার চিহ্নিতকরণও সংশ্লিষ্ট কাউন্সিলরের পক্ষ থেকেই করা হয়েছিল।এই ঘটনাকে ঘিরে এখন এলাকায় নানা প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। পরিবেশপ্রেমীদের একাংশের বক্তব্য, ঝুঁকিপূর্ণ গাছ অপসারণের প্রয়োজন থাকলেও নির্বিচারে সবুজ ধ্বংস কোনোভাবেই সমর্থনযোগ্য নয়। একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিবেশ শুধু সৌন্দর্যের জন্য নয়, শিক্ষার্থীদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশের সঙ্গেও ওতপ্রোতভাবে জড়িত।দেশজুড়ে যখন 'এক পেড় মা কে নাম' কর্মসূচির মাধ্যমে প্রত্যেককে অন্তত একটি গাছ লাগানোর আহ্বান জানানো হচ্ছে, তখন বিলোনিয়ার একটি স্কুলে একসঙ্গে এতগুলো গাছ কেটে ফেলার ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে পরিবেশ সংরক্ষণ নিয়ে প্রশাসনের অবস্থান নিয়ে।এলাকাবাসীর প্রশ্ন, উন্নয়নের নামে বা নিরাপত্তার অজুহাতে যদি এভাবেই সবুজ হারিয়ে যায়, তবে আগামী প্রজন্মকে আমরা কী উপহার দেব? অক্সিজেনের অভাব, নাকি কংক্রিটের প্রাচীর? হয়তো তৃতীয় শ্রেণির ছোট্ট পূরুবী দাস বইয়ের বাইরে দাঁড়িয়েই পরিবেশ রক্ষার সবচেয়ে বড় শিক্ষা দিয়ে দিল। গাছ কাটা শেষ হয়েছে, কিন্তু তার সেই নিষ্পাপ প্রশ্ন বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে 'সব গাছ কেটে ফেললে আমরা নিঃশ্বাস নেব কীভাবে?'

## ৫ সেপ্টেম্বরঃ সিইও

● প্রথম পাতার পর

ভোটারদের সুবিধার্থে তিনি স্পষ্ট করেন যে, বাড়ি বাড়ি সমীক্ষার সময় কোনো নথিপত্র সংগ্রহ করা হবে না। শুধুমাত্র এনুমারেশন ফর্ম পূরণ করা হবে। প্রতিটি বাড়িতে অন্তত তিনবার যাওয়ার জন্য বিএলও-দের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যাতে কোনো যোগ্য ভোটার তালিকার বাইরে না থাকেন। ভোটাররা চাইলে অনলাইন পোর্টাল অথবা ইসিআইনেট অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমেও এনুমারেশন ফর্ম পূরণ ও জমা দিতে পারবেন। প্রয়োজন হলে খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশের পর সংশ্লিষ্ট ইলেক্টোরাল রেজিস্ট্রেশন অফিসার প্রয়োজনীয় নথি জমা দেওয়ার জন্য নোটিশ জারি করবেন।

তিনি আরও জানান, ২১ অক্টোবর খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হবে। এই তালিকা নির্ধারিত স্থানের পাশাপাশি নির্বাচন দপ্তরের সরকারি ওয়েবসাইটেও প্রকাশ করা হবে এবং স্বীকৃত রাজনৈতিক দলগুলিকেও এর কপি সরবরাহ করা হবে। এরপর ২১ অক্টোবর থেকে ২০ নভেম্বর পর্যন্ত সাধারণ মানুষ নাম অন্তর্ভুক্তি, সংশোধন বা বর্জন সংক্রান্ত দাবি ও আপত্তি জানাতে পারবেন। এসব আবেদন নিষ্পত্তির কাজ চলবে ১৯ ডিসেম্বর পর্যন্ত এবং সব প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পর ২৩ ডিসেম্বর, ২০২৬ চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হবে।

রাজ্যের বর্তমান ভোটার পরিসংখ্যান তুলে ধরে মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক জানান, বর্তমানে ত্রিপুরার ৬০টি বিধানসভা কেন্দ্রে মোট ভোটারের সংখ্যা প্রায় ২৮ লক্ষ ৯৭ হাজার। এর মধ্যে ১৪ লক্ষ ৫২ হাজার পুরুষ এবং ১৪ লক্ষ ৪৫ হাজার মহিলা ভোটার রয়েছেন। এই বিশাল কর্মসূচি সফলভাবে পরিচালনার জন্য রাজ্যের ৩ হাজার ৩৫৬টি ভোটকেন্দ্রে ৩ হাজার ৩৫৬ জন বুথ লেভেল অফিসার এবং ৩৭৫ জন বিএলও সুপারভাইজার নিয়োজিত থাকবেন। ভোটারদের তথ্য যাচাইয়ের সুবিধার্থে ২০০৫ সালের বিশেষ ভোটার তালিকাও মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে।

মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক আরও জানান, এই কর্মসূচি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে জেলা নির্বাচন আধিকারিক, ইলেক্টোরাল রেজিস্ট্রেশন অফিসার, সহকারি ইলেক্টোরাল রেজিস্ট্রেশন অফিসার, বুথ লেভেল অফিসার, রাজনৈতিক দল এবং বুথ লেভেল এজেন্টদের প্রশিক্ষণ ইতিমধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে। পাশাপাশি রাজ্য, জেলা ও মহকুমা স্তরে রাজনৈতিক দলগুলির সঙ্গে ধারাবাহিক বৈঠকের মাধ্যমে পুরো প্রক্রিয়া সম্পর্কে বিস্তারিত অবহিত করা হয়েছে।

মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক আরও জানান, এই সংশোধন প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা বজায় রাখতে সব ধরনের প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। ইলেক্টোরাল রেজিস্ট্রেশন অফিসারের সিদ্ধান্তে কেউ অসন্তুষ্ট হলে প্রথমে জেলা নির্বাচন আধিকারিক -এর কাছে এবং পরবর্তীতে মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের কাছে আপিল করার সুযোগ থাকবে। ভোটারদের দ্রুত তথ্য ও সহায়তা প্রদানের জন্য প্রতিটি জেলা ও মহকুমা স্তরে হেল্প ডেস্ক চালু করা হবে। এছাড়া জেলা ও রাজ্য স্তরে টোল-ফ্রি নম্বরও চালু থাকবে।সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি রাজ্যের রাজনৈতিক দল, গণমাধ্যম, নাগরিক সমাজ এবং সাধারণ মানুষের কাছে এই বৃহৎ কর্মসূচি সফল করতে সক্রিয় সহযোগিতার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, একটি নির্ভুল ও বিশ্বাসযোগ্য ভোটার তালিকাই অবাধ, সুষ্ঠু ও স্বচ্ছ নির্বাচনের মূল ভিত্তি। তাই কোনো ধরনের গুজব বা বিভ্রান্তিকর তথ্যে বিশ্বাস না করে নির্বাচন কমিশনের সরকারি ওয়েবসাইট ও অফিসিয়াল সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম থেকে তথ্য অনুসরণের পাশাপাশি এই বিশেষ সংশোধন কর্মসূচিতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, কোনো যোগ্য ভোটার যেন বাদ না পড়েন এবং কোনো অযোগ্য ব্যক্তি যেন ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত না থাকেন-এই লক্ষ্য নিয়েই এসআইআর-২০২৬ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হবে। সাংবাদিক সম্মেলনে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক উষা জেন মগ, উপ-মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক সুমন বনিক।

**PNIET No.: 07/EE/UDP-DIVN/UDP/2026-27, Dated. 03.08.2026**

The Executive Engineer, PWD(R&B), Udaipur Division, Udaipur Gomati District Tripura on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage/ item rate e-tender in single bid tendering system from the Central & State Public Sector undertaking/Enterprise and eligible Contractors/Firms/Private Ltd. Firm/ Agencies of Appropriate Class & Category registered with any wing of State(s) PWD/CPWD /MES / Railway for the following work through e-procurement portal:-

| Sl. No. | DNIT No. | Estimate Cost | Earnest Money | Time for Completion | Last Date & time for document downloading & bidding | Time & Date of opening of Bid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DNIT No.: 17/NIT/SE-III/R/2026-27 | ₹ 1,20,51,744.00 | ₹2,41,035.00 | 210 Days | Up to 03.00 PM on 11.08.2026 | At 04.00 PM on 11.08.2026, if Possible. |
| | DNIT No.: 18/NIT/SE-III/R/2026-27 | ₹ 1,38,93,672.00 | ₹2,77,873.00 | 210 Days | | |
| | DNIT No.: 20/NIT/SE-III/R/2026-27 | ₹ 1,13,29,912.00 | ₹2,26,598.00 | 210 Days | | |
| | DNIT No.: 13/DNIT/EE/PWD/UDP/B/2026-27 | ₹ 23,93,341.00 | ₹47,867.00 | 180 Days | | |

All the above mentioned online activity should be done in the e-procurement portal http://tripuratenders.gov.in. Bid Fee of 4000.00 only for Sl No.01 to 03 & 1000.00 only for Sl No.04 (Non Refundable).
Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

**ICA/C-1511/26**

**(Er. H. Majumder)**
**Executive Engineer**
**PWD(R&B), Udaipur Division**
**Gomati District, Tripura.**

**ত্রিপুরা সরকার**
**প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তর**
**পন্ডিত নেহেরু কমপ্লেক্স, গোর্খাবস্তি, আগরতলা**
**Email- ardd.tripura@gmail.com**

২০২৬-২৭ ইং শিক্ষাবর্ষে B.V.Sc. & A. H. ((5 1/2 বছরের) পাঠ্যক্রমে, ত্রিপুরা বোর্ড অফ জয়েন্ট এন্ট্রান্স এগজামিনেশনের (২০২৬ ইং) পি. সি. বি গ্রুপের নির্বাচিত ছাত্র-ছাত্রীদের দ্বিতীয় কাউন্সেলিং (অফলাইন) দ্বারা নিম্নলিখিত কলেজগুলিতে ভর্তির জন্য আসন বণ্টন করা হবে।

| Sl. No | Name of the Institutions | Category wise vacancy position for 2nd Counselling (offline) | | | | Total Vacancy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | UR | ST | SC | OBC | |
| 1 | College of Veterinary Sciences & A.H.– R.K. Nagar– Tripura | 15 | 10 | 03 | 0 | 28 |
| 2 | College of Veterinary Sciences & A.H.– Selesih, Mizoram | 03 | 01 | 02 | 03 | 09 |
| 3 | College of Veterinary Sciences & A.H.– Jalukie, Nagaland | 02 | 01 | 00 | 01 | 04 |
| | Total | 20 | 12 | 05 | 04 | 41 |

এক্ষেত্রে সমস্ত ইচ্ছুক ছাত্র-ছাত্রীদেরকে নিজ নিজ Original documents যথা ১) বয়সের প্রমানপত্র হিসাবে Madhyamik Admit card বা Birth Certificate, ২) TJEE 2026 ইং এর Admit card এবং Merit Position ৩)H.S.+2 Stage মার্কশীট ৪) PRTC ৫) SC/ST সংরক্ষণের প্রমাণপত্র ৬) দুই কপি পাসপোর্ট সাইজের ফটো ৭) আধার কার্ড ৮) রেশন কার্ড ৯) TBJEE চয়েস ফিলিং লিস্ট অথবা উচ্চশিক্ষা অধিকর্তা (Director of Higher Education) কর্তৃক প্রদত্ত অনুমতিপত্র সহ আগামী ১১ আগস্ট, ২০২৬ইং (মঙ্গলবার) সকাল ১১.০০ ঘটিকায় দ্বিতীয় কাউন্সেলিং (অফলাইন) এর জন্য প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের অধিকর্তা কার্যালয়ের কনফারেন্স হল, পি এন কমপ্লেক্স, গোর্খাবস্তী, আগরতলাতে উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

TJEE 2026-এর PCB মেধাতালিকায় (Rank) বৈধ স্থানপ্রাপ্ত কিন্তু এখনও ভর্তির প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ/ভর্তির সুযোগ গ্রহণ করেননি এমন সকল প্রার্থীকে নির্ধারিত তারিখ ও সময়ের সংশ্লিষ্ট স্থানে উপস্থিত থাকার জন্য নির্দেশক্রমে অবহিত করা হয়েছে।

ভর্তির ন্যূনতম যোগ্যতা:- পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা, জীববিদ্যা এবং ইংরেজীতে তপশিলী উপজাতি/ তপশিলী জাতি সংরক্ষিত আসনের ক্ষেত্রে ৪৭.৫% নম্বর এবং অসংরক্ষিত আসনের ক্ষেত্রে ৫০% নম্বর সহ উচ্চ মাধ্যমিক (H.S.+2 Stage এর) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে।

**বি:দ্র:-**

* উল্লেখিত কাউন্সেলিং এর নির্ধারিত সময়ে সকল ছাত্র-ছাত্রীদেরকে অবশ্যই উপস্থিত থাকতে হবে। ছাত্র-ছাত্রীদের নির্ধারিত সময়ে অনুপস্থিতির কারনে মেরিট লিস্ট অনুযায়ী পরবর্তী ছাত্র-ছাত্রীদেরকে আসন বণ্টন করা হলে কর্তৃপক্ষ দায়ী থাকবে না।

২ বিভিন্ন কলেজে কাউন্সেলিং এর মাধ্যমে নির্বাচিত ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি ও Surrender এর নিরিখে উল্লেখিত আসন সংখ্যার পরিবর্তন হতে পারে।

**ICA/D-730/26**

**Sd/- (Dr. N. K. Chanchal, IFS)**
**Director**
**Animal Resources Development Dept.**

## বামপন্থী সংগঠনের

● প্রথম পাতার পর

হয়েছে। তাঁর বক্তব্য, এবারের আহ্বান 'বিজেপি ভারত ছাড়ো'। শ্রমিক, কৃষক ও কৃষি শ্রমিকদের জীবিকা ও অধিকার ধারাবাহিকভাবে আক্রমণের মুখে পড়েছে।

সংগঠনগুলির পক্ষ থেকে জানানো হয়, প্রতি বছর ৯ আগস্ট 'ভারত ছাড়ো' দিবস উপলক্ষে কর্মসূচি পালন করা হলেও, এ বছর ৯ আগস্ট রবিবার হওয়ায় কর্মসূচি ১০ আগস্ট অনুষ্ঠিত হবে।

তিনি আরও জানান, রাজ্যের ২১টি স্থানে বিক্ষোভ ও সমাবেশের আয়োজন করা হবে। এর মধ্যে আগরতলায় হবে কেন্দ্রীয় কর্মসূচি। সিটুর রাজ্য সাধারণ সম্পাদক শঙ্কর প্রসাদ দত্ত আশা প্রকাশ করেন, রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে বিপুল সংখ্যক মানুষ এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করবেন।

সংগঠনগুলির পক্ষ থেকে ১১ দফা দাবি উত্থাপন করা হয়েছে। দাবিগুলির মধ্যে রয়েছে চারটি শ্রম আইন (লেবার কোড) প্রত্যাহার, এমজিএনআরইজিএ - এর আওতায় বছরে ২০০ দিনের কাজ ও দৈনিক ৭০০ টাকা মজুরি, টিডব্লিউইপি প্রকল্পে নিয়মিত কর্মসংস্থান, পেট্রোল, ডিজেল, এলপিজি ও নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্য হ্রাস।

এছাড়া কৃষিপণ্যের জন্য সি২৫০ শতাংশ সূত্রে ন্যূনতম সহায়ক মূল্য (এমএসপি) নিশ্চিত করা, ত্রিপুরা ট্রাইবাল এরিয়াস অটোনোমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল (টিটিএএডিসি)-কে শক্তিশালী করতে ১২৫তম সংবিধান সংশোধনী বিল পাস, দরিদ্র পরিবারের জন্য সরকারি আবাসন, ক্ষতিগ্রস্ত সড়ক সংস্কার, বিদ্যুতের বর্ধিত শুল্ক প্রত্যাহার এবং স্মার্ট মিটার বাতিলের দাবিও জানানো হয়েছে।

সাংবাদিক সম্মেলনে পবিত্র কর কেন্দ্রের শ্রম সংস্কার নীতির সমালোচনা করে অভিযোগ করেন, কৃষক ও গ্রামীণ শ্রমজীবী মানুষের অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা এখনও কাটেনি।

## অবরোধ

● প্রথম পাতার পর

বৃহত্তর আন্দোলনের কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে।ঘটনাকে কেন্দ্র করে মনুঘাট এলাকায় কয়েক ঘণ্টা উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতির সৃষ্টি হলেও প্রশাসনের হস্তক্ষেপে শেষ পর্যন্ত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। তবে বিদ্যুৎ বিল এবং স্মার্ট মিটার ইস্যুতে সাধারণ মানুষের ক্ষোভ যে ক্রমশ বাড়ছে, এদিনের বিক্ষোভে তা আবারও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

এদিকে, ত্রিপুরায় একদিকে ঘন ঘন বিদ্যুৎ বিভ্রাটে নাজেহাল সাধারণ মানুষ, অন্যদিকে অস্বাভাবিক বিদ্যুৎ বিল নিয়ে বাড়ছে ভোক্তাদের উদ্বেগ। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে অতিরিক্ত বিদ্যুৎ বিলের অভিযোগ সামনে আসছে। এরই মধ্যে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার সেকেরকোট এলাকার এক বিদ্যুৎ গ্রাহকের অভিযোগ নতুন করে প্রশ্নের মুখে ফেলেছে বিদ্যুৎ দপ্তরের বিলিং ব্যবস্থা।অভিযোগ, সেকেরকোট এলাকার বাসিন্দা রাজু দেবনাথের বাড়িতে এখনও স্মার্ট মিটার বসানো হয়নি। অথচ যে বিদ্যুৎ বিল সাধারণত এক হাজার টাকার আশেপাশে আসত, তা হঠাৎ করেই বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৮ হাজার ৮৮৮ টাকা।

ভোক্তার দাবি, স্মার্ট মিটার বসানোর বিষয়ে আপত্তি জানানোর পর থেকেই অস্বাভাবিক পরিমাণ বিল আসতে শুরু করেছে। বিষয়টি নিয়ে তিনি অফিসটিলা বিদ্যুৎ দপ্তরে গত ১০ থেকে ১২ দিন ধরে একাধিকবার যোগাযোগ করলেও সমস্যার কোনো সমাধান মেলেনি।

রাজু দেবনাথের অভিযোগ, বিদ্যুৎ দপ্তরের কর্মীরা তার বক্তব্য গুরুত্ব দিয়ে শোনেননি। বরং জানিয়ে দিয়েছেন, এই বিল পরিশোধ করতেই হবে এবং এ বিষয়ে তাদের কিছু করার নেই। ফলে তিনি চরম আর্থিক ও মানসিক চাপে রয়েছেন।শুধু রাজু দেবনাথই নন, সাম্প্রতিক সময়ে রাজ্যের বিভিন্ন এলাকা থেকে এক মাসে ৯ হাজার, ১০ হাজার এমনকি তারও বেশি অঙ্কের বিদ্যুৎ বিল আসার অভিযোগ উঠেছে। অনেক ভোক্তার দাবি, তাদের স্বাভাবিক বিদ্যুৎ ব্যবহারের সঙ্গে বিলের পরিমাণের কোনো মিল নেই। অভিযোগ, বিদ্যুৎ দপ্তরে বারবার যোগাযোগ করেও সন্তোষজনক ব্যাখ্যা বা সমাধান পাচ্ছেন না তারা।এই পরিস্থিতিতে বিদ্যুৎ বিলের স্বচ্ছতা, বিলিং ব্যবস্থার নির্ভুলতা এবং ভোক্তাদের অভিযোগ নিষ্পত্তির প্রক্রিয়া নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। সাধারণ মানুষের দাবি, অস্বাভাবিক বিদ্যুৎ বিলের অভিযোগগুলি গুরুত্ব সহকারে তদন্ত করে প্রকৃত কারণ উদঘাটন এবং দ্রুত সমাধানের উদ্যোগ গ্রহণ করুক সংশ্লিষ্ট দপ্তর। বিদ্যুৎ বিল বিভ্রাট এবং ঘন ঘন বিদ্যুৎ পরিষেবা ব্যাহত হওয়ার জেরে রাজ্যের সাধারণ বিদ্যুৎ ভোক্তাদের মধ্যে ক্ষোভ ও উৎকণ্ঠা ক্রমশ বাড়ছে।

## নিখোঁজ মা, মামলা

● প্রথম পাতার পর

এখনও পর্যন্ত তাঁর কোনো সন্ধান মেলেনি।

স্ত্রীর খোঁজ না পেয়ে রাজীব পাল কল্যাণপুর থানায় একটি নিখোঁজ ডায়েরি করেন। একই সঙ্গে তিনি প্রশাসনের কাছে দ্রুত তদন্ত করে তাঁর স্ত্রীর সন্ধান বের করার আবেদন জানিয়েছেন।

শুক্রবার সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন রাজীব পাল। তিনি জানান, চার বছরের ছোট সন্তানকে নিয়ে তিনি অত্যন্ত অসহায় অবস্থার মধ্যে রয়েছেন। সন্তানের ভবিষ্যতের কথা ভেবে তিনি উদ্বিগ্ন এবং দ্রুত স্ত্রীর সন্ধান পাওয়ার জন্য প্রশাসনের সহযোগিতা কামনা করেছেন।পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, নিখোঁজ ডায়েরির ভিত্তিতে ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। গৃহবধূর অবস্থান সম্পর্কে নিশ্চিত হতে বিভিন্ন দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে।তবে উল্লেখ্য, স্বামীর পরকীয়ার অভিযোগটি তাঁর ব্যক্তিগত দাবি। এ বিষয়ে পুলিশের পক্ষ থেকে এখনও পর্যন্ত কোনো আনুষ্ঠানিক নিশ্চিতকরণ বা বক্তব্য পাওয়া যায়নি। তদন্তের পরই প্রকৃত ঘটনা স্পষ্ট হবে।

## রাজ্যের অটল বিহারী বাজপেয়ী রিজিওন্যাল ক্যান্সার সেন্টারে উত্তর-পূর্বাঞ্চলে প্রথম সরকারিভাবে আধুনিক ভিএটিএস পদ্ধতিতে খাদ্যনালির জটিল অস্ত্রোপচার সম্পন্ন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ আগস্ট: রাজ্যের অটল বিহারী বাজপেয়ী রিজিওন্যাল ক্যান্সার সেন্টারে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে রাজ্যের বিশেষজ্ঞ ক্যান্সার চিকিৎসকদের তত্ত্বাবধানে ভিডিও-অ্যাসিস্টেড থোরাকোস্কোপিক সার্জারির মাধ্যমে খাদ্যনালীতে অস্ত্রোপচারের সুবিধা পেয়ে যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেলেন রোগী। ক্যান্সারের চিকিৎসায় উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে অবস্থান করছে রাজ্যের অটল বিহারী বাজপেয়ী রিজিওন্যাল ক্যান্সার সেন্টার। এখানে বিশেষজ্ঞ ক্যান্সার চিকিৎসকগণ সাফল্যের সাথে ক্যান্সার রোগের চিকিৎসার পাশাপাশি নিয়মিত জটিল অস্ত্রোপচারও করছেন। এখানে শুধুমাত্র রাজ্যেরই নয় উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য রাজ্য সহ পার্শবর্তী রাষ্ট্র থেকেও বহু ক্যান্সার রোগী এই হাসপাতালে এসে চিকিৎসা পরিষেবা গ্রহণ করে সুস্থ হয়েছেন। প্রতিদিনই এই হাসপাতালে চিকিৎসা পরিষেবা গ্রহণ করে উপকৃত হচ্ছেন নানা জটিল ক্যান্সার সমস্যায় আক্রান্ত রোগীরা। বর্তমানে বিশেষজ্ঞ ক্যান্সার চিকিৎসকরা জটিল থেকে জটিলতর ক্যান্সার রোগের চিকিৎসা প্রদান করছেন এবং সাফল্যের সাথে জটিল অস্ত্রোপচার সম্পন্ন করছেন।

সম্প্রতি রাজধানীর রামনগর এলাকার (৩৫) বৎসর বয়সী ক্যান্সার আক্রান্ত এক মহিলাকে হাসপাতালের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণ চিকিৎসা পরিষেবা প্রদান করে সুস্থ করে তুলেছেন। মহিলার খাদ্যনালীতে বিগত চার মাস যাবৎ নানা জটিল সমস্যায় ভুগছিলেন। তিনি কোনও খাবার খেতে পারতেন না, প্রতিনিয়ত খাদ্যনালিতে প্রচন্ড ব্যথা হতো। মহিলা গত ২ জুলাই ক্যান্সার হাসপাতালের বহির্বিভাগে চিকিৎসার জন্য আসেন, তখন বহির্বিভাগের চিকিৎসকরা মহিলার প্রাথমিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর হাসপাতালের সার্জারি ডিপার্টমেন্টের চিকিৎসকদের কাছে প্রেরণ করেন। সার্জারি ডিপার্টমেন্টের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণ মহিলার প্রয়োজনীয় স্ক্রিনিং করেন। আর এই স্ক্রিনিং এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষার রিপোর্টের ভিত্তিতেই চিকিৎসকগণ মহিলার খাদ্যনালীতে ক্যান্সারের উপস্থিতি সম্পর্কে নিশ্চিত হন। যা, অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে অপসারণ করা সম্ভব বলে জানান চিকিৎসকগণ। তখন ক্যান্সার হাসপাতালের বিশেষজ্ঞ ক্যান্সার সার্জনগণ মহিলার খাদ্যনালীতে অস্ত্রোপচারের কথা জানান। ক্যান্সার সার্জনগণ মহিলার এই অস্ত্রোপচারটি এসিস্টেড থোরাকোস্কোপিক সার্জারি বা ভিডিও-অ্যাসিস্টেড থোরাসিক সার্জারির মাধ্যমে করার সিদ্ধান্ত নেন। খাদ্যনালির এই অস্ত্রোপচার পরিষেবা সরকারিভাবে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মধ্যে একমাত্র রাজ্যের অটল বিহারী বাজপেয়ী রিজিওন্যাল ক্যান্সার সেন্টারেই চালু আছে।

এরপর মহিলাকে গত ২৭ জুলাই সার্জারি ডিপার্টমেন্টের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের তত্ত্বাবধানে ভর্তি করানো হয় এবং গত ২৯ জুলাই হাসপাতালের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের তত্ত্বাবধানে সাফল্যের সাথে মহিলার ভিডিও এসিস্টেড থোরাসিওস্কোপিক মাধ্যমে খাদ্যনালিতে অস্ত্রোপচার করেন। উল্লেখ্য, এসিস্টেড থোরাকোস্কোপিক খাদ্যনালী সার্জারি বা ভিডিও-অ্যাসিস্টেড থোরাসিক সার্জারি (ভিএটিএস) হল একটি আধুনিক ও কম কাটাছেঁড়ার মাধ্যমে অস্ত্রোপচার, যার মাধ্যমে খাদ্যনালীর সম্পূর্ণ বা আংশিক অংশ কেটে বাদ দেওয়া হয় বা সঠিক করা হয়। এই পদ্ধতিতে বুকে বড় ধরনের কোনো কাটা-ছেঁড়া ছাড়াই ছোট ছোট ছিদ্রের মাধ্যমে ক্যামেরা ও সরু যন্ত্র ঢুকিয়ে অস্ত্রোপচার করা হয়। তাছাড়া ওপেন পদ্ধতিতে এই অস্ত্রোপচারে প্রায় ১০ থেকে ১২ ঘন্টা সময় লাগতো, যেখানে আধুনিক ভিএটিএস মাধ্যমে এই অস্ত্রোপচারে সময় লাগে মাত্র ২ থেকে ৩ ঘন্টা মাত্র। এই উক্ত সফল অস্ত্রোপচারের পর মহিলাকে দু”দিন চিকিৎসকদের পর্যবেক্ষণে রাখা হয়। এরপর মহিলা সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠলে হাসপাতাল থেকে ছুটি দেওয়া হয়। রাজ্যের অটল বিহারী বাজপেয়ী রিজিওন্যাল ক্যান্সার সেন্টারের বিশেষজ্ঞ ক্যান্সার চিকিৎসকদের হাতে উন্নত চিকিৎসা পরিষেবা লাভ করে মহিলার পরিবার-পরিজনেরা সার্জনসহ সকল স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তর থেকে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

**বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ**

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

## জরুরী পরিষেবা



**হাসপাতাল : জিবি :** ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

## জিবিপি হাসপাতালে কার্ডিওলজি ডিপার্টমেন্টে আরও এক জন্মগত হৃদরোগীনির সফল ইন্টারভেনশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ আগস্ট: আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ (এজিএমসি) অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালের কার্ডিওলজি ডিপার্টমেন্টে রাজ্যের চিকিৎসা ইতিহাসে এক নতুন মাইলফলক স্থাপিত হয়েছে। কার্ডিওলজি ডিপার্টমেন্টে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা প্রথমবারের মতো একটি জটিল হৃদরোগের (হার্টে ছিদ্র) সফল চিকিৎসা সম্পন্ন করেছেন কোনও ওপেন হার্ট সার্জারি ছাড়াই। গোমতী জেলার, উদয়পুর রাজনগরের (৪৯) বৎসর বয়সী পূর্ণিমা ঘোষ দীর্ঘদিন ধরে হৃদরোগে আক্রান্ত ছিলেন। তিনি শ্বাসকষ্ট ও বারবার বুকে ব্যথার সমস্যায় ভুগছিলেন। গত ১৬ জুলাই পরিবারের লোকেরা তাকে জিবিপি হাসপাতালে নিয়ে আসেন। প্রথমে কার্ডিওলজি ডিপার্টমেন্টের বিভাগীয় প্রধান ও ইন্টারভেনশন্যাল কার্ডিওলজিস্ট ডাঃ অনিন্দ্য সুন্দর ত্রিবেদী রোগীর অবস্থা পর্যবেক্ষণ করেন এবং প্রাথমিক কতগুলি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার জন্য পরামর্শ দেন। এই পরীক্ষা-নিরীক্ষার রিপোর্টের ভিত্তিতে ডাঃ ত্রিবেদী মহিলার এট্রিয়াল সেপটাল ডিফেক্ট (এএসডি) নামে একটি জন্মগত হৃদরোগ চিহ্নিত করেন। এই ধরনের সমস্যায় হৃদপিণ্ডের উপরের দুটি প্রকোষ্ঠের (ডান ও বাম) এট্রিয়ামে মাঝের পর্দায় একটি ছিদ্র থাকে। ডাঃ ত্রিবেদী মহিলার হৃদপিণ্ডের এই সমস্যাটি ইন্টারভেনশনের সিদ্ধান্ত নেন। সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গত ৩১ জুলাই ডাঃ ত্রিবেদীর নেতৃত্বে গঠিত একটি মেডিক্যাল টিম ওপেন সার্জারি ছাড়াই রক্তনালীর মাধ্যমে অত্যন্ত জটিল এই চিকিৎসা সফলভাবে সম্পন্ন করেন। প্রায় দুই ঘণ্টাব্যাপী চলা এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে রোগীর হৃদযন্ত্রের ছিদ্র সফলভাবে বন্ধ করা হয়। ফলে পূর্ণিমা ঘোষ সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠে এবং তার শ্বাসকষ্ট ও বুকে সংক্রমণের সমস্যা দূর হয়। এরপর তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠলে গত ৫ আগস্ট মহিলাকে হাসপাতাল থেকে ছুটি দিয়ে দেওয়া হয়।

এই সফল চিকিৎসা কার্যক্রমে ডাঃ অনিন্দ্য সুন্দর ত্রিবেদীর সাথে সহযোগিতায় ছিলেন কার্ডিওলজিস্ট ডাঃ রাকেশ দাস এবং ডাঃ মান্না ভট্টাচার্য। অ্যানেস্থেসিয়া টিমে ছিলেন কনসালট্যান্ট কার্ডিয়াক অ্যানেস্থেসিওলজিস্ট ডাঃ রিমঝিম চাকমা এবং কনসালট্যান্ট অ্যানেস্থেটিস্ট ডাঃ মনিময় দেববর্মা।

এছাড়াও এই চিকিৎসা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেন কার্ডিওলজিস্ট ডাঃ সম্রাট দাস, ডাঃ অ্যারিস্টল ত্রিপুরা, ডাঃ খামিলি দেববর্মা এবং ডাঃ দেবাশিস রিয়াং। ইকো টেকনিশিয়ান ছিলেন কিষাণ রায়, ক্যাথল্যাব ও টেকনিক্যাল টিমে ছিলেন নার্সিং অফিসার দেবব্রত দেবনাথ, প্রাণকৃষ্ণ দেব, মানস দত্ত, তিতিক্ষা মজুমদার এবং টেকনিশিয়ান সঞ্জয় ঘোষ ও অরিজিৎ পাল সহ অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীরা।

উল্লেখ্য, এই ধরনের চিকিৎসা কোনও বেসরকারি হাসপাতালে সাধারণত ৪ থেকে ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ব্যয় হতে পারে। কিন্তু এজিএমসি অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালে আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের আওতায় রোগীর সকল পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং চিকিৎসা ও সম্পূর্ণ বিনামূল্যে সম্পন্ন হয়েছে। জিবিপি হাসপাতালের আধুনিক চিকিৎসা পরিকাঠামো, উন্নত ক্যাথল্যাব সুবিধা, বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের দক্ষতা এবং রাজ্য সরকারের জনমুখী স্বাস্থ্য পরিষেবা কর্মসূচির ফলে সাধারণ মানুষ সরকারি হাসপাতালেই বিশ্বমানের চিকিৎসা পরিষেবা পাচ্ছেন। এই সাফল্য রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার অগ্রগতির এক উজ্জ্বল নিদর্শন এবং সকলের জন্য সহজলভ্য, সাশ্রয়ী ও উন্নত স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে সরকারের দৃঢ় অঙ্গীকারের একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

## হর ঘর তিরঙ্গা: খোয়াই জেলায় প্রস্তুতি চূড়ান্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ আগস্ট: সমগ্র রাজ্যের সঙ্গে খোয়াই জেলায়ও ৯ থেকে ১৭ আগস্ট হর ঘর তিরঙ্গা কর্মসূচি উদযাপন করা হবে। এজন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে। আজ খোয়াই জেলার জেলাশাসক কার্যালয়ের কনফারেন্স হলে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে খোয়াই জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসক অভেদানন্দ বৈদ্য এই কর্মসূচি সম্পন্ন করার জন্য সমাজের সব অংশের মানুষের সহযোগিতা চেয়েছেন।

তিনি জানান, এই কর্মসূচি সম্পন্ন করার জন্য স্বসহায়ক দলগুলি জেলার ৬টি ব্লক এবং ২টি পুরপরিষদে ৩ আকারের সব মিলিয়ে ২৭ হাজার পতাকা তৈরি করবে। হর ঘর তিরঙ্গা কর্মসূচিকে বর্ণাঢ্য করে তোলার লক্ষ্যে রঙ্গোলি, বর্ণাঢ্য র্যালি, বাইক র্যালি, তিরঙ্গা কনসার্ট, প্রদর্শনী ইত্যাদির আয়োজন করা হবে। বিভিন্ন বিষয়ের পারদর্শিতা দেখানোর জন্য বিভিন্ন দলকে পুরস্কৃত করা হবে। সাংবাদিক সম্মেলনে জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি কার্যালয়ের এস.আই.ও. দুলাল দেববর্মাও উপস্থিত ছিলেন।

## চাকমা ভাষার উন্নয়নে সকলকে এগিয়ে আসার আহ্বান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ আগস্ট: রাজ্য সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে গুগল ট্রান্সলেট প্ল্যাটফর্মে চাকমা ভাষা অন্তর্ভুক্ত করা হবে। তার জন্য ৫০ হাজার চাকমা ভাষা শব্দের ডাটাবেস তৈরীর কাজ চলছে। আজ রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে প্রথম রাজ্যভিত্তিক চাকমা ভাষা ও লিপি দিবস-২০২৬ উদযাপন অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী সান্ত্বনা চাকমা একথা বলেন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন পর্যটন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী।

অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী সান্ত্বনা চাকমা বলেন, বর্তমান সরকার চাকমা ভাষা সহ অন্যান্য সকল সংখ্যালঘু অংশের মানুষের ভাষার উন্নয়নে প্রয়াস নিয়েছে। তিনি বলেন, বহু বছর আগে থেকেই রাজ্যে চাকমা লিপি রয়েছে। চাকমা ভাষায় বহু বই, ম্যাগাজিন ইত্যাদি প্রকাশিত হয়েছে। তিনি চাকমা লিপি চর্চা অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলি থেকে শুরু করার আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে শিল্পমন্ত্রী চাকমা ভাষা সংরক্ষণের জন্য সকলকে সংকল্পবদ্ধ হতে শপথবাক্য পাঠ করান।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি পর্যটনমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী বলেন, ইতিহাস, সংস্কৃতি ও মাতৃভাষা আমাদের পরিচয়। আমাদের রাজ্যে মোট ১৯টি জনজাতি জনগোষ্ঠী রয়েছে। তাদের নিজ নিজ কৃষ্টি, সংস্কৃতি ও ভাষা রয়েছে। এর মধ্যে চাকমা ভাষা অন্যতম। সংবিধান আমাদের নিজ নিজ ভাষা, সংস্কৃতি ও শিক্ষা প্রসারের জন্য অধিকার দিয়েছে। রাজ্য সরকার চাকমা ভাষার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে নানা উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। তবে এ ভাষার সংরক্ষণে চাকমা ভাষাভাষীদের আরও সদর্থক ভূমিকা নিতে হবে। তিনি বলেন, বর্তমান শিক্ষাবর্ষে ১২৩টি সরকারি বিদ্যালয়ে প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত চাকমা লিপিতে পঠন পাঠন চলছে। ৪ হাজারের অধিক শিক্ষার্থী এবং ১৭২ জনের বেশি চাকমাভাষী শিক্ষক নিযুক্ত রয়েছেন। এসসিইআরটি-র মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বিনামূল্যে পাঠ্যবই বিতরণ করা হয়েছে। মাধ্যমিক ও দ্বাদশ স্তর পর্যন্ত চাকমা ভাষায় পাঠ্যক্রমের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

এছাড়া বক্তব্য রাখেন, চাকমা ভাষা উপদেষ্টা উন্নয়ন কমিটির চেয়ারম্যান তথা বিধায়ক শম্ভুলাল চাকমা। ককবরক ভাষার উন্নয়ন উপদেষ্টা কমিটির চেয়ারম্যান তথা প্রাক্তন বিধায়ক ড. অতুল দেববর্মা এবং চাকমা কমিউনিটির রাজ্য কারবারি ও প্রধান সমাজপতি শান্তিবিকাশ চাকমা। স্বাগত বক্তব্য রাখেন ককবরক ও অন্যান্য সংখ্যালঘু ভাষা দপ্তরের অধিকর্তা আনন্দ হরি জমাতিয়া।

উপস্থিত ছিলেন এসসিইআরটি”র অধিকর্তা এল ডার্লং সহ বহু চাকমাভাষী ছাত্রছাত্রী। অনুষ্ঠানে শিল্পমন্ত্রী সান্ত্বনা চাকমা দপ্তরের ”সদরক” চাকমা লিটারেসি ম্যাগাজিনের আবরণ উন্মোচন করেন। অনুষ্ঠানে শিল্পমন্ত্রী সহ অতিথিগণ চাকমা ভাষার প্রসার ও উন্নয়নের অবদান স্বরূপ কুসুমকান্তি চাকমা, শান্তিপ্রিয় দেওয়ান এবং তিপরা চাকমা

স্টুডেন্ট অ্যাসোসিয়েশনকে ৫ হাজার টাকা করে চেক ও মেমেন্টো প্রদান করেন। অনুষ্ঠানে কুসুমকান্তি চাকমার পক্ষে সুখবিলাস চাকমা এই সম্মান গ্রহণ করেন। এছাড়া শান্তিপ্রিয় দেওয়ান ও তিপরা চাকমা স্টুডেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষে জীবনবসু চাকমা এই সম্মান গ্রহণ করেন।

## খোয়াইয়ের গনকি হ্যান্ডলুম ক্লাস্টারে পালিত হলো ১২তম জাতীয় হ্যান্ডলুম দিবস

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ৭ আগস্ট: ১২তম জাতীয় হ্যান্ডলুম দিবস উপলক্ষে বৃহস্পতিবার খোয়াই জেলার গনকি হ্যান্ডলুম ক্লাস্টারে এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে তাঁতশিল্পের ঐতিহ্য সংরক্ষণ, তাঁতশিল্পীদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং হ্যান্ডলুম শিল্পকে আরও সমৃদ্ধ করার লক্ষ্যে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মিলন তন্তুবায় সমবায় সমিতির সহ-সভাপতি বিজয় কুমার দেবনাথ, সমিতির সভানেত্রী উষা রানি সিংহ, খোয়াই পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারপার্সন টিংকু ভট্টাচার্য, উইভার্স সার্ভিস সেন্টারের টেকনিক্যাল সুপারিনটেনডেন্ট হিমাংশু শাম, হ্যান্ডলুম বিভাগের ইন্সপেক্টর উত্তম কুমার কলই, সমিতির সদস্য নমিতা সিংহ, মঞ্জু দেববর্মা, অমৃতা দেববর্মা-সহ অন্যান্য বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দ।

অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, ভারতের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সঙ্গে হ্যান্ডলুম শিল্প ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এই শিল্পকে টিকিয়ে রাখতে এবং নতুন প্রজন্মকে তাঁতশিল্পের প্রতি আকৃষ্ট করতে সরকারি বিভিন্ন প্রকল্প ও উদ্যোগের সঠিক বাস্তবায়ন অত্যন্ত জরুরি। এছাড়াও তাঁতশিল্পীদের স্বনির্ভর করে তোলা, আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি, বাজার সম্প্রসারণ এবং ঐতিহ্যবাহী হ্যান্ডলুম পণ্যের প্রচার ও প্রসারে সম্মিলিতভাবে কাজ করার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়।

জাতীয় হ্যান্ডলুম দিবস উপলক্ষে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে স্থানীয় তাঁতশিল্পী, সমবায় সমিতির সদস্য এবং বিভিন্ন স্তরের মানুষ অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তাঁতশিল্পীদের অবদানকে সম্মান জানানো হয় এবং এই ঐতিহ্যবাহী শিল্পকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়।

## স্বাধীনতা দিবসকে সামনে রেখে খোয়াইয়ে পুলিশের কড়া নিরাপত্তা অভিযান, ডগ স্কোয়াড নিয়ে তল্লাশি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ আগস্ট: আসন্ন ৮০তম স্বাধীনতা দিবসকে সামনে রেখে খোয়াই জেলাজুড়ে নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও জোরদার করেছে পুলিশ। সম্ভাব্য অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে এবং সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে শুক্রবার সন্ধ্যায় খোয়াই শহর ও সংলগ্ন সীমান্ত এলাকায় বিশেষ তল্লাশি অভিযান চালানো হয়।

খোয়াই থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) প্রজিত মালাকার-এর নেতৃত্বে পরিচালিত এই অভিযানে অংশ নেন সুভাষ পার্ক পুলিশ ফাঁড়ির ওসি রঞ্জিত সরকার, খোয়াই থানার অন্যান্য পুলিশ আধিকারিক ও কর্মীরা। এছাড়াও সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর (বিএসএফ) সদস্য এবং ডগ স্কোয়াডও অভিযানে অংশগ্রহণ করে।

অভিযান চলাকালীন খোয়াই শহর সংলগ্ন সীমান্ত এলাকা, সুভাষ পার্কসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে নজরদারি বাড়ানো হয়। ডগ স্কোয়াডের সহায়তায় বিভিন্ন যানবাহন, জনবহুল এলাকা এবং সন্দেহভাজন স্থানগুলোতে তল্লাশি চালানো হয়। নিরাপত্তার স্বার্থে যানবাহনের কাগজপত্রও পরীক্ষা করা হয় এবং সন্দেহজনক গতিবিধির ওপর বিশেষ নজর রাখা হয়। অভিযান শেষে খোয়াই থানার ওসি প্রজিত মালাকার জানান, আসন্ন ৮০তম স্বাধীনতা দিবস শান্তিপূর্ণ ও সুষ্ঠুভাবে উদযাপন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এই বিশেষ নিরাপত্তা অভিযান পরিচালিত হচ্ছে। তিনি বলেন, কোনো ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে এবং জননিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পুলিশ সর্বোচ্চ সতর্ক অবস্থানে রয়েছে।

তিনি আরও জানান, স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে আগামী দিনগুলিতেও খোয়াই জেলার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ এলাকা ও সীমান্ত অঞ্চলে এ ধরনের তল্লাশি ও নজরদারি অভিযান অব্যাহত থাকবে। পুলিশ প্রশাসনের এই উদ্যোগে সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার পাশাপাশি উৎসবমুখর পরিবেশ বজায় রাখার ওপরও গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।

## ৮ ও ১৫ আগস্ট আগরতলার বিভিন্ন জায়গায় দেশাত্মবোধক গানের উপর ব্যান্ডবাদন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ আগস্ট: ভারতের স্বাধীনতার ৮০তম বর্ষ উদযাপন উপলক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে ৮ ও ১৫ আগস্ট আগরতলার বিভিন্ন জায়গায় টি.এস.আর. প্রথম ব্যাটেলিয়ন, দ্বিতীয় ব্যাটেলিয়ন, সপ্তম ব্যাটেলিয়ন, দশম ব্যাটেলিয়ন ও কুমার ত্রিশূলধারী সিং পুলিশ ট্রেনিং একাডেমির ব্যান্ড প্ল্যাটুন বন্দেমাতরম ও দেশাত্মবোধক গানের উপর ব্যান্ডবাদন পরিবেশন করবেন।

৮ আগস্ট সকাল ১১টায় ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ে, দুপুর ১২টায় আগরতলা আখাউড়া চেকপোস্টে, বিকাল ৪টা ৩০ মিনিটে মহারাজা বীরবিক্রম বিমানবন্দরে, বিকাল ৫টায় অ্যালবার্ট এক্কা যুদ্ধ স্মৃতি শৌধে, সন্ধ্যা ৬টায় উজ্জয়ন্ত প্রাসাদে ব্যান্ডবাদন অনুষ্ঠিত হবে। আগামী ১৫ আগস্ট সকাল ৮টায় টি.এস.আর. প্রথম ও দ্বিতীয় ব্যাটেলিয়ন এবং কুমার ত্রিশূলধারী সিং পুলিশ ট্রেনিং একাডেমির ব্যান্ড প্ল্যাটুন ব্যান্ড বাদন পরিবেশন করবেন।

## ৫ দিনব্যাপী হ্যান্ডলুম এক্সপোর উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ আগস্ট: হস্ততাঁত, হস্তকারু ও রেশম শিল্প দপ্তরের উদ্যোগে আজ থেকে পূর্বাশার আরবান হাটে ৫ দিনব্যাপী হ্যান্ডলুম এক্সপো শুরু হয়েছে। এই প্রদর্শনী চলবে ১১ আগস্ট পর্যন্ত। পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের

ভারপ্রাপ্ত সভাধিপতি বিশ্বজিৎ শীল এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনী বক্তব্যে তিনি প্রধানমন্ত্রীর ভোকাল ফল লোকাল স্লোগানকে রাজ্যে সঠিকভাবে বাস্তবায়িত করার জন্য স্থানীয় উৎপাদিত পণ্য বেশি করে কিনতে সবার প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, রাজ্যে উৎপাদিত তাঁতবস্ত্রের চাহিদা ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। রাজ্য সরকারও তাঁত শিল্পের প্রসারের জন্য নানা উদ্যোগ নিয়েছে।

বিশেষ সচিব কুন্তল দাস রাজ্যের ঐতিহ্যবাহী হস্ততাঁত ও হস্তকারু শিল্প সামগ্রী ক্রয় করতে ব্যাপক সংখ্যায় এগিয়ে আসার জন্য সবার প্রতি আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন হস্ততাঁত ও হস্তকারু শিল্প দপ্তরের অতিরিক্ত সচিব অজিত শুক্লদাস। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন আগরতলা পুরনিগমের কর্পোরেটর মণিমুক্তা ভট্টাচার্য। বিধায়ক মিনারাণী দাসও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। এই প্রদর্শনীতে রাজ্যের বিভিন্ন অংশ থেকে শিল্পীরা তাদের উৎপাদিত সামগ্রী নিয়ে উপস্থিত হয়েছেন।

## বিভিন্ন অনুষ্ঠানে গোমতী জেলায় হর ঘর তিরঙ্গা উদযাপিত হবে

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ৭ আগস্ট: গোমতী জেলায় বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে হর ঘর তিরঙ্গা কর্মসূচি উদযাপন করা হবে। আজ গোমতী জেলার জেলাশাসক ও সমাহর্তা রিংকু লাথের নিজ অফিস কক্ষে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে জানান, এই কর্মসূচির শুরুর দিন আগামী ৯ আগস্ট উদয়পুরে তিরঙ্গা র্যালির আয়োজন করা হবে।

এছাড়া ১১ আগস্ট হবে সাইকেল র্যালি। ঐদিনই রাজর্ষি হলে হবে তিরঙ্গা কনসার্ট এবং তিরঙ্গা ও বন্দেমাতরম বিষয়ক প্রদর্শনী। ১২ আগস্ট উদয়পুরের বিভিন্ন জায়গায় বন্দেমাতরমের ভাবধারায় ত্রিবর্ণ রঙ্গোলি অঙ্কন করা হবে। জেলাশাসক জানান, ৯ থেকে ১৭ আগস্ট পর্যন্ত ফেসবুক, টুইটার, ইনস্টাগ্রামের মতো সামাজিক মাধ্যমে হরঘর তিরঙ্গা কর্মসূচির ব্যাপক প্রচার করা হবে। তিনি বলেন, যে সব সংস্থা বা ব্যক্তি হর ঘর তিরঙ্গা কর্মসূচির বিভিন্ন অনুষ্ঠানে বিশেষ নৈপুণ্য দেখাবেন তাদের ১৫ আগস্ট স্বাধীনতা দিবসের মূল অনুষ্ঠানে পুরস্কৃত করা হবে। এই কর্মসূচি সফল করার জন্য সবাইকে এগিয়ে আসতে তিনি আহ্বান জানিয়েছেন।

## সিপাহীজলা জেলায় ৯ থেকে ১৭ আগস্ট পালিত হবে হর ঘর তিরঙ্গা কর্মসূচি: স্বাধীনতার ৮০তম বর্ষ উদযাপন উপলক্ষে জেলা জুড়ে ব্যাপক জনসচেতনতামূলক কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ আগস্ট: স্বাধীনতার ৮০তম বর্ষ উদযাপন উপলক্ষে সারা দেশের সঙ্গে সিপাহীজলা জেলাতেও আগামী ৯ থেকে ১৭ আগস্ট পর্যন্ত ”হর ঘর তিরঙ্গা” কর্মসূচি ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে পালিত হবে। এ উপলক্ষ্যে আজ সিপাহীজলা জেলাশাসকের কার্যালয়ের কনফারেন্স হলে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। সাংবাদিক সম্মেলনে জেলাশাসক ও সমাহর্তা ডা. সিদ্ধার্থ শিব জয়সওয়াল গৃহীত কর্মসূচির বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরেন।

তিনি জানান, আগামী ৯ আগস্ট থেকে জেলার প্রতিটি বাড়ি, সরকারি ও বেসরকারি কার্যালয়, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হবে। সাধারণ মানুষের সুবিধার্থে ব্লক কার্যালয়, পুর পরিষদ ও নগর পঞ্চায়েত কার্যালয় সহ বিভিন্ন ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে জাতীয় পতাকা বিক্রির ব্যবস্থা করা হয়েছে। মূলত: তিনটি আকারের জাতীয় পতাকা যথাক্রমে ১০ টাকা, ৩০ টাকা ও ৫০ টাকায় পাওয়া যাবে। ৯ আগস্ট জেলার প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েতে বিশেষ গ্রামসভার আয়োজন করা হবে। এসব সভায় জাতীয় পতাকার মর্যাদা, স্বাধীনতা দিবসের তাৎপর্য এবং দেশপ্রেম বিষয়ক আলোচনা অনুষ্ঠিত হবে।

১১ আগস্ট বিকেল ৩টা ৩০ মিনিটে বিশ্রামগঞ্জে একটি বর্ণাঢ্য তিরঙ্গা র্যালির আয়োজন করা হবে। র্যালিতে বিভিন্ন স্তরের জনগণ, জনপ্রতিনিধি, সরকারি আধিকারিক এবং বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করবেন। একই দিনে জেলাশাসকের কার্যালয় প্রাঙ্গণে জেলাভিত্তিক ”তিরঙ্গা কনসার্ট”-এরও আয়োজন করা হবে। ১২ আগস্ট জেলার প্রতিটি উচ্চবিদ্যালয় ও দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে রঙ্গোলি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। ১৩ থেকে ১৫ আগস্ট জেলার ১৬টি বিদ্যাজ্যোতি বিদ্যালয়, পুর পরিষদ ও নগর পঞ্চায়েত কার্যালয়ে তিরঙ্গা প্রদর্শনীর আয়োজন করা হবে।

১৩ আগস্ট জেলার প্রতিটি বিদ্যালয়, গ্রাম পঞ্চায়েত এবং ভিলেজ কমিটির কার্যালয়ে এবং ব্লক কার্যালয়ে সমবেত কণ্ঠে ”বন্দে মাতরম” পরিবেশন করা হবে। ৯ থেকে ১৭ আগস্ট জেলার সকল সরকারি প্রতিষ্ঠানে, হাসপাতালে, বিদ্যালয়ে পরিচ্ছন্নতা অভিযান করা হবে। এছাড়া ১৭ আগস্ট ”স্বচ্ছ ভারত র্যালি”-র আয়োজন করা হবে। এছাড়াও পুর পরিষদ কার্যালয়ে, নগর পঞ্চায়েত কার্যালয়ে, প্রশাসনিক কার্যালয়ে সেলফি পয়েন্ট থাকবে। ১৫ আগস্ট যথাযোগ্য মর্যাদা, দেশাত্মবোধ এবং ঐতিহ্য বজায় রেখে স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করা হবে।

সাংবাদিক সম্মেলনে জেলাশাসক ও সমাহর্তা ডা. সিদ্ধার্থ শিব জয়সওয়াল বলেন, ৯ থেকে ১৭ আগস্ট পর্যন্ত ”হর ঘর তিরঙ্গা” কর্মসূচিকে সিপাহীজলা জেলায় একটি জনঅংশগ্রহণমূলক কর্মসূচিতে রূপ দেওয়ার লক্ষ্যে প্রশাসন বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। তিনি জেলার সকল নাগরিককে নিজ নিজ বাড়িতে জাতীয় পতাকা উত্তোলন, বিভিন্ন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ এবং স্বাধীনতার চেতনাকে সমুন্নত রাখতে সক্রিয় ভূমিকা পালনের আহ্বান জানান।

## তেলিয়ামুড়ায় দুই গাড়ির

● আটের পাতার পর

উদ্ধার করে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়।

হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসার পর আহত ছয়জনের শারীরিক অবস্থার গুরুত্ব বিবেচনা করে তাঁদের আগরতলার জিবিপি হাসপাতালে উন্নত চিকিৎসার জন্য রেফার করা হয়। দুর্ঘটনার প্রকৃত কারণ খতিয়ে দেখছে তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ। তবে স্থানীয়দের একাংশের অভিযোগ, মারুতি সুইফট গাড়ির চালক মদ্যপ অবস্থায় থাকায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়েই এই দুর্ঘটনা ঘটেছে। পুলিশ বিষয়টি তদন্ত করে দেখছে।

## চুরি করতে গিয়ে জনতার হাতে

● আটের পাতার পর

থানার পুলিশকে খবর দেওয়া হলে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দুই অভিযুক্তকে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ধৃতদের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। পাশাপাশি তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। তদন্তকারীদের ধারণা, সাম্প্রতিক সময়ে এলাকায় সংঘটিত একাধিক চুরির ঘটনার সঙ্গেও তাদের যোগসূত্র রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এদিকে, উত্তর ব্রজপুরসহ আশপাশের এলাকায় বারবার চুরির ঘটনা ঘটায় স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে ক্ষোভ বাড়ছে। তাদের অভিযোগ, এলাকায় চুরি রোধে পুলিশের টহল ও নজরদারি আরও জোরদার করা প্রয়োজন। একই সঙ্গে দ্রুত তদন্ত করে চুরি হওয়া সামগ্রী উদ্ধার এবং দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন এলাকাবাসী।

## টলিউডে অভিষেক উদয়পুরের

● আটের পাতার পর

সীমাবদ্ধ না রেখে তাদের প্রতিভা ও আগ্রহ অনুযায়ী এগিয়ে যেতে দেওয়া উচিত। তাঁর মতে, টেলিভিশন ও চলচ্চিত্র জগতেও আজ সফল ও সম্মানজনক ক্যারিয়ার গড়ে তোলা সম্ভব।

ত্রিপুরার একটি ছোট শহর থেকে টলিউডের বড় পর্দায় নিজের জায়গা করে নেওয়া সায়ন্তিকা ধরের এই সাফল্য নিঃসন্দেহে রাজ্যের তরুণ প্রজন্মের জন্য এক অনুপ্রেরণার দৃষ্টান্ত। তাঁর এই অর্জনে উদয়পুরসহ গোটা ত্রিপুরা গর্বিত।

## পানিসাগরে ছাগল সহ ধরা পড়ল

● আটের পাতার পর

কোনো সন্ধান মেলেনি। পরে উত্তেজিত স্থানীয় বাসিন্দারা অভিযুক্তকে উদ্ধার হওয়া ছাগলসহ কৃষ্ণপুর বাজারে নিয়ে এসে একটি বিদ্যুতের খুঁটির সঙ্গে বেঁধে রাখেন এবং পুলিশে খবর দেন। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ধৃত ব্যক্তির নাম সঞ্জিত নম। তার বাড়ি কদমতলা থানার অন্তর্গত ইচাইলাছড়া এলাকায়।

খবর পেয়ে পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে অভিযুক্তকে নিজেদের হেফাজতে নেয়। তার বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের পাশাপাশি চুরি হওয়া গরুটির সন্ধানে তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। স্থানীয়দের দাবি, সাম্প্রতিক সময়ে চুরি-ছিনতাইয়ের ঘটনা বেড়ে যাওয়ায় সাধারণ মানুষের মধ্যে নিরাপত্তাহীনতা বাড়ছে। তাই এ ধরনের অপরাধের সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন তারা।

## ১৬ আগস্ট ধর্মনগরে উত্তর

● আটের পাতার পর

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলাশাসক বিজয় সিনহা এবং জেলা কল্যাণ আধিকারিক ললিত চাকমা।

সাংবাদিক সম্মেলনে জেলাশাসক জানান যে, আগামী ১৬ আগস্ট জেলাভিত্তিক তিরঙ্গা র্যালি অনুষ্ঠিত হবে ধর্মনগরে। আগামী ১৫ থেকে ১৭আগস্ট পর্যন্ত ধর্মনগরের বিবেকানন্দ সার্ধশতবার্ষিকী ভবনে অনুষ্ঠিত হবে তিরঙ্গা কনসার্ট। এছাড়া জেলার প্রতিটি মহকুমা ও ব্লক সদর দপ্তরে ১২ আগস্ট থেকে হর ঘর তিরঙ্গা কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এই অনুষ্ঠানসূচি সম্পর্কে বিস্তারিত তুলে ধরে জেলাশাসক জানান, কালাছড়া ব্লকে ১৪ আগস্ট তিরঙ্গা র্যালি এবং ১৫ আগস্ট তিরঙ্গা স্যালুট অনুষ্ঠিত হবে। কদমতলা ব্লকে ১৪ আগস্ট দেশাত্মবোধক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজিত হবে। যুবরাজনগর ব্লকে তিরঙ্গা র্যালি, বাইক র্যালি ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে। পানিসাগরে অনুষ্ঠিত হবে তিরঙ্গা র্যালি ও ই-রিকশা র্যালি; দামছড়া, দশদা ও লালজুড়ি ব্লকে ১২ আগস্ট অনুষ্ঠিত হবে বাইসাইকেল র্যালি, জম্পুইহিল ব্লকে ১৩ আগস্ট অনুষ্ঠিত হবে তিরঙ্গা র্যালি। এছাড়াও ধর্মনগর পুর পরিষদ এলাকায় অনুষ্ঠিত হবে রঙ্গোলি। জেলাশাসক জেলার সর্বস্তরের জনগণকে এই সকল কর্মসূচিতে সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়ে হর ঘর তিরঙ্গা অভিযানকে সফল করে তোলার আহ্বান জানান।

8th-6th page -2022 darpan print.pmd 1 08-08-2026, 01:43

# বি-ডিভিশন ফুটবল : বিবেকানন্দ ক্লাবকে হারিয়ে রানার্সের আশা জিইয়ে নবোদয়ের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ আগস্ট।। ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে আয়োজিত সোনার তরী বি-ডিভিশন ফুটবল লিগ টুর্নামেন্টের ৩১তম ম্যাচে এক দাপুটে জয় তুলে নিল নবোদয় সংঘ। শুক্রবার বিকেল ৪টায় উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত এই ম্যাচে বিবেকানন্দ ক্লাবকে ৬-২ গোলের বড় ব্যবধানে হারিয়ে মাঠ ছাড়ে তারা। ম্যাচের শুরু থেকেই আক্রমণের ধার বজায় রেখে ১৯ মিনিটে বিমল রিয়াংয়ের গোলে এগিয়ে যায় নবোদয়। এরপর ৪৩ ও ৬২ মিনিটে জোড়া গোল করেন রবার্ট হালাম, ৭০ মিনিটে অপাজিত ত্রিপুরা, ৮৭ মিনিটে রিচার্ড ত্রিপুরা এবং অতিরিক্ত সময়ের ৯৩ মিনিটে কৃষ্ণকিশোর জমাতিয়া দলের পক্ষে শেষ গোলটি করেন। অন্যদিকে বিবেকানন্দ ক্লাবের হয়ে ৩৭ মিনিটে হায়ুং জমাতিয়া এবং ৪৯ মিনিটে লাল ভ্যাঙ্গা ডার্লং দুটি গোল শোধ করলেও পরাজয় এড়াতে পারেননি। উত্তেজনাপূর্ণ এই ম্যাচে নবোদয়ের রবার্ট হালাম (৪৩ মি.) এবং বিবেকানন্দের রতন কিশোর জমাতিয়া (৮৮ মি.) হলুদ কার্ড দেখেন। ম্যাচটি দক্ষ হাতে পরিচালনা করেন রেফারি রক্তিম সাহা, পল্লব চক্রবর্তী, রাজেশ চন্দ্র দাস এবং বিশ্বজিৎ নাথ।চলতি লিগে এই জয়ের ফলে নবোদয় সংঘ তাদের সপ্তম ম্যাচে এসে টুর্নামেন্টে চতুর্থ জয়ের স্বাদ পেল। এবং রানার্স আপের আশা জিইয়ে রাখতে সক্ষম হয়েছে। এর আগে প্রথম ম্যাচে সরোজ সংঘের কাছে ৫-০ গোলে হেরে সূচনা করলেও, পরবর্তী ম্যাচগুলোতে ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলকে ২-১, মৌচাক ক্লাবকে ৩-১ এবং ফ্রেন্ডস ইউনিয়নকে ২-০ গোলে হারিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়েছিল তারা; যদিও মাঝপথে পুলিশ রিক্রিয়েশন ক্লাবের কাছে ০-২ এবং বীরেন্দ্র ক্লাবের কাছে ০-৫ গোলে হোঁচট খেতে হয়েছিল তাদের। অন্যদিকে, টুর্নামেন্টে বেশ চড়াই-উতরাইয়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে বিবেকানন্দ ক্লাব। নিজেদের প্রথম খেলায় বীরেন্দ্র ক্লাবকে ৩-১ গোলে হারিয়ে সূচনা করা বিবেকানন্দ ক্লাব ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন (৪-১) ও মৌচাক ক্লাবকে (২-১) হারালেও, ত্রিবেণী সংঘের কাছে ০-৬ গোলে পরাস্ত হয় এবং পুলিশ রিক্রিয়েশন ক্লাব (৩-৩) ও সরোজ সংঘের (২-২) সঙ্গে পয়েন্ট ভাগাভাগি করে। শুক্রবারের এই হারের পর পয়েন্ট টেবিলে ঘুরে দাঁড়াতে পরবর্তী ম্যাচগুলোতে অতিরিক্ত লড়াই করতে হবে বিবেকানন্দ ক্লাবকে।

# মহিলা ফুটবল : তিলকো মাঝিকে ১০ গোলে উড়িয়ে প্রথম জয় পুলিশ রিক্রিয়েশন ক্লাবের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ আগস্ট।। ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত বৈকুণ্ঠ নাথ স্মৃতি মহিলা ফুটবল লিগের ৬ষ্ঠ ম্যাচে আজ এক তরফা জয় ছিনিয়ে নিয়েছে ত্রিপুরা পুলিশ রিক্রিয়েশন ক্লাব। আজ শুক্রবার সন্ধ্যা ৬টায় উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে ফ্লাডলাইটের আলোয় তিলকো মাঝি ফুটবল ক্লাবের মুখোমুখি হয় তারা। শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলে প্রতিপক্ষকে কোণঠাসা করে রাখা পুলিশ রিক্রিয়েশন ক্লাব ১০-০ গোলের এক বিশাল ব্যবধানে ম্যাচ জিতে নেয়। এটি চলতি টুর্নামেন্টে তাদের দ্বিতীয় ম্যাচের মাথায় প্রথম জয়ের সুস্বাদু স্বাদ। দলের পক্ষে হ্যাট্রিকসহ অসাধারণ পারফরম্যান্স উপহার দিয়ে ম্যাচের সেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কার জিতে নেন আইতরমা দেববর্মা (২, ১১ ও ৫২ মিনিট)। ম্যাচের শুরু থেকেই তিলকো মাঝির ডিফেন্সকে তছনছ করে একের পর এক গোল করতে থাকে পুলিশ রিক্রিয়েশন ক্লাব। আইতরমার হ্যাট্রিক ছাড়াও দলের হয়ে অপর হ্যাট্রিকটি করেন ফুদোলো দেববর্মা, যিনি ম্যাচের ৭৬, ৭৮ ও ৮৫ মিনিটে তিনটি চোখধাঁধানো গোল করেন। এছাড়া এলিশা জামাতিয়া জোড়া গোল (৫ ও ৬৮ মিনিট) করেন এবং মেরিনা জমাতিয়া (৪৭ মিনিট) ও শিবানী দেববর্মা (৫৮ মিনিট) একটি করে গোল করে দলের এই বড় ব্যবধানের জয় নিশ্চিত করেন। মাঠ পরিচালনায় অত্যন্ত দক্ষতার পরিচয় দেন রেফারি বিশ্বজিৎ নাথ, বিশ্বজিৎ পাল, প্রণয় পাল এবং রাজেশ চন্দ্র দাস। টুর্নামেন্টের পরবর্তী ম্যাচে আগামীকাল বিকেল ৩টায় মুখোমুখি হবে রামকৃষ্ণ সেবা আশ্রম সংঘ এবং জম্পুইজলা প্লে সেন্টার।

# ভুলের জন্য ক্ষমা চাইলেন ইনফান্তিনো থাকছেন ফিফা সভাপতি হিসেবেই

বিশ্বকাপসহ ফিফার বড় টুর্নামেন্টগুলোর অংশীদারত্ব বেসরকারি বিনিয়োগকারীদের কাছে বিক্রির বিতর্কিত পরিকল্পনায় 'ভুল' স্বীকার করে ক্ষমা চেয়েছেন জিয়ান্নি ইনফান্তিনো। তবে মরক্কোয় অনুষ্ঠিত সভায় ফিফার শীর্ষ নির্বাহীদের সমর্থন পাওয়ায় সংস্থাটির সভাপতি হিসেবে বহাল থাকছেন তিনি।

পরিকল্পনাটি বাতিলের পরও তীব্র সমালোচনার মুখে পড়েন ইনফান্তিনো। এরপর ফিফার পরিচালনা পর্ষদের সদস্যদের জরুরি সভায় ডাকেন তিনি। গতকাল মরক্কোর রাবাতে ফিফার আফ্রিকান কার্যালয়ে সেই সভা শেষ হওয়ার চার ঘণ্টা পর ইনফান্তিনোর প্রতি সমর্থন জানিয়ে বিবৃতি প্রকাশ করে ফুটবলের নিয়ন্ত্রক এ সংস্থা। ফিফার মহাসচিব মাতিয়াস গ্রাফস্ট্রোম ও উপস্থিত পরিচালনা পর্ষদের সদস্যরা বিবৃতিতে বলেন, 'ফিফার ২১১টি সদস্যদেশের ভোটে নির্বাচিত একমাত্র অফিসিয়াল হিসেবে সভাপতি জিয়ান্নি ইনফান্তিনোর ওপর পূর্ণ সমর্থন পুনর্ব্যক্ত করা হচ্ছে।'

বিতর্কিত প্রস্তাবটি যেভাবে সামলানো হয়েছে, তা নিয়ে ফিফার ভেতর থেকেই চাপ বাড়ছিল ইনফান্তিনোর ওপর। গত শনিবার প্রস্তাবটি আনুষ্ঠানিকভাবে তুলে নেওয়ার পর তাঁর পদত্যাগের দাবি আরও জোরালো হয়।

রাবাতের সভায় উপস্থিত ছিলেন ফিফার মাতিয়াস গ্রাফস্ট্রোম। গত মঙ্গলবার কর্মীদের কাছে পাঠানো অভ্যন্তরীণ স্মারকে তিনি লেখেন, পুরো বিষয়টি 'একটি দুঃখজনক ও নিন্দনীয় ঘটনাক্রম'। তবে বৈঠক শেষে দেওয়া বিবৃতিতে গ্রাফস্ট্রোম ও পরিচালনা পর্ষদ ফিফা সভাপতি হিসেবে ইনফান্তিনোর ওপর সমর্থন পুনর্ব্যক্ত করে।

ইনফান্তিনো ও গ্রাফস্ট্রোম যৌথভাবে ফিফার সহসভাপতি, কাউন্সিল ও ২১১টি সদস্যদেশের ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের কাছে একটি স্বাক্ষর করা চিঠি পাঠিয়েছেন। চিঠিতে নিজেদের ভুলের জন্য তাঁরা 'আন্তরিক ক্ষমা প্রার্থনা' করেন এবং 'ভবিষ্যতে এমন ঘটনা আর না ঘটার' অঙ্গীকার জানান।

সভা শেষে রাবাতে মেয়েদের আফ্রিকা কাপ অব নেশনসের একটি ম্যাচ একসঙ্গে দেখেন ইনফান্তিনো ও গ্রাফস্ট্রোম। তাঁদের সঙ্গে ছিলেন মরক্কো ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতি ফৌজি লেকজা। শুরু থেকেই ইনফান্তিনোর পাশে থাকা হাতে গোনা কয়েকজন কর্মকর্তার একজন এই লেকজা। তিনি পরিকল্পনাটি বাতিল করার সিদ্ধান্তকে 'বিজ্ঞোচিত' বলে প্রশংসা করেন এবং ১০ বছর ধরে বিশ্ব ফুটবলের উন্নয়নে ইনফান্তিনোর অবদানের প্রতি তাঁর সমর্থন পুনর্ব্যক্ত করেন।

ফিফা ফরোয়ার্ড এন্টারপ্রাইজ (এফএফই) নামে একটি নতুন সহযোগী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ফিফার বিভিন্ন টুর্নামেন্টে বেসরকারি বিনিয়োগের প্রস্তাব দিয়েছিলেন ইনফান্তিনো। এতে সায় দিলে প ্র ি ত ি ট সদস্য---অ্যাসোসিয়েশনকে ৪ কোটি ডলার দেওয়ার লোভনীয় প্রস্তাব দেওয়া হয়। কিন্তু এ পরিকল্পনা প্রকাশের পর তীব্র সমালোচনা শুরু হয়। ইনফান্তিনো যে পদটির মান বাড়ানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, সেটিকেই তিনি অবনমিত করেছেন। তাঁর সম্মান বাঁচানোর সময় পার হয়ে গেছে, তবে ফুটবলকে বাঁচানোর সময় এখনো আছে।'

মহাদেশীয় ফুটবল সংস্থা উয়েফা ও কনক্যাকাফ কড়া বিবৃতি প্রকাশ করে। তাদের প্রতি সমর্থন জানায় এশিয়ান ফুটবল কনফেডারেশন (এএফসি)। পাশাপাশি বিশ্বকাপ বর্জনের সিদ্ধান্ত নেয় উয়েফার অধিভুক্ত ৫৫টি দেশ।ফিফা জানিয়েছে, বুধবারের বৈঠকে এফএফই সম্পর্কিত 'ভুলত্রুটি স্বীকার' করা হয়েছে। সংস্থাটির ভাষ্য অনুযায়ী, ফিফা কাউন্সিল ও সদস্যদেশগুলোকে এই 'প্রক্রিয়ার বাইরে রাখা'র ইচ্ছা তাঁদের ছিল না এবং 'বিষয়টি ভিন্নভাবে সামলানো উচিত ছিল'।

# দাবানলে জ্বলে খাক 'জন্মভূমি', ৮৮০০০০০ টাকা আর্থিক সাহায্য করলেন মেসি

প্রকৃতির প্রলয়ঙ্করী রূপের সামনে ছারখার আধুনিক সভ্যতা। আগুনের লেলিহান শিখা ও ধোঁয়ায় ঢেকেছে ইউরোপের আকাশ। ছাইয়ের চাদরে মুড়ে গিয়েছে সবুজ প্রান্তর। ফ্রান্স ও স্পেনের বিশাল অংশ জুড়ে চলা এই প্রকৃতির তাণ্ডবে ঘরবাড়ি ছেড়ে পালাতে বাধ্য হয়েছেন লাখ লাখ মানুষ। এমন কঠিন সময়ে বিপন্ন মানুষের পাশে দাঁড়ালেন লিওনেল মেসি। বিধ্বস্ত হয়ে যাওয়া স্প্যানিশ এলাকার জন্য ৮০ হাজার ইউরো দান করেছেন তিনি।আর্জেন্টিনার ফুটবলার হলেও মেসির কেরিয়ারে স্পেনের অবদান অপরিসীম। মাত্র ১৩ বছর বয়সে বার্সেলোনায় চলে এসেছিলেন মেসি। বার্সার তরফ থেকেই মেসির হরমোন সংক্রান্ত চিকিৎসা চালানো হয়। তারপর দীর্ঘদিন বার্সেলোনার জার্সিতে খেলেছেন এলএমটেন। এমনকি স্প্যানিশ পাসপোর্টও রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ফুটবলে স্পেনের প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগও ছিল মেসির সামনে, তবে তিনি জন্মভূমি আর্জেন্টিনাকে বেছে নেন। বলা যেতে পারে, ফুটবলার মেসির জন্ম হয়েছিল স্পেনেই। মেসির সেই প্রিয় স্পেন এখন দাবানলের গ্রাসে। ইউরোপজুড়ে তাপমাত্রা ছাড়িয়েছে ৪০ ডিগ্রি। তীব্র দাবদাহ ও শুষ্ক আবহাওয়ার কারণে দাবানল ছড়িয়ে পড়ে হু হু করে। স্পেনের রাজধানী মাদ্রিদের আশেপাশের অঞ্চল ইতিমধ্যেই দাবানলে পুড়ে ছারখার। প্রায় ৭৭০ বর্গকিলোমিটার এলাকা ভস্মীভূত হয়েছে। দাবানল এতটাই ভয়াবহ যে আকাশে তৈরি হয়েছে বিরল 'ফায়ার থান্ডারস্টর্ম' বা আগুনের বজ্রঝড়। অতিরিক্ত তাপে ধোঁয়া, ছাই ও জলীয় বাষ্প দ্রুত বায়ুমণ্ডলে উঠে বিশাল মেঘ তৈরি করছে। সেই মেঘ থেকেই সৃষ্টি হচ্ছে বজ্রপাত, যা নতুন করে বিভিন্ন জায়গায় আবার আগুন ধরিয়ে দিচ্ছে। ফলে নানা প্রযুক্তি দিয়েও বাগে আনা যাচ্ছে না পরিস্থিতি।মাদ্রিদের পার্শ্ববর্তী সিয়েরা অয়েস্তে এলাকা পুনর্গঠনের জন্য ৮০ হাজার ইউরো দান করেছেন তারকা ফুটবলার। ভারতীয় মুদ্রায় এই অঙ্কটা প্রায় ৮৮ লক্ষ টাকা। এই অর্থ ব্যবহার হবে পুড়ে যাওয়া নানা পরিকাঠামো সারিয়ে তোলার জন। মেসিকে ইতিমধ্যেই ধন্যবাদ জানিয়েছেন মাদ্রিদের প্রেসিডেন্ট দিয়াজ আয়ুসো। নাগরিকদের তরফ থেকে মেসিকে ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি বলেন, আর্জেন্টিনীয় মহাতারকার তরফ থেকেই এই আর্থিক সাহায্যের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। সঠিক খাতে যেন এই অর্থ ব্যবহৃত হয়, অনুরোধ জানিয়েছেন মেসি।বিতর্ক থামছে না আর্জেন্টিনাকে ঘিরে। বিশ্বকাপ শেষ হয়েছে। কিন্তু আর্জেন্টিনার সমস্যা মেটেনি। লিয়োনেল মেসিদের বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু করেছে ফিফা। বেশ কয়েকটি অভিযোগের তদন্ত শুরু হয়েছে। জানা গিয়েছে, তিন ফুটবলার ও এক কোচের বিরুদ্ধে তদন্ত চলছে। ইংল্যান্ড ম্যাচ শেষে ফকল্যান্ড যুদ্ধ নিয়ে রাজনৈতিক বার্তা দেওয়া ও ফাইনাল শেষে স্পেনের ফুটবলারদের মারধরের ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

যে তিন ফুটবলারের বিরুদ্ধে তদন্ত হচ্ছে তাঁরা হলেন লিয়ান্দ্রো পারেদেস, নাহুয়েল মোলিনা ও নিকোলাস ওটামেন্ডি। তা ছাড়া দলের সহকারী কোচ রবার্তো আয়ালার বিরুদ্ধেও তদন্ত করা হচ্ছে। পারেদেসের বিরুদ্ধে তিনটি অভিযোগ রয়েছে। ওটামেন্ডি ও মোলিনার বিরুদ্ধে দু'টি ও আয়ালার বিরুদ্ধে একটি অভিযোগ রয়েছে। তা খতিয়ে দেখছে বিশ্বফুটবলের নিয়ামক সংস্থা।

সেমিফাইনালে ইংল্যান্ডকে হারানোর পর ফকল্যান্ড যুদ্ধ নিয়ে একটি রাজনৈতিক বার্তা দেন আর্জেন্টিনার ফুটবলারেরা। তাঁরা একটি ব্যানার ধরেছিলেন, যেখানে লেখা ছিল, 'ফকল্যান্ড আমাদেরই।' সেই বিষয়ে ফিফায় অভিযোগ করেছে ইংল্যান্ডের ফুটবল সংস্থা 'এফএ'। সেই ব্যানার ধরে রেখেছিলেন ওটামেন্ডি ও মোলিনা।

# টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে উঠতে পারবে কি ভারত?

মুম্বই: আগামী ১৫ আগস্ট থেকে শুরু হতে চলেছে ভারত-শ্রীলঙ্কাটেস্ট সিরিজ। দু''মাচের টেস্ট সিরিজ খেলতে দ্বীপরাষ্ট্র উড়ে যাবে শুভমন গিলেরনেতৃত্বাধীন দল। ইতিমধেই বিসিসিআইস্কোয়াড ঘোষণা করে ফেলেছে। এই সিরিজটিই ভারতীয় দলের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে। ২০২৫-২০২৭ টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে জায়গা করে নেওয়ার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই সিরিজটি গিল বাহিনীর কাছে। আদৌ কি ভারত ফাইনালে জায়গা করে নিতে পারবে?

এই মুহূর্তে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের পয়েন্ট টেবিলে পাঁচ নম্বরে রয়েছে ভারতীয় দল। ঝুলিতে ৪৮.১৫ রেটিং পয়েন্ট। ভারতের সামনে বেশি মাচ খেলার সুযোগ নেই। তাই শ্রীলঙ্কা সিরিজ থেকেই ভারতীয় দলকে ঘুরে দাঁড়াতে হবে। এখনও পর্যন্ত বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের মরশুমে মোট ৯টি মাচ বাকি রয়েছে ভারতের। শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে দুটো মাচের পর ভারতীয় দল নিউজিলান্ডে উড়ে যাবে দুটো মাচের টেস্ট সিরিজ খেলতে। এরপর ঘরের মাঠে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে পাঁচ মাচের টেস্ট সিরিজ আয়োজন করবে বিসিসিআই।

হ্যাঁ, এখনও পর্যন্ত টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে ওঠার দৌড়ে রয়েছে ভারতীয় দল। বাকি থাকা ৯ মাচের মধে আটটি মাচ জিতে যায় ভারত। তাহলে ৬৮.৫ রেটিং পয়েন্ট হতে পারে ভারতের। আর যদি পুরো ৯টি মাচেই জেতে, তাহলে ৭৪.১ রেটিং পয়েন্ট হতে পারে। সেক্ষেত্রে অনায়াসেই ফাইনালে পৌঁছে যাবে ভারত।

২০২১ ও ২০২৩ এ দুটো টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে পৌঁছেছিল ভারত। প্রথমবার রানার্স আপ ও দ্বিতীয়বার অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধেও ফাইনালে হেরে যায় তারা। ২০২৫ এ পরের ফাইনালে জায়গা করে নিতে পারেনি ভারত।

আইপিএলের পর এই প্রথম টেস্ট সিরিজে খেলতে নামছে ভারত। আয়ারল্যান্ড, ইংল্যান্ড ও জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে সাদা বলের ফর্মাটে সিরিজ খেলেছে টিম ইন্ডিয়া। ১৫ অগাস্ট থেকে শুরু হওয়া এই দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজে ভারতীয় দলে ফিরলেন অভিজ্ঞ অলরাউন্ডার রবীন্দ্র জাডেজা। তবে ফাস্ট বোলিং বিভাগের প্রধান অস্ত্র যশপ্রীত বুমরাকে নিয়ে রয়েছে সংশয়, প্রশ্নচিহ্ন রয়েছে সাই সুদর্শনের ফিটনেস নিয়েও। দুই তারকাকেই ভারতীয় দলে সুযোগ দেওয়া হলেও, স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে এই দুই তারকা বিসিসিআইয়ের সেন্টার অফ এক্সিলেন্সের থেকে ফিটনেস ছাড়পত্র পেলে, তবেই এই সিরিজে খেলতে পারবেন।

# খোয়াইয়ে এক দিবসীয় কাবাডি প্রতিযোগিতা

ক্রীড়া প্রতিনিধি আগরতলা। খোয়াই জেলা কাবাডি অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে স্বর্গীয় কার্তিক তেলেঙ্গা এবং স্বর্গীয়া মীরা তেলেঙ্গার পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশ্যে শুক্রবার সিঙ্গিছড়ার শরৎচন্দ্র দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় মাঠে এক দিবসীয় কাবাডি প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়।এদিন দুপুর ১২টা থেকে শুরু হওয়া এই প্রতিযোগিতায় জেলার বিভিন্ন প্রান্তের কাবাডি খেলোয়াড়, ক্রীড়াপ্রেমী ও দর্শকদের উপস্থিতিতে উৎসবমুখর পরিবেশের সৃষ্টি হয়।প্রতিযোগিতায় জেলার বিভিন্ন বিদ্যালয় থেকে মোট ছয়টি দল অংশগ্রহণ করে। খেলাগুলিতে অংশগ্রহণকারী দলগুলির মধ্যে ছিল তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং খেলোয়াড়দের নৈপুণ্য দর্শকদের মুগ্ধ করে।এদিনের অনুষ্ঠানে উদ্বোধক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি বিপণন শাখা কমিটির সভাপতি অনুকুল চন্দ্র দাস।বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন খোয়াই পৌর পরিষদের চেয়ারম্যান দেবাশীষ নাথশর্মা, খোয়াই জেলা কাবাডি অ্যাসোসিয়েশনের সহ-সভাপতি শঙ্কু পাল এবং খোয়াই পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য মাধব চক্রবর্তী। অনুষ্ঠানে সভাপতির আসন অলংকৃত করেন খোয়াই জেলা কাবাডি অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি প্রনভ বিশ্বাস।প্রতিযোগিতার মূল উদ্দেশ্য ছিল প্রয়াত কার্তিক তেলেঙ্গা ও মীরা তেলেঙ্গার স্মৃতিকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা, পাশাপাশি জেলার কাবাডি খেলাকে আরও জনপ্রিয় করে তোলা এবং নতুন প্রজন্মকে এই ঐতিহ্যবাহী খেলার প্রতি উৎসাহিত করা। অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিরা কাবাডি খেলার বিকাশে খোয়াই জেলা কাবাডি অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগের ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং ভবিষ্যতেও এ ধরনের প্রতিযোগিতা নিয়মিত আয়োজনের ওপর গুরুত্বারোপ করেন।দিনব্যাপী এই প্রতিযোগিতা উৎসবমুখর পরিবেশে সম্পন্ন হয় এবং জেলার কাবাডি খেলার প্রসারে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ হিসেবে ক্রীড়ামহলে ইতিবাচক সাড়া ফেলেছে।

# জিরানিয়ায় ক্রিকেট ওল্ড আগরতলা স্কুল ফাইনালে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ আগস্ট।। জিরানিয়া ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের পরিচালনায় আয়োজিত স্কুল ক্রিকেট টুর্নামেন্টের এক রোমাঞ্চকর সেমিফাইনালে দুর্দান্ত জয় তুলে নিয়েছে ওল্ড আগরতলা পিএম শ্রী ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল। টসে জিতে প্রথমে ব্যাটিং করার সিদ্ধান্ত নিয়ে ওল্ড আগরতলা পিএম শ্রী ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল দল নির্ধারিত ওভারের কিছুটা আগে, ৩১.১ ওভারে সব উইকেট হারিয়ে ৯২ রান সংগ্রহ করে। দলের ব্যাটাররা লড়াই করার মতো এই পুঁজি গড়ে তোলার পর তাদের বোলারদের আত্মবিশ্বাসী সূচনা করার সুযোগ করে দেন। জবাবে ব্যাট করতে নেমে সংহতি বিদ্যা মন্দির ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের ব্যাটিং লাইনআপ ওল্ড আগরতলা দলের বোলিং আক্রমণের সামনে সম্পূর্ণ ভেঙে পড়ে। ১৬.১ ওভারেই মাত্র ৫২ রানে গুটিয়ে যায় তাদের পুরো ইনিংস। ফলে ৪০ রানের সহজ ও বড় ব্যবধানে জয় নিশ্চিত করে ফাইনালে নিজেদের জায়গা পাকা করে নেয় ওল্ড আগরতলা পিএম শ্রী ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল। দলের এমন অলরাউন্ড পারফরম্যান্সে খেলোয়াড় ও স্কুল চত্বরে আনন্দের জোয়ার বইছে।

# বিশ্বকাপের এখনও এক বছরের বেশি বাকি এর মধ্যেই অধিনায়ক বেছে ফেলল বাংলাদেশ

টি-টোয়েন্টির পর বাংলাদেশের এক দিনের দলেরও অধিনায়ক হলেন লিটন দাস। সাদা বলের দুই ফরম্যাটের ক্রিকেটেই তিনি এখন থেকে নেতৃত্ব দেবেন। ২০২৭ সালের বিশ্বকাপ পর্যন্ত এক দিনের দলকে নেতৃত্ব দেবেন উইকেটরক্ষক-ব্যাটার। এত দিন বাংলাদেশের এক দিনের দলের অধিনায়ক ছিলেন মেহেদি হাসান মিরাজ।

এক দিনের ক্রিকেটে সহ-অধিনায়ক করা হয়েছে তাওহিদ হৃদয়কে। বুধবার বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) পরিচালন পর্ষদের বৈঠকের পর সভাপতি তামিম ইকবাল বলেন, "আমি বিশ্বাস করি আমাদের দু'জন অধিনায়ক থাকা দরকার। সাদা বল এবং লাল বলে আলাদা অধিনায়ক থাকলে ভাল। ক্রিকেটের তিন ফরম্যাটে দু'জন অধিনায়ক রাখার সিদ্ধান্ত বোর্ডের সভায় গৃহীত হয়েছে।"

২০২৫ সালের জুনে নাজমুল হোসেন শান্তকে সরিয়ে মিরাজকে এক দিনের দলের অধিনায়ক করেছিল বাংলাদেশ। তাঁর নেতৃত্বে ২৪টি এক দিনের ম্যাচ খেলে বাংলাদেশ ১০টিতে জিতেছে। ওয়েস্ট ইন্ডিজ, পাকিস্তান, নিউ জিল্যান্ড এবং অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে টানা চারটি এক দিনের সিরিজ জেতেন অধিনায়ক মিরাজ। তবে শেষ সিরিজে জিম্বাবোয়ের কাছে ১-২ ব্যবধানে হেরে যান। তামিমও অধিনায়ক মিরাজের প্রশংসা করেছেন। তিনি বলেছেন, "অধিনায়ক মিরাজ অত্যন্ত সফল। গত কয়েকটা সিরিজে খুব ভাল করেছে। কিন্তু আমাদের মনে হয়েছে ক্রিকেটার মিরাজকে আমাদের বেশি প্রয়োজন। ওর ব্যাটিং এবং বোলিং প্রত্যাশা মতো হচ্ছে না। আমরা চাই ও চেনা ছন্দে ফিরে আসুক।"

তামিম জানিয়েছেন, মিরাজের সঙ্গে কথা বলেই এক দিনের দলের নেতৃত্বে পরিবর্তন করা হয়েছে। আগের মতোই টেস্টে বাংলাদেশকে নেতৃত্ব দেবেন শান্ত।

# কমনওয়েলথ গেমসের বক্সিংয়ে আরও পাঁচ পদক নিশ্চিত সব মিলিয়ে নয় ভারতীয় বক্সার পৌঁছোলেন সেমিফাইনালে

কমনওয়েলথ গেমসে ভারতীয় বক্সারেরা বুধবার পাঁচটি পদক নিশ্চিত করলেন। সব মিলিয়ে বক্সিংয়ে ভারতের ন'টি পদক নিশ্চিত হল। বুধবার বক্সিংয়ের পাঁচটি কোয়ার্টার ফাইনালেই জয় পেলেন ভারতীয়েরা। পুরুষ এবং মহিলা বিভাগ মিলিয়ে মোট ১৪ জন বক্সারের দল পাঠিয়েছে ভারত। চার জন হেরে গিয়েছেন কোয়ার্টার ফাইনাল বা তার আগেই।নিজেদের বিভাগের শেষ চারে পৌঁছে ব্রোঞ্জ পদক নিশ্চিত করেছেন অঙ্কুশ যাদব, সাক্ষী চৌধরী, অরুন্ধতী চৌধরী, সচিন সিওয়াচ এবং নরেন্দ্র বেরওয়াল। পুরুষদের ৮০ কেজি বিভাগে অঙ্কুশ ৫-০ ব্যবধানে হারিয়েছেন সেশেলসের জেড মিককককে। সেমিফাইনালে তাঁর প্রতিপক্ষ কানাডার জোসুয়া ওফোরি। সচিন ৬০ কেজি বিভাগের সেমিফাইনালে পৌঁছেছেন বতসোয়ানার ট্রেসর মোরেমিকে। সচিনের পক্ষে কোয়ার্টার ফাইনালের ফল ৫-০। শেষ চারের লড়াইয়ে তাঁর প্রতিপক্ষ ওয়েলসের হ্যারিস অ্যালান। নরেন্দ্র ৯০+ কেজি বিভাগের কোয়ার্টার ফাইনালে ৩-২ ব্যবধানে হারিয়েছেন সামোয়ার মাইকেল সেকোকে। সেমিফাইনালে তাঁকে লড়াই করতে হবে ত্রিনিদাদ এবং টোবাগোর নিগেল পলের বিরুদ্ধে।

মহিলাদের ৫১ কেজি বিভাগের সেমিফাইনালে উঠেছেন সাক্ষী। তিনি ৫-০ ব্যবধানে হারিয়েছেন নর্দার্ন আয়ারল্যান্ডের ক্যাটলিন ফ্রায়ার্সকে। সেমিফাইনালে তাঁর প্রতিপক্ষ কানাডার জেন ওয়াল। অরুন্ধতী জয় পেয়েছেন মহিলাদের ৭০ কেজি বিভাগে। তিনি কোয়ার্টার ফাইনালে ৩-১ ব্যবধানে হারিয়েছেন নিউ জিল্যান্ডের মরগ্যান হেন্ডারসনকে। সেমিফাইনালে তাঁর লড়াই ওয়েলসের রোজি একসেলের সঙ্গে।সেমিফাইনালে উঠে আগেই পদক নিশ্চিত করেছেন আরও চার জন। তাঁরা হলেন লভলীনা বরগোহাঁই (৭৫ কেজি), প্রিয়া ঘাংহাস (৬০ কেজি), প্রীতি পাওয়ার (৫৪ কেজি) এবং যদুমণি সিংহ (৫৫ কেজি)।

# ইউরোপের পর সুর চড়াল উত্তর আমেরিকা, আরও ৪১টি দেশ খারিজ করল ফিফার বিশ্বকাপ বেচার প্রস্তাব

ইউরোপের সঙ্গে সুর মেলাল উত্তর আমেরিকাও। বেসরকারি সংস্থার কাছে বিশ্বকাপ ফুটবল বিক্রি করে দেওয়া সংক্রান্ত জিয়ান্নি ইনফান্তিনোর প্রস্তাবের বিরুদ্ধে সরব আমেরিকা, মেক্সিকো, কানাডা, কোস্টারিকা, পানামার মতো দেশগুলিও। কনকাকাফের ৪১টি সদস্য দেশই ফিফা সভাপতির বিরোধিতা করেছে।জানা গিয়েছে, ফিফা একটি সংস্থা তৈরি করতে চাইছে। তার নাম 'ফিফা ফরোয়ার্ড এন্টারপ্রাইসেস'। বিশ্বকাপ, ক্লাব বিশ্বকাপের মতো প্রতিযোগিতা পরিচালনা করবে এই সংস্থা। জিয়ান্নি ইনফান্তিনোদের আশা, সংস্থার অন্তত ২১ শতাংশ মালিকানা বেসরকারি সংস্থার কাছে বিক্রি করা যাবে। এতে ফিফার পকেটে ৪০ হাজার কোটি টাকা ঢুকবে। ফিফা একটি বিবৃতিতে জানিয়েছে, 'ফিফা ফাস্ট ফরোয়ার্ড প্রোগ্রাম' নামের একটি প্রকল্প চালু করা হবে। তার মাধ্যমে সরাসরি ওই ৪০ হাজার কোটি টাকা সদস্য দেশগুলির ফুটবল সংস্থাদের পাঠানো হবে। বিবৃতিতে আরও জানানো হয়েছে, এই বিষয়ে ফিফাকে পরামর্শ দিচ্ছে জেপি মর্গ্যান। 'ফিফা ফরোয়ার্ড এন্টারপ্রাইসেস' সংস্থাটির মাথায় বসতে পারেন জোশুয়া কুশনার। তিনি সম্পর্কে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের জামাই জারেড কুশনারের ভাই।এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধেই সুর চড়তে শুরু করেছে। একই পথে হেঁটেছে কনকাকাফও। বৃহস্পতিবার বৈঠক করেছে উত্তর আমেরিকা, মধ্য আমেরিকা, ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জ-সহ ৪১টি দেশের ফুটবল সংগঠন। তার পরই ফিফার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। বৈঠকে কনকাকাফের সদস্যেরা প্রস্তাবটি নিয়ে যথাযথ প্রক্রিয়ার অভাব, কৃত্রিমভাবে চাপিয়ে দেওয়া, সংক্ষিপ্ত সময়সীমা এবং ফিফা পরিচালন পর্ষদের পর্যালোচনা বা অনুমোদনহীন প্রস্তাব নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। এছাড়াও, সবচেয়ে লাভজনক ফিফা বিশ্বকাপের পর নতুন ফিফা ফরোয়ার্ড কর্মসূচিগুলিতে বেসরকারি বিনিয়োগের প্রয়োজনীয়তা নিয়েও প্রশ্ন তোলা হয়েছে।

### শিক্ষাগত যোগ্যতা নিয়ে মন্ত্রী টিংকু রায়ের বিরুদ্ধে মামলায় আদালত

# দুই পুলিশ আধিকারিকের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থার নির্দেশকে স্বাগত জানাল কংগ্রেসে

কৈলাসহর, ৭ আগস্ট: মন্ত্রী টিংকু রায়ের বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলায় কৈলাসহর প্রথম শ্রেণির আদালতের সাম্প্রতিক নির্দেশকে স্বাগত জানিয়ে শুক্রবার কৈলাসহরে এক সাংবাদিক সম্মেলন করেন চণ্ডীপুরের কংগ্রেস বিধায়ক বিরজিত সিনহা। তাঁর বাসভবনে আয়োজিত এই সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন মামলার আইনজীবী নর সিংহ দাস, ঊনকোটি জেলা কংগ্রেসের সভাপতি মোহাম্মদ বদরুজ্জামান এবং কংগ্রেস নেতা চন্দ্রশেখর সিনহা।

সাংবাদিক সম্মেলনে বিধায়ক বিরজিত সিনহা অভিযোগ করেন, ২০২৩ সালের বিধানসভা নির্বাচনে চণ্ডীপুর কেন্দ্র থেকে বিজেপি প্রার্থী হিসেবে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার সময় টিংকু রায় তাঁর হলফনামায় উল্লেখ করেছিলেন যে তিনি মধ্যপ্রদেশের একটি শিক্ষা বোর্ড থেকে দ্বাদশ শ্রেণি উত্তীর্ণ এবং তাঁর বিরুদ্ধে কোনো ফৌজদারি মামলা নেই।

বিরজিত সিনহার দাবি, টিংকু রায় যে শিক্ষা বোর্ডের সনদের কথা উল্লেখ করেছেন, সেই বোর্ডকে সরকার বহু আগেই অবৈধ ঘোষণা করেছে। পাশাপাশি তিনি অভিযোগ করেন, মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার আগেই পশ্চিম আগরতলা থানায় টিংকু রায়ের বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের হয়েছিল এবং তা বিচারাধীন থাকা সত্ত্বেও হলফনামায় মামলা না থাকার তথ্য দেওয়া হয়েছে, যা তাঁর মতে আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ।

বিরজিত সিনহা জানান, এই অভিযোগের ভিত্তিতে কংগ্রেস নেতা চন্দ্রশেখর সিনহা ২০২৫ সালের ৯ ডিসেম্বর কৈলাসহর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। সে সময় থানার তৎকালীন ওসি অভিযোগ সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় নথি, অবৈধ ঘোষিত শিক্ষা বোর্ডের সরকারি কাগজপত্র এবং পশ্চিম আগরতলা থানার মামলার নথি জমা দিতে বলেন। অভিযোগ অনুযায়ী, ১৫ ডিসেম্বর সমস্ত নথি জমা দেওয়া হলেও পুলিশ মামলা নথিভুক্ত করেনি।

এরপর ২০২৬ সালের ২১ জানুয়ারি ঊনকোটি জেলার পুলিশ সুপারের কাছেও লিখিত অভিযোগ জানানো হলেও কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি বলে দাবি করেন তিনি। পরবর্তীতে কংগ্রেস নেতা চন্দ্রশেখর সিনহা কৈলাসহর প্রথম শ্রেণির আদালতের দ্বারস্থ হন।

বিধায়ক জানান, চলতি বছরের ১৭ এপ্রিল আদালতে মামলাটি রুজু হয়। প্রথম ও দ্বিতীয় শুনানির পর ৬ আগস্ট অনুষ্ঠিত তৃতীয় শুনানিতে বিচারক রঞ্জাবতী রায় কৈলাসহর থানার ওসিকে আগামী ১৫ সেপ্টেম্বর আদালতে ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত হয়ে লিখিত ব্যাখ্যা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। আদালত জানতে চেয়েছে অভিযোগ পাওয়ার পর পুলিশ জিডি এন্ট্রি করেছিল কি না, কোনো তদন্ত হয়েছিল কি না এবং মামলা নথিভুক্ত না করার কারণ কী। মামলার আইনজীবী নর সিংহ দাস বলেন, বিচারকের এই নির্দেশে আবারও প্রমাণিত হয়েছে যে, 'আইন সবার জন্য সমান এবং আইনের ঊর্ধ্বে কেউ নন।' তিনি আরও দাবি করেন, আদালতের পর্যবেক্ষণ থেকে স্পষ্ট যে তৎকালীন ঊনকোটি জেলার পুলিশ সুপার সুধামবিকা আর এবং কৈলাসহর থানার তৎকালীন ওসি সুকান্ত সেন চৌধুরী দায়িত্ব পালনে গাফিলতি করেছেন।

তিনি বলেন, সংশ্লিষ্ট দুই পুলিশ আধিকারিকের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা না হলে তাঁরা পরবর্তী আইনি পদক্ষেপ হিসেবে ত্রিপুরা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হবেন।

## বিশ্রামগঞ্জে আইপিএফটি নেতার ওপর হামলার অভিযোগ তদন্তে পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশ্রামগঞ্জ, ৭ আগস্ট: সিপাহীজলা জেলার বিশ্রামগঞ্জ থানাধীন লাটিয়াছড়া এডিসি ভিলেজ এলাকায় আইপিএফটির সহযোগী সংগঠন এটিসা -র উপদেষ্টা অমিত দেববর্মা-র ওপর হামলার অভিযোগকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। শুক্রবার সংঘটিত এই ঘটনায় আহত অমিত দেববর্মাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, শুক্রবার পাড়ার একটি দোকানে বকেয়া টাকা পরিশোধ করতে গেলে হঠাৎ কয়েকজন দুষ্কৃতী অমিত দেববর্মার ওপর হামলা চালায় বলে অভিযোগ। হামলায় তাঁর চোখের উপরের অংশে গুরুতর আঘাত লাগে এবং তিনি ঘটনাস্থলেই রক্তাক্ত হয়ে পড়েন।

ঘটনাস্থলে উপস্থিত স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত তাঁকে উদ্ধার করে বিশ্রামগঞ্জ থানায় খবর দেন। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহত অমিত দেববর্মাকে উদ্ধার করে বিশ্রামগঞ্জ প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যায়।

চিকিৎসকরা প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়ার পর তাঁর শারীরিক অবস্থার গুরুত্ব বিবেচনা করে উন্নত চিকিৎসার জন্য অন্যত্র রেফার করার পরামর্শ দেন।

এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে। হামলার পেছনে কী কারণ রয়েছে এবং কারা এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত, তা খতিয়ে দেখতে তদন্ত শুরু করেছে বিশ্রামগঞ্জ থানার পুলিশ। অভিযুক্তদের শনাক্ত করে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়াও শুরু হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে। তবে হামলার পেছনের সুনির্দিষ্ট কারণ সম্পর্কে এখনও পর্যন্ত পুলিশের পক্ষ থেকে কোনো আনুষ্ঠানিক বক্তব্য দেওয়া হয়নি। তদন্তের পরই ঘটনার প্রকৃত কারণ স্পষ্ট হবে।



ত্রিপুরা বিধানসভার অধ্যক্ষ রামপদ জমাতিয়া শুক্রবার নয়াদিল্লিতে সংসদ ভবনে লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লার সাক্ষাৎ করেন।

## পূর্ব থানার বিশেষ অভিযানে মাদক কারবার ও নেশা সেবনের অভিযোগে ২৩ জন আটক, উদ্ধার নেশাসামগ্রী

আগরতলা, ৭ আগস্ট: রাজ্যজুড়ে চলমান নেশা বিরোধী অভিযানের অংশ হিসেবে পূর্ব থানার পুলিশ শুক্রবার বিশেষ অভিযান চালিয়ে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। থানা এলাকার বিভিন্ন স্থানে গোপন তথ্যের ভিত্তিতে একযোগে অভিযান চালিয়ে মাদক কারবার, কেনাবেচা এবং নেশা সেবনের অভিযোগে মোট ২৩ জনকে আটক করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, দীর্ঘদিন ধরেই পূর্ব থানা এলাকার কয়েকটি স্থানে নেশা সংক্রান্ত বেআইনি কার্যকলাপের অভিযোগ আসছিল। সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই পরিকল্পিতভাবে বিভিন্ন এলাকায় একযোগে অভিযান চালানো হয়। অভিযানের সময় নেশা সংক্রান্ত বিভিন্ন সামগ্রীও উদ্ধার করা হয়েছে বলে পুলিশ জানিয়েছে। যদিও উদ্ধার হওয়া সামগ্রীর পরিমাণ ও প্রকৃতি সম্পর্কে এখনও বিস্তারিত জানানো হয়নি।

আটক ব্যক্তিদের থানায় নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। তদন্তে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে তাঁদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ধারায় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

এ বিষয়ে পূর্ব থানার ওসি কৃষ্ণধন সরকার জানান, মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ অনুযায়ী রাজ্যজুড়ে মাদকবিরোধী অভিযান আরও জোরদার করা হয়েছে। সেই নির্দেশ মেনেই পূর্ব থানা এলাকায় নিয়মিত অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও এই ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।

তিনি বলেন, 'পূর্ব থানা এলাকায় কোনওভাবেই মাদক কারবার, নেশাজাতীয় দ্রব্যের কেনাবেচা কিংবা নেশা সংক্রান্ত কোনও বেআইনি কার্যকলাপ বরদাস্ত করা হবে না। সমাজকে মাদকমুক্ত করতে পুলিশ কঠোর অবস্থান নিয়েছে। ভবিষ্যতেও আরও কড়াভাবে অভিযান চালানো হবে এবং অপরাধীদের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

পুলিশের এই অভিযানে এলাকায় মাদকবিরোধী অভিযানের প্রতি প্রশাসনের কঠোর অবস্থান স্পষ্ট হয়েছে। পাশাপাশি সাধারণ মানুষও এই ধরনের অভিযানকে স্বাগত জানিয়ে নিয়মিত নজরদারি ও কঠোর পদক্ষেপ অব্যাহত রাখার দাবি জানিয়েছেন।

## 'স্মার্ট সিটির নামে দুর্ভোগ, আগরতলার বেহাল দশার প্রতিবাদে পথে সদর জেলা কংগ্রেস

আগরতলা, ৭ আগস্ট: আগরতলাকে স্মার্ট সিটি হিসেবে গড়ে তোলার নামে সাধারণ মানুষের করের কোটি কোটি টাকা অপচয় ও দুর্নীতির অভিযোগ তুলে প্রতিবাদে নামল প্রদেশ কংগ্রেসের সদর জেলা কমিটি। সদর জেলা কংগ্রেসের উদ্যোগে আয়োজিত বিক্ষোভ মিছিলে দলীয় নেতা-কর্মী ও সমর্থকরা অংশ নেন। মিছিল থেকে আগরতলা শহরের রাস্তা, নিকাশি ব্যবস্থা, যানজট, জল জমা এবং নাগরিক পরিষেবার অব্যবস্থাপনা নিয়ে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করা হয়। প্রদেশ কংগ্রেসের মুখপাত্র প্রবীর চক্রবর্তী বলেন, আগরতলাকে স্মার্ট সিটি করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে একাধিক প্রকল্প হাতে নেওয়া হলেও বাস্তবে সাধারণ মানুষ তার সুফল পাচ্ছেন না। বরং নির্মাণকাজ, রাস্তা খোঁড়াখুঁড়ি এবং অপরিকল্পিত উন্নয়নের কারণে শহরবাসীকে প্রতিদিন দুর্ভোগের মুখে পড়তে হচ্ছে বলে দাবি করেন তাঁরা। এককথায় স্মার্ট সিটির আড়ালের লুটের রাজত্ব চলছে।

বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, স্মার্ট সিটির নামে বিপুল অর্থ ব্যয় করা হলেও শহরের মৌলিক সমস্যাগুলি এখনও সমাধান হয়নি। বর্ষার সময় জল জমা, নিকাশি ব্যবস্থার দুর্বলতা এবং ভাঙাচোরা রাস্তার কারণে সাধারণ মানুষকে চরম ভোগান্তির শিকার হতে হচ্ছে।

তাঁর অভিযোগ, স্মার্ট সিটি তৈরির নামে মানুষের করের টাকা লুটের সুযোগ তৈরি করা হয়েছে। উন্নয়নের পরিবর্তে আগরতলাবাসীকে দুর্ভোগের মধ্যে ঠেলে দেওয়া হয়েছে। তাঁরা এই পরিস্থিতির জন্য দায়ীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানান।

## মাটির নিয়ে ধোঁয়া, চাঞ্চল্য যাত্রাপুর থানায়

আগরতলা, ৭ আগস্ট: শুক্রবার সকালে যাত্রাপুর থানা প্রাঙ্গণে হঠাৎ মাটির নিচ থেকে বুদবুদ আকারে জল বের হতে এবং হালকা ধোঁয়ার মতো দৃশ্য দেখা যাওয়ায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। ঘটনায় কিছু সময়ের জন্য থানার পুলিশকর্মী ও উপস্থিত সাধারণ মানুষের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।

প্রাথমিকভাবে বিষয়টি নিয়ে নানা জল্পনা শুরু হয়। কেউ মাটির নিচে জমে থাকা গ্যাস বা মিথেন গ্যাস নির্গমনের আশঙ্কা প্রকাশ করেন, আবার কেউ বৈদ্যুতিক ত্রুটির সম্ভাবনার কথা বলেন।

ঘটনার খবর পেয়ে যাত্রাপুর থানার ওসির উদ্যোগে বিদ্যুৎ বিভাগের কর্মী ও একজন ইলেকট্রিক মিস্ত্রিকে ডেকে ঘটনাস্থল পরীক্ষা করা হয়। পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর জানা যায়, বৃষ্টির জল বিদ্যুতের সংস্পর্শে আসায় শর্ট সার্কিটের পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল। এর ফলেই মাটির নিচ থেকে বুদবুদের সঙ্গে ধোঁয়ার মতো দৃশ্য দেখা যাচ্ছিল।

বিদ্যুৎ কর্মীদের প্রাথমিক ধারণা, থানা প্রাঙ্গণের পুরনো বিদ্যুতের খুঁটিতে ত্রুটি থাকায় এই সমস্যা তৈরি হয়েছে। খুঁটিটি পরিবর্তন করা হলে সমস্যার স্থায়ী সমাধান হবে বলে তারা মনে করছেন।

এ বিষয়ে যাত্রাপুর থানার সাব-ইন্সপেক্টর বিজয় চক্রবর্তী বলেন, তিনি সকাল থেকেই বিষয়টি নিয়ে উদ্বিগ্ন ছিলেন। তবে প্রথম থেকেই তাদের ধারণা ছিল এটি বৈদ্যুতিক ত্রুটির কারণেই ঘটছে। পরে পরীক্ষা করে সেই ধারণাই সঠিক প্রমাণিত হয়েছে। সাধারণ মানুষের আতঙ্কিত হওয়ার কোনো কারণ নেই বলেও জানান তিনি।

ঘটনার প্রকৃত কারণ নিশ্চিত হওয়ার পর পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়। নিরাপত্তার স্বার্থে সংশ্লিষ্ট বিদ্যুৎ দপ্তরকে দ্রুত প্রয়োজনীয় মেরামতির উদ্যোগ নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

## রেশন দোকানে এল নিম্নমানের ও দুর্গন্ধযুক্ত মুসুর ডাল, বিতরণে আপত্তি ডিলারের, তদন্তের দাবি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ আগস্ট: রাজ্যের ন্যায্যমূল্যের রেশন ব্যবস্থাকে ঘিরে ফের উঠল খাদ্যসামগ্রীর মান নিয়ে প্রশ্ন। শুক্রবার আগরতলার জয়নগর এলাকার ৬ নম্বর ন্যায্যমূল্যের দোকানে ভোক্তাদের জন্য সরবরাহ করা মশুর ডালের মান নিয়ে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। ডিলারের অভিযোগ, সরবরাহ করা ডাল অত্যন্ত নিম্নমানের, পচা এবং তীব্র দুর্গন্ধযুক্ত হওয়ায় তা ভোক্তাদের মধ্যে বিতরণ করা সম্ভব নয়। জানা গেছে, এদিন রেশন দোকানে কয়েক বস্তা মুসুর ডাল পৌঁছানোর পর বস্তা খুলে ডিলার ডালের মান পরীক্ষা করেন। তাঁর দাবি, ডাল থেকে তীব্র দুর্গন্ধ বের হচ্ছিল এবং সেগুলি খাওয়ার উপযোগী নয় বলে মনে হয়েছে। সেই কারণে তিনি ডাল বিতরণে আপত্তি জানান।

সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে সংশ্লিষ্ট ডিলার দাবি করেন, এই ডাল সাধারণ মানুষের কাছে বিতরণ করা হলে সমস্যা তৈরি হতে পারে। তাঁর বক্তব্য, ডালের মান অত্যন্ত খারাপ এবং তা পরীক্ষা না করে বিতরণ করা উচিত হবে না। বিষয়টি তিনি স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদেরও জানিয়েছেন।

ঘটনার পর স্থানীয় কাউন্সিলর বিষয়টি খতিয়ে দেখে সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষকে অবহিত করার আশ্বাস দিয়েছেন বলে জানা গেছে।

এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রেশন ব্যবস্থায় সরবরাহ করা খাদ্যসামগ্রীর গুণগত মান নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে নতুন করে প্রশ্ন উঠেছে। ভোক্তাদের একাংশের দাবি, সরকারি খাদ্যসামগ্রী নিয়মিতভাবে মান যাচাই করে তবেই বিতরণ করা উচিত, যাতে মানুষের স্বাস্থ্য নিয়ে কোনো ধরনের ঝুঁকি তৈরি না হয়।

তবে এই ঘটনায় খাদ্য, নাগরিক সরবরাহ ও ভোক্তা বিষয়ক দপ্তর কিংবা সংশ্লিষ্ট প্রশাসনের পক্ষ থেকে এখনও পর্যন্ত কোনো আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

উল্লেখ্য, ডিলারের দাবি অনুযায়ী ডালের মান নিয়ে অভিযোগ উঠলেও, ডাল পরীক্ষার কোনো সরকারি রিপোর্ট এখনও প্রকাশিত হয়নি। ফলে ডালটি প্রকৃতপক্ষে খাদ্যোপযোগী কি না, তা সংশ্লিষ্ট দপ্তরের তদন্ত ও পরীক্ষার পরই স্পষ্ট হবে।

## জলাবদ্ধতা নিয়ে তৎপর পুরনিগম ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শনে মেয়র



আগরতলা, ৭ আগস্ট : বর্ষার মরশুমে আগরতলা শহরের বাসিন্দাদের জলাবদ্ধতার দুর্ভোগ থেকে স্থায়ীভাবে মুক্তি দিতে তৎপর হয়েছে আগরতলা পুর নিগম। আজ শহরের বিভিন্ন জলাবদ্ধতাপ্রবণ এলাকা সরেজমিনে পরিদর্শনে গিয়ে এমনটাই জানালেন মেয়র দীপক মজুমদার। পরিদর্শনকালে আর এম এস চৌমুহনি, জয়নগরসহ শহরের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় ড্রেনেজ ব্যবস্থার বর্তমান পরিস্থিতি খতিয়ে দেখা হয়। কোথায় জল নিষ্কাশনে বাধা সৃষ্টি হচ্ছে এবং কোন কোন কারণে জল জমে থাকছে, তা সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ করেন তিনি। এ সময় জলাবদ্ধতার সমস্যা দ্রুত ও স্থায়ীভাবে সমাধানের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট কাজের দায়িত্বে থাকা ইঞ্জিনিয়ারদের প্রয়োজনীয় নির্দেশ প্রদান করেন।

পরবর্তী সময়ে আগরতলা শিশু উদ্যান ময়দানে নির্মাণাধীন নতুন কফি হাউসের স্থানও ঘুরে দেখেন মেয়র। সেখানে চলমান কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে আধিকারিকদের কাছ থেকে বিস্তারিত তথ্য নেন এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে দ্রুত নির্মাণকাজ সম্পন্ন করার নির্দেশ দেন। এদিনের পরিদর্শনে উপস্থিত ছিলেন ২০ নম্বর ওয়ার্ডের কর্পোরেটর শ্রীমতি রত্ন দত্ত, আগরতলা পুর নিগমের পূর্ব জোনের চেয়ারম্যান শ্রী সুখময় সাহা, পুর নিগমের কমিশনার শ্রী সাজু ওয়াহিদ এ, পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের দায়িত্বপ্রাপ্ত ইঞ্জিনিয়ার ও অন্যান্য আধিকারিকরা।

মেয়র জানান, আগরতলা শহরের জল নিকাশি ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং বর্ষাকালে নাগরিক দুর্ভোগ কমাতে পুর নিগম ধারাবাহিকভাবে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে চলেছে। স্থায়ী সমাধানের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলিকে সমন্বিতভাবে কাজ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

## চুরি করতে গিয়ে জনতার হাতে ধরা দুই অভিযুক্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ৭ আগস্ট: বিশালগড় থানাধীন উত্তর ব্রজপুর এলাকায় চুরির অভিযোগে দুই ব্যক্তিকে আটক করে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। শুক্রবার সকালে ঘটে যাওয়া এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, শুক্রবার সকালে উত্তর ব্রজপুর এলাকায় একটি জলের মেশিন এবং একটি তিন চাকার মালবাহী অটো চুরি করে পালানোর চেষ্টা করছিলেন দুই ব্যক্তি। এ সময় স্থানীয়দের সন্দেহ হওয়ায় তারা ধাওয়া করে বিকাশ দেবনাথ ও সুমন দেবনাথ নামে দুই অভিযুক্তকে আটক করেন। অভিযোগ, আটক হওয়ার পর উত্তেজিত জনতা তাদের মারধর করে। পরে বিশালগড়

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

## টলিউডে অভিষেক উদয়পুরের কৃতি কন্যা সায়ন্তিকা ধরের, 'আনন্দ আশ্রম' ছবিতে অভিনয়ে উজ্জ্বল করলেন ত্রিপুরার নাম

নিজস্ব প্রতিনিধি , উদয়পুর, ৭ আগস্ট: ত্রিপুরার প্রতিভার মুকুটে যুক্ত হলো আরও একটি উজ্জ্বল পালক। গোমতী জেলার উদয়পুরের কৃতি কন্যা সায়ন্তিকা ধর টলিউডের বড় পর্দায় অভিষেকের মাধ্যমে রাজ্যের নাম গর্বের সঙ্গে তুলে ধরেছেন। সম্প্রতি মুক্তিপ্রাপ্ত বাংলা চলচ্চিত্র 'আনন্দ আশ্রম'-এ অভিনয়ের মাধ্যমে তিনি চলচ্চিত্র জগতে পা রাখেন। 'মা দুর্গা প্রোডাকশন'-এর প্রযোজনায় এবং পরিচালক রঞ্জন দত্ত-এর পরিচালনায় নির্মিত ছবিটি গত ৩১ জুলাই, ২০২৬ মুক্তি পেয়েছে। পারিবারিক ও সামাজিক বার্তাধর্মী এই চলচ্চিত্র ইতিমধ্যেই দর্শক ও চলচ্চিত্র মহলে প্রশংসা কুড়িয়েছে।

সায়ন্তিকা ত্রিপুরা পুলিশের প্রয়াত ডিএসপি সুরজিৎ ধর এবং গৃহিণী রাখি সিংহ ধর-এর কন্যা। বর্তমানে তিনি নবম শ্রেণিতে অধ্যয়নরত। ছোটবেলা থেকেই পড়াশোনার পাশাপাশি ক্লাসিক্যাল ও ওয়েস্টার্ন নৃত্যে দক্ষতা অর্জন করেন। সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে তার আগ্রহ ও নিষ্ঠাই পরবর্তীতে তাকে অভিনয় জগতের পথে এগিয়ে দেয়।

পরিবার সূত্রে জানা গেছে, ২০২৫ সালে সামাজিক মাধ্যমে একটি অভিনয়ের বিজ্ঞাপন দেখে অডিশনে অংশ নেন সায়ন্তিকা। এরপর কলকাতায় পেশাদার প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে বড় পর্দায় অভিনয়ের সুযোগ পান। প্রথম ছবিতেই তার অভিনয় দর্শকদের নজর কেড়েছে।

'আনন্দ আশ্রম' চলচ্চিত্রটি একটি অনাথ আশ্রমকে কেন্দ্র করে নির্মিত সামাজিক বার্তাধর্মী গল্প। ছবিতে দুর্নীতি, মানবিক মূল্যবোধ এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের বিষয়গুলো তুলে ধরা হয়েছে। সায়ন্তিকার পাশাপাশি এই ছবিতে অভিনয় করেছেন বোধিসত্ত্ব মজুমদার, কৌশিক ব্যানার্জী, লাবণী সরকার-সহ টলিউডের একাধিক বিশিষ্ট শিল্পী।

নিজের অভিনয় জীবন নিয়ে সায়ন্তিকা বলেন, মায়ের অনুপ্রেরণাই তাকে এই পথে এগিয়ে আসতে সাহস জুগিয়েছে। ভবিষ্যতে আরও ভালো ভালো চলচ্চিত্রে অভিনয়ের মাধ্যমে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে চান তিনি।

অন্যদিকে, সায়ন্তিকার মা রাখি সিংহ ধর বলেন, বর্তমান সময়ে শুধু পড়াশোনার মধ্যেই সন্তানদের

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

## পানিসাগরে ছাগল সহ ধরা পড়ল চোর

নিজস্ব প্রতিনিধি, পানিসাগর , ৭ আগস্ট: উত্তর ত্রিপুরার পানিসাগর থানাধীন দেওছড়া এলাকায় গরু ও ছাগল চুরির ঘটনাকে কেন্দ্র করে শুক্রবার সকালে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। চুরি যাওয়া ছাগলসহ এক সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে আটক করে স্থানীয়রা বিদ্যুতের খুঁটির সঙ্গে বেঁধে রাখেন। পরে খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে অভিযুক্তকে হেফাজতে নিয়ে যায়। তবে চুরি হওয়া গরুটির এখনও কোনো সন্ধান মেলেনি।

জানা গেছে, শুক্রবার ভোর প্রায় সাড়ে ৪টা নাগাদ দেওছড়া এলাকার বাসিন্দা সতীশ নাথের বাড়ি থেকে অজ্ঞাতপরিচয় দুষ্কৃতীরা একটি গরু ও একটি ছাগল চুরি করে নিয়ে যায়। সকালে বিষয়টি জানতে পেরে পরিবারের সদস্যরা খোঁজাখুঁজি শুরু করেন। এরই মধ্যে সকাল প্রায় ৮টা নাগাদ পদ্মপুর এলাকায় চুরি যাওয়া ছাগলসহ এক সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে দেখতে পান ছাগলের মালিক। সঙ্গে সঙ্গে তিনি স্থানীয়দের সহায়তায় ওই ব্যক্তিকে আটক করেন। তল্লাশি চালিয়ে তার কাছ থেকে চুরি হওয়া ছাগলটি উদ্ধার করা সম্ভব হলেও গরুটির

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

## ১৬ আগস্ট ধর্মনগরে উত্তর জেলাভিত্তিক তিরঙ্গা র‍্যালি

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ৭ আগস্ট: নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে উত্তর ত্রিপুরা জেলায় "হর ঘর তিরঙ্গা" কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হবে। ৮০ তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপনকে কেন্দ্র করে উত্তর ত্রিপুরা জেলা প্রশাসন এই হর ঘর তিরঙ্গা কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। আজ উত্তর ত্রিপুরা জেলাশাসক কার্যালয়ের কনফারেন্স হলে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে উত্তর ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক ও সমাহর্তা চাঁদনী চন্দ্রন সামগ্রিক কর্মসূচি সংবাদমাধ্যমের সামনে তুলে ধরেন। সাংবাদিক সম্মেলনে

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

## তেলিয়ামুড়ায় দুই গাড়ির সংঘর্ষে গুরুতর আহত ৬

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৭ আগস্ট: খোয়াই জেলার তেলিয়ামুড়া থানাধীন সাউথ পুলিনপুর এলাকায় আসাম-আগরতলা জাতীয় সড়কে ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনায় অন্তত ছয়জন গুরুতর আহত হয়েছেন। শুক্রবার সংঘটিত এই দুর্ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। খবর পেয়ে অগ্নিনির্বাপক দপ্তরের দুটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহতদের উদ্ধার করে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়। পরে অবস্থার অবনতি হওয়ায় সকলকেই আগরতলার জিবিপি হাসপাতালে উন্নত চিকিৎসার জন্য রেফার করা হয়।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, টিআর-০৬ই-০৩৭৮ নম্বরের একটি মারুতি সুইফট গাড়ি রামখোরপাড়া এলাকা থেকে তেলিয়ামুড়ার দিকে আসছিল। অভিযোগ, গাড়ির চালক মদ্যপ অবস্থায় গাড়ি চালাচ্ছিলেন। অপরদিকে টিআর-০৬এ-২০০২ নম্বরের একটি অটোরিকশা জাতীয় সড়ক ধরে বিপরীত দিক থেকে আসছিল।

সাউথ পুলিনপুর এলাকায় পৌঁছাতেই দুটি গাড়ির মধ্যে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষের তীব্রতায় অটোরিকশাটি দুমড়ে-মুচড়ে যায় এবং অটোতে থাকা পাঁচজন যাত্রী গুরুতর আহত হন। দুর্ঘটনার পর অটোর চালক গাড়ির সামনের অংশে আটকে পড়েন। স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে এসে অনেক চেষ্টার পর অটোর চালককে উদ্ধার করেন এবং অগ্নিনির্বাপক দপ্তরে খবর দেন। খবর পেয়ে অগ্নিনির্বাপক দপ্তরের দুটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহতদের

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

## বর্ষায় জাতীয় সড়কে গর্ত, বাড়ছে দুর্ঘটনার আশঙ্কা, উদয়পুরে পরিদর্শনে পৌরপিতা ও এনএইচআইডিসিএল আধিকারিকরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ৭ আগস্ট: বর্ষার জেরে উদয়পুর শহর সংলগ্ন জাতীয় সড়কের বিভিন্ন অংশে তৈরি হওয়া ছোট-বড় গর্ত এখন পথচলতি মানুষ ও যানবাহনের জন্য উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রতিদিনই এসব গর্তের কারণে ছোট-বড় দুর্ঘটনার আশঙ্কা তৈরি হচ্ছে। বিষয়টির গুরুত্ব বিবেচনা করে শুক্রবার জাতীয় সড়কের ক্ষতিগ্রস্ত অংশ পরিদর্শন করেন উদয়পুর পৌরপরিষদের পৌরপিতা শীতলচন্দ্র মজুমদার, বিজেপির রাধাকিশোরপুর মণ্ডল সভাপতি সানি সাহা এবং ন্যাশনাল হাইওয়ে অ্যান্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেড (এনএইচআইডিসিএল)-এর আধিকারিকরা।

পরিদর্শনকালে তাঁরা জাতীয় সড়কের বিভিন্ন অংশ ঘুরে দেখেন এবং কোথায় কোথায় গর্ত সৃষ্টি হয়েছে, তার বিস্তারিত খতিয়ে দেখেন। পাশাপাশি দ্রুত মেরামতির প্রয়োজনীয়তা নিয়েও আলোচনা করেন।

পৌরপিতা শীতলচন্দ্র মজুমদার বলেন, বর্ষার কারণে রাস্তার পাশে এবং বিভিন্ন অংশে ছোট-বড় গর্ত তৈরি হয়েছে। এসব গর্তের কারণে যান চলাচলে বিঘ্ন ঘটছে এবং দুর্ঘটনার ঝুঁকি উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে গেছে। বিশেষ করে রাতের সময় গর্তগুলো স্পষ্টভাবে দেখা না যাওয়ায় দুর্ঘটনার সম্ভাবনা আরও বাড়ছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

এদিকে এনএইচআইডিসিএল-এর আধিকারিকরা জানান, বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হয়েছে। আগামী ১৫ আগস্টের আগেই জাতীয় সড়কের পাশে এবং ক্ষতিগ্রস্ত অংশে তৈরি হওয়া ছোট থেকে বড় সব গর্ত মেরামতের কাজ সম্পন্ন করার লক্ষ্য নিয়ে দ্রুত উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।

দীর্ঘদিন ধরে রাস্তার বেহাল অবস্থার কারণে দুর্ভোগে থাকা স্থানীয় বাসিন্দারা প্রশাসনের এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন।

তাঁদের আশা, দ্রুত সংস্কারকাজ শেষ হলে দুর্ঘটনার ঝুঁকি অনেকটাই কমবে এবং সাধারণ মানুষের যাতায়াত আরও নিরাপদ ও স্বাভাবিক হবে। প্রসঙ্গত, প্রতি বর্ষা মৌসুমেই জাতীয় সড়কের বিভিন্ন অংশে গর্ত তৈরি হওয়ার সমস্যা দেখা দেয়। সংশ্লিষ্ট মহলের মতে, সময়মতো রক্ষণাবেক্ষণ ও সংস্কারকাজ সম্পন্ন করা গেলে ভবিষ্যতে বড় ধরনের দুর্ঘটনা এড়ানোর পাশাপাশি যান চলাচলও নির্বিঘ্ন রাখা সম্ভব হবে।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas

CMYK CMYK

8th-6th page -2022 darpan print.pmd 2 08-08-2026, 01:35